স্মরণিকা ২০২২

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন

সেপ্টেম্বর ২০২২

স্মরণিকা ২০২২

বার্ষিক সাধারণ সভার প্রকাশনা

আহ্বায়ক

ইয়াকুব আলী

সদস্য

নাসরীন জাহান লিপি

সুমন মেহেদী

আফরোজা নাইচ রিমা

এ এম ইমদাদুল ইসলাম

কাজী শাম্মীনাজ আলম

প্রচ্ছদ

নাসরীন জাহান লিপি

গ্রাফিক্স ডিজাইন

মো. ফাহাদ হোসেন

সম্পাদনা সহযোগিতায়

খালেদা বেগম

মো. আবদুল জলিল

ডালিয়া ইয়াসমিন

মুদ্রণে

মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং

১০/১ নয়া পল্টন, ঢাকা

ইমেই-mitupress@yahoo.com

সেলফোন : ০১৭১৩২১৫৪৭৫

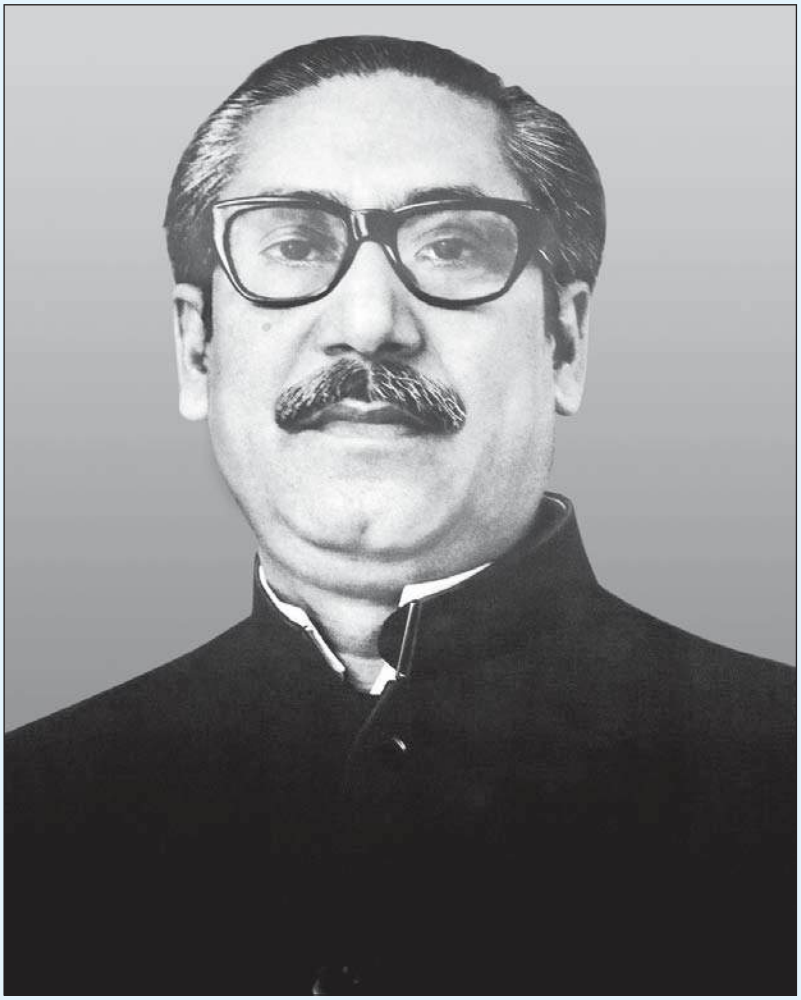

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ইনফরমেশন
বি সি এস
Information is Power
ঢাকা

সূচিপত্র

কার্যনিবাহী পরিষদ ২০২২-২০২৪	১৭
বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২ বাস্তবায়ন কমিটি ও উপকমিটি	১৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি	২২
মহাসচিবের প্রতিবেদন	২৩
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	৩০
তথ্য ক্যাডার : সূচনা ও সম্ভাবনা আপেল আবদুল্লাহ্	৩৭
গণযোগাযোগের স্মৃতি জিকরুর রেজা খানম	৪৪
ঢাকার প্রথম যুগের সংবাদপত্র মোহাম্মদ হাননান	৪৮
Ranjit Biswas: A Tribute Helal Uddin Ahmed	৫৪
সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম- এক নিবেদিতপ্রাণ তথ্যকর্মী মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	৫৭
Govt's steps to ensure Freedom of Media in Bangladesh Md. Saifullah	৬০
The role of Media in implementing the National Integrity Strategy Md. Abdul Jalil	৬৩
ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ গ্রেডে পদোন্নতির বিধান ও সংখ্যাধিক্য পদোন্নতি মুন্সী জালাল উদ্দিন	৬৭
একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের স্মৃতি ইয়াকুব আলী	৭৪

শক্তপোক্ত হোক চতুর্থ স্তম্ভ ৮০
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

ফিরে আসার গল্প ৮৬
শাহেদ রহমান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর মিডিয়া সেন্টার : ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বয়ান ৯৩
নাসরীন জাহান লিপি

তথ্য সার্ভিসে নারী কর্মকর্তাদের অবদান ১০০
মুহা. শিপলু জামান

বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের জনবল কাঠামো ১০৮
মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

বাই চয়েস এসেছি বাই চান্স নয় ১১৫
মো. মঈনউদ্দীন

জেলা তথ্য অফিসের একাল-সেকাল ১১৭
মো. মামুন অর রশিদ

আমাদের পূর্বসূরি ১২১

যাঁদের হারিয়েছি ১৩১

জীবন সদস্য ১৩৫

সভাপতি ও মহাসচিবগণের তালিকা ১৩৮

কর্মকর্তাগণের পরিচিতি ১৪১

তথ্য ক্যাডার থেকে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা ১৭৯

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

৩১ ভাদ্র ১৪২৯
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

বাণী

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে আমি এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তথ্য সার্ভিসের সদস্যগণ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তথ্য গণমানুষের কাছে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত উন্নয়নে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্যের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য মানুষকে ক্ষমতায়িত করে এবং একইসঙ্গে তার দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করে। বর্তমান সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাসী। সে লক্ষ্যে সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তথ্য সার্ভিসের সদস্যগণ সরকার ও গণমাধ্যমের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচার জোরদার করে থাকেন এবং এর মাধ্যমে তারা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিসঞ্চার করেন। করোনা মহামারিকালেও এ সার্ভিসের সদস্যরা নিজেদের জন্য ঝুঁকিকে উপেক্ষা করে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত থেকে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বাংলাদেশেও মিডিয়ার ব্যাপক প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে। ফলে মিডিয়া মনিটরিং, লিয়াঁজো ও নিরন্তর পেশাদারি যোগাযোগের কাজটি ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে। প্রচলিত গণ্যমাধ্যমের পাশাপাশি মানুষ এখন তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করছে। এতে তথ্যের আদান-প্রদান সহজ হলেও বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী চক্র একে গুজব রটানো ও অপপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। আমি আশা করি, এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সদস্যগণ প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে জনগণকে সঠিক সময়ে নির্ভুল ও সর্বশেষ তথ্য জানাতে নিরলস প্রচেষ্টা চালাবেন।

সরকার গণমানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে 'রূপকল্প ২০৪১' এর আলোকে বিশাল উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং দেশের জন্য অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সফলতা তুলে আনার কাজটিও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে সরকারের দক্ষ কর্মীবাহিনী হিসেবে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সদস্যগণ অধিকতর পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে কাজ করে যাবেন -এটা আমার প্রত্যাশা।

আমি বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

ইনফরমেশন
বি ডি এল
Information is Power
ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

□১ ভাদ্র ১৪২৯
১□ সে□ম্বর ২০২২

বাণী

‘বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী-২০২২’ উপলক্ষ্যে আমি এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে ‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯’ প্রণয়ন করে এবং ‘তথ্য কমিশন’ প্রতিষ্ঠা করে। আমরা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করে তথ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে তথ্য ও গণমাধ্যম ক্ষেত্রে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটেছে। আমাদের সরকার সরকারের বাস্তবমুখী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত এবং সঠিক তথ্য সরবরাহ করে বাংলাদেশ করোনা মহামারী প্রতিরোধে বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ ক্ষেত্রে ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

উন্নয়ন প্রশাসন ও উন্নয়ন যোগাযোগের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের ফলপ্রসূ প্রচার ও এতে সর্বোচ্চ জনসম্পৃক্তি নিশ্চিত করতে জনগণ ও সরকারের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধ রচনায় বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন সদস্যগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ দেশের তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্য সরবরাহ ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত এবং জনসম্পৃক্তি নিশ্চিত করতে তথ্য সার্ভিসের জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সার্ভিসের দু’টি অধিদপ্তরের নতুন পদ সৃজন করে জনবল সুষম করা হয়েছে।

করোনা মহামারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের সকল দেশই একটি সংকটকাল অতিক্রম করছে। এ সংকট মোকাবিলায় জনগণকে সচেতন ও সহনশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে বিসিএস ইনফরমেশন সার্ভিসের সদস্যগণ তাঁদের সৃজনশীল ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করবেন বলে আমি আশা করি।

আমি ‘বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী ২০২২’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু□
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

[illegible]

মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২ উপলক্ষ্যে আমি এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কারিগর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার স্বচ্ছতা, অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এজন্য জনগণের কাছে সরকারের কার্যক্রম তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন, যে কাজটি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দের পবিত্র দায়িত্ব।

সর্বজনীন উন্নয়ন নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে জনপ্রত্যাশা তুলে ধরা, জনআস্থা সৃষ্টি করা এবং জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কার্যকর, টেকসই ও অব্যাহত উন্নয়নের পথরেখা তৈরি করতে কাজ করেন এ সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ। তারা সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত রেখে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহির পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং কল্যাণমূলক কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অংশগ্রাহী করার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ সুগম করেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের মর্যাদা ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তথ্য সার্ভিসের সদস্যগণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার এবং বিশ্বায়নের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য সার্ভিসের গুরুত্ব ও পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনস্বার্থমূলক তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তদারকিতে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন গতি ত্বরান্বিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার যেমন জরুরি, তেমনি প্রয়োজন পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, আর সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য থাকতে হবে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও সুবিধা। সরকারের প্রচার ও তথ্যপ্রবাহ সংশ্লিষ্ট কাজের পরিধি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ সাভিসের জনবল বৃদ্ধির বিষয়টি এখন সময়ের দাবি। সরকার এসব বিষয়ে যথাযথ নজর দিচ্ছে।

আমি বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

সভাপতি
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী ২০২২ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সঠিক সিদ্ধান্ত ও কার্যকর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য ও উপাত্ত। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য গণমানুষের কাছে তুলে ধরা ও জনগণের প্রতিক্রিয়া সরকারের কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিসঞ্চার করেন।

দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের ফল হিসেবে বাংলাদেশেও সব ধরনের মিডিয়ার ব্যাপক প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে। ফলে মিডিয়া মনিটরিং, লিয়াঁজো ও নিরন্তর পেশাদারি যোগাযোগের কাজটি ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে। পাশাপাশি গণমানুষের দ্রুত ভাগ্যোন্নয়ন ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার দিনবদলের সনদ 'রূপকল্প ২০২১'-এর আলোকে বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রেখে দেশের জন্য অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সফলতা তুলে আনার কাজটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসবের জন্য প্রয়োজন একটি দক্ষ কর্মীবাহিনী।

তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান যুগে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সদস্যগণ অধিকতর পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবেন- এটা আমার প্রত্যাশা। পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার, উন্নয়ন কার্যক্রমে জনসম্পৃক্তি বৃদ্ধি এবং বর্হিবিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার জন্য বিসিএস (তথ্য) সাধারণ ক্যাডারের কার্যক্রম সম্প্রসারণ তথা এর জনবল বৃদ্ধি ও বহুমুখী পদায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে।

আমি বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী ২০২২ এর সাফল্য এবং এ এসোসিয়েশনের সকল সদস্যের মঙ্গল কামনা করি।

খোদা হাফেজ,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসানুল হক ইনু, এমপি

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২ উপলক্ষে এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কারিগর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট। এটি সম্ভব করতে প্রয়োজন সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধ অটুট রাখা, যার দায়িত্ব তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দের ওপর বর্তায়।

প্রযুক্তির সহায়তায় বিশ্ব জুড়ে মিডিয়া ব্যাপক প্রসার ও গতিলাভ করেছে। সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাসী। সরকারি মিডিয়ার পাশাপাশি বেসরকারি মিডিয়াও যাতে জনস্বার্থে অবাধে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নসহ বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দক্ষতার সাথে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন পরিকল্পনার তথ্য মিডিয়াকে সরবরাহ করতে প্রয়োজন এমন কর্মীগোষ্ঠী যাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি থাকবে সরকারি তথ্য ভাণ্ডারে সরাসরি প্রবেশাধিকার। উন্নয়ন থেকে উন্নয়ন যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা বা রাখার কোনো সুযোগ নাই। উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতি জনআস্থা সৃষ্টি এবং জনগণকে সক্রিয় অংশগ্রাহী করে তুলতে না পারলে কার্যকর, টেকসই ও অব্যাহত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বিশ্বায়ন, মিডিয়ার প্রসার এবং সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে তথ্য সার্ভিসের গুরুত্ব ও কার্যপরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যুগের চাহিদা পূরণে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সদস্যদের আরো বেশি দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এ সার্ভিসের জনবল বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়ে ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

আমি আশা করি, এ সাধারণ সভা এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখবে। আমি বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ

সম্পাদকের কথা

এসোসিয়েশনের সকল সদস্যের কাছেই বার্ষিক সাধারণ সভার দিনটি অতি কাঙ্ক্ষিত। এ দিনটি নতুন বারতা বয়ে আনে। বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনা করে গৃহীত হয় নতুন কর্মপরিকল্পনা। প্রণীত হয় পরবর্তী দিনের পথরেখা। বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে সুযোগ ঘটে বর্তমান ও সাবেক সদস্যদের মিথস্ক্রিয়ার। আর বার্ষিক সাধারণ সভার অন্যতম আকর্ষণ বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের স্মরণিকা।

স্মরণিকায় সদস্যদের তথ্য হালনাগাদ করা হয়। সাবেকদের তথ্যও রাখা হয় সযতনে। সাম্প্রতিকালে টিএন্ডটি টেলিফোনের প্রায় সব নম্বরই পরিবর্তন হয়েছে। সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরগুলো হালনাগাদকরণে। এছাড়া অবসরপ্রাপ্তদের যোগাযোগের নম্বর সংগ্রহের ব্যাপারে সভাপতি মহোদয়ের বিশেষ নির্দেশনা ছিল। ঢাকাসহ মাঠপর্যায়ের অফিসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে অবসরপ্রাপ্তদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ৪০ জন সাবেক কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে স্মরণিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও আঞ্চলিক তথ্য অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবারের স্মরণিকায় 'যাদের হারিয়েছি' তালিকাটি আলাদা করা হয়েছে। এখন থেকে পূর্বসূরিদের তালিকাটি হালনাগাদ রাখার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইলো। এসব কাজ করতে গিয়ে এসোসিয়েশনের একটি ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। আশা করি নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

এবারের স্মরণিকায় সাবেকদের মধ্যে এ এইচ এম আবদুল্লাহ, জিকরুর রেজা খানম, মোহাম্মদ হাননান, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান লেখা দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। বর্তমান সদস্যদের চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লেখাগুলোও নতুনদের প্রেরণা যোগাবে বলে আশা করা যায়। লেখা দিয়ে যাঁরা স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যে সকল প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে এসোসিয়েশনকে সহযোগিতা করেছেন- তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

স্মরণিকা উপকমিটির সদস্য ছাড়াও যাঁরা শ্রম, মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন স্মরণিকা-২০২২ এর প্রকাশনায় ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ইয়াকুব আলী
আহ্বায়ক
স্মরণিকা প্রকাশনা উপকমিটি

সভাপতির কথা

বার্ষিক সাধারণ সভা কৈফিয়ত দেওয়ার দিন। তাই কৈফিয়ত দিতে চাই এসোসিয়েশনে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে। আর কখনই এভাবে কেউ কৈফিয়ত চাইবেন না আমার কাছে, আমারও আর সুযোগ হবে না। তবে এত ব্যর্থতার কৈফিয়ত দেওয়া সত্যি কঠিন। কারণ গঠনতান্ত্রিকভাবে সুদীর্ঘ প্রায় আট বছর এ এসোসিয়েশনের সামনে থেকে কাজ করেছি। দুই হাজার বারো সালে এসোসিয়েশনের মহাসচিব নির্বাচিত হই। দুই মেয়াদে এক নাগারে চার বছর দায়িত্ব পালন করি। মাঝে দুই বছর গঠনতান্ত্রিকভাবে সামনে ছিলাম না, কিন্তু সত্যি কী ছিলাম না? দাবি করি তবুও ছিলাম। তারপর দুই হাজার উনিশ সালে সভাপতি নির্বাচিত হই। এবারে দুই বছরের মেয়াদ তিন বছরের বেশি সময় দায়িত্বে থাকতে হয়েছে, করোনা মহামারীর কারণে। আমার জন্য সত্যি খুশির বিষয় যে, সব সময় সম্মানিত সদস্যগণ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে নির্বাচিত করেছেন। শুধু জেলায় কর্মকালে একবারই ভোটের জন্য লড়েছি। সম্ভবত এ এসোসিয়েশনের আমিই প্রথম সদস্য, যে জেলায় পদায়ন অবস্থায় নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচান করেছি। আপনারা সে সময়েও বিজয়ী করেছেন আমাকে। তারপর বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি এসোসিয়েশনের। চেষ্টা করেছি নিষ্ঠার সাথে সার্ভিসের উন্নয়ন ও সদস্যগণের কল্যাণে নিবেদিত থাকতে।

হয়তো ভাবছেন, পুরানো কাসুন্দি গাইছি কেন? কারণ আগের সে সব পদে দায়িত্ব পালন করেছি, তার জবাবদিহি আগেই হয়ে গেছে। এবারে হয়তো আপনারা সভাপতি হিসেবে কৈফিয়ত চান- সে কথা বুঝতে পারছি। যেহেতু আর কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ হবে না, সুযোগ হবে না এসোসিয়েশনের সামনে থেকে কাজ করার, তাই সার্বিকভাবেই দুটি কথা বলা প্রয়োজন।

সার্ভিসে যোগ দিয়েই বুঝতে পারি যে, পাহাড়সম সমস্যায় নিমজ্জিত বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডার। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করার মাঝে অনেক সমস্যার সমাধান করা গিয়েছে, বকেয়াও রয়েছে অনেক। যোগদানের পরই দেখেছি সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ নানা দাবি নিয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে ধর্না দিচ্ছিলেন। তাঁদের সাথে আমাদের ব্যাচের বন্ধুরাসহ সক্রিয়ভাবেই সম্পৃক্ত হই দাবি আদায়ে। ক্রমাগত প্রচেষ্টায় সেই পাহাড়সম সমস্যা না মিটলেও সান্তনার জায়গাও তৈরি করা গেছে এই দীর্ঘ সময়ে। প্রসঙ্গত বলতে হয় ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ গ্রেড-১ এবং দুইটি পদ গ্রেড-২ এ উন্নীত হওয়ার বিষয়টি। মহাসচিব নির্বাচিত হওয়ার আগেই এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক ও আন্তঃসার্ভিস সচিব হিসেবে নির্বাচিত হই। এই সুবাদে সিভিল সার্ভিসের তৎকালীন ২৮টি ক্যাডারের সমন্বিত

মঞ্চ 'বিসিএস সমন্বয় কমিটি'র প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পাই। এ সময়ে সমন্বয় কমিটিতে প্রতিনিয়তই চাপ সৃষ্টি করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের। ২০১২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিসিএস সমন্বয় কমিটিকে সাক্ষাতদান করেন। সেই সুবাদে সুযোগ হয় নিজ নিজ সার্ভিসের সমস্যা তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য প্রদানের। মমতাময়ী মন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবার বক্তব্য শুনেন। সবশেষে তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিষয়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা প্রয়াত এইচ টি ইমাম আহ্বায়ক এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও কয়েকটি সার্ভিস এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ছিলেন কমিটির সদস্য। কমিটিকে যে তিনটি বিষয় দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন তা ছিলো- ১. সকল ক্যাডারের জন্য চতুর্থ গেডে সিলেকশন গ্রেড প্রদান। এই সুবিধা সে সময়ে শুধু প্রশাসন ক্যাডার গ্রহণ করছিলো; ২. প্রতিটি ক্যাডারে নূন্যতম একটি পদ গ্রেড-১ হিসেবে উন্নীত করা এবং ৩. সকল ক্যাডারে সুপারনিউমারারি পদ সৃজন করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত কমিটি বেশ কয়েটি সভায় মিলিত হয় এবং প্রথম দুইটি বিষয়ের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। এ সময়ে ত্রিশটি অধিদপ্তর ও সংস্থার প্রধানের পদ গ্রেড-১ ও বিশটির প্রধানের পদ গ্রেড-২ হিসেবে উন্নীত করা হয়। তার ভিত্তিতেই বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডারের প্রধান তথ্য অফিসারের পদ গ্রেড-১, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদ গ্রেড-২ হিসেবে উন্নীত হয়। ঐ সভায় সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টির বিষয় উত্থাপন করা হলে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হবে বলে সভা শেষ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ কমিটি আর কোন সভায় মিলিত হয়নি। কৈফিয়ত হিসেবে আজ বলতেই পারি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উস্থাপনের জন্য বক্তব্যপত্র প্রস্তুত করার সুযোগ আমার হয়েছিলো, সুযোগ হয়েছিলো পরবর্তী কার্যক্রমে নিবিরভাবে সম্পৃক্ত থাকার।

আমরা সবাই জানি যে, তথ্য অধিদফতর এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে পদ সৃজন করা হয়েছে। তথ্য অধিদফতরে ৫০টি ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৪২টিসহ মোট ৯২টি ক্যাডার পদ সৃজন করা হয়। নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলে তথ্য অধিদফতরে সৃজন হয়েছে মোট ১৬০টি পদ ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে মোট ১২০টি পদ। এই পদ সৃজন প্রক্রিয়ায় সর্বাত্মকভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ আমার হয়েছিলো।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং তথ্য অধিদফতরসহ পাঁচটি অধিদপ্তরের পদ সৃজনের প্রাথমিক প্রস্তাব তৈরিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ হয়েছিলো আমার। এই কাজে নিবিরভাবে কাজ করেছি ব্যাচমেট জনাব ফায়জুল হক ও আমি। একই সরকারি কোয়ার্টার্সের পাশাপাশি ভবনে বসবাস করায় দুইজন দীর্ঘ প্রায় দুই বছর যাবত গভীর রাত অবধি একসাথে বসে কাজ করেছি। পাঁচটি অধিদপ্তরের মধ্যে তথ্য অধিদফতর এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জন্য প্রণীত প্রস্তাবটি সঠিক সময়ে জমা দেওয়ায় আজ পদ সৃজন করা সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন থাকলেও তথ্য অধিদফতরের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পুরণে কয়েরির জবাব তৈরিও করেছি প্রতিনিয়ত।

জনাব ফায়জুল হক, জনাব মুন্সী জালাল উদ্দিনসহ কয়েকজন কর্মকর্তার প্রায় দশ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতায় দুইটি অধিদপ্তরের পদ সৃজন কাজকে বাস্তবরূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এজন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কামরুন নাহার স্যারের প্রতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পদ সৃজনের কাজটি সম্পন্ন করতে সফল হইনি এখনও। এ জন্য নিজকে অপরাধী বিবেচনা করি। এ অধিদপ্তরের জন্য পূর্বে প্রণীত প্রাথমিক প্রস্তাবটি সময়ের প্রেক্ষাপটে কার্যকারিতায় ব্যপক পরিবর্তান ঘটে। ফলে নতুনভাবে প্রস্তাবটি তৈরি করতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। তবে প্রস্তাবটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা এখনও অব্যহত রেখেছি। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডেও ক্যাডার পদ সৃজনের সুযোগ রয়েছে, একই সাথে সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন অধিদপ্তরের বেশ কয়েকটি পদের মানোন্নয়নের।

দুইটি অধিদপ্তরের পদ সৃজনের পর এখন জরুরি হয়ে পড়েছে ক্যাডার এন্ড কম্পোজিশন রুলস এবং ক্যাডার তফসিল সংশোধন করা। একই সাথে প্রধান তথ্য অফিসারের পদ গ্রেড-১, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদ গ্রেড-২ এ উন্নীত হওয়া এবং নতুন পদ সৃজনের কারণে নিয়োগ বিধি সংশোধন করাও জরুরি হয়ে পড়েছে।

সিভিল সার্ভিসের বোনেদি পরিবারের সদস্য বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডার। ১৯৮০ সালে ক্যাডার কম্পোজিশন এন্ড ক্যাডার রুলস প্রণয়নকালে পাকিস্তান আমলের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সার্ভিসের (সিআইএস) কর্মকর্তাগণ এ ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত হন। পাকিস্তান সরকারের 'এ' গ্রেডভুক্ত চারটি ক্যাডারের একটি ছিলো সিআইএস। সরকারের কাজের বৈশিষ্ট অনুযায়ী এবং কার্যবন্টনের ভিত্তিতে ক্যাডার গঠন করা হয়। তার আলোকেই বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডার গঠন করা হয়েছে। গণমাধ্যমের বিস্তর বিকাশের ক্রমধারায় এ ক্যাডারের উপযোগিতা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই বৃদ্ধিও আলোকে ক্যাডারের জনবলকে দক্ষ ও পেশাগত উৎকর্ষতা বাড়ানোই যৌক্তিক কাজ। হঠাৎ করেই তা হবে না, প্রচেষ্টা চালাতে হবে নিরন্তর। সাময়িক প্রাপ্তির আশায় আত্মহননমূলক কোন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে সে বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

অসমাপ্ত কাজগুলোর সমাধান ও আগামীদিনে বিসিএস ইনফরমেশন সার্ভিসের সদস্যগণ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন এবং স্বমহিমায়া উদ্ভাসিত হয়ে বাংলাদেশের তথ্য সেবাকে এগিয়ে নেবেন এই প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা

স. ম. গোলাম কিবরিয়া
সভাপতি
বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন

কার্যনির্বাহী পরিষদ
২০২২-২৪

মো. জসীম উদ্দিন
সভাপতি

খালেদা বেগম
সহ-সভাপতি

মো. আবদুল জলিল
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ আলী সরকার
সহ-সভাপতি

প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য
মহাসচিব

মুহা. শিপলু জামান
যুগ্ম-মহাসচিব

মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেন
যুগ্ম-মহাসচিব

ফারহানা রহমান
যুগ্ম-মহাসচিব

আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক
কোষাধ্যক্ষ

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ
সাংগঠনিক ও আন্তঃসার্ভিস

এ এম ইমদাদুল ইসলাম
দপ্তর সচিব

ফাহিমা জাহান
প্রচার ও প্রকাশনা সচিব

আশরোফা ইমদাদ
কল্যাণ ও ক্রীড়া সচিব

মাহবুবুর রহমান
সংস্কৃতি সচিব

মোহাম্মদ সায়েম হোসেন
তথ্যপ্রযুক্তি সচিব

স. ম. গোলাম কিবরিয়া
কার্যনির্বাহী সদস্য

মুন্সী জালাল উদ্দিন
কার্যনির্বাহী সদস্য

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান কার্যনির্বাহী সদস্য

মো. তৈয়ব আলী
কার্যনির্বাহী সদস্য

নাসরীন জাহান লিপি
কার্যনির্বাহী সদস্য

দীপংকর বর
কার্যনির্বাহী সদস্য

চৌধুরী সাহেলা পারভীন
কার্যনির্বাহী সদস্য

মো. মনিরুজ্জামান খান
কার্যনির্বাহী সদস্য

মো. জাকির হোসেন
কার্যনির্বাহী সদস্য

রেজাউল রাব্বী মনির
কার্যনির্বাহী সদস্য

মো. রুবেল রানা
কার্যনির্বাহী সদস্য

কে এম খালিদ বিন জামান
কার্যনির্বাহী সদস্য

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ বাস্তবায়ন কমিটি ও উপকমিটি সমূহ

ক. বাস্তবায়ন কমিটি:

১. জনাব স.ম. গোলাম কিবরিয়া -	আহ্বায়ক
২. জনাব ফায়জুল হক –	সদস্য
৩. জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ –	সদস্য
৪. জনাব মো. নিজামূল কবীর –	সদস্য
৫. জনাব মো. শাহেনূর মিয়া –	সদস্য
৬. জনাব মো. জসীম উদ্দিন -	সদস্য
৭. জনাব মুহ. সাইফুল্লাহ –	সদস্য
৮. জনাব মো. কামরুজ্জামান –	সদস্য
৯. মিজ খালেদা বেগম -	সদস্য
১০. জনাব মো. আবদুল জলিল -	সদস্য
১১. জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন -	সদস্য
১২. জনাব ইয়াকুব আলী -	সদস্য
১৩. জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান -	সদস্য
১৪. জনাব মো. তৈয়ব আলী -	সদস্য
১৫. জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার -	সদস্য
১৬. জনাব ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল -	সদস্য
১৭. জনাব এ কে এম কামরুল আহছান –	সদস্য
১৮. জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন –	সদস্য
১৯. জনাব আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক –	সদস্য
২০. জনাব এ এম ইমদাদুল ইসলাম –	সদস্য
২১. জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন -	সদস্য
২২. জনাব মুন্সী জালাল উদ্দিন -	সদস্য সচিব

খ. নির্বাচন কমিশন

১. জনাব মো. কামরুজ্জামান	প্রধান নির্বাচন কমিশনার
২. মিজ হাছিনা আক্তার	নির্বাচন কমিশনার
৩. মিজ ইসরাত জাহান	নর্বাচন কমিশনার

গ. নিরীক্ষা কমিটি

১. জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার-	আহ্বায়ক
২. জনাব মুহম্মদ মহসিন রেজা-	সদস্য সচিব

ঘ. অভ্যর্থনা উপকমিটি

১. জনাব আকতার হোসেন –	আহ্বায়ক
২. জনাব মো. শাহেনুর মিয়া –	সদস্য
৩. জনাব মো. জসীম উদ্দিন –	সদস্য
৪. জনাব মুহ. সাইফুল্লাহ –	সদস্য
৫. জনাব মো আফরাজুর রহমান -	সদস্য
৬. মিজ রিফাত জাফরীন –	সদস্য
৭. মিজ ফারহানা রহমান –	সদস্য
৮. জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান -	সদস্য
৯. মিজ সানজীদা আমীন –	সদস্য
১০. জনাব মো. মনিরুজ্জামান -	সদস্য সচিব

ঙ. বিজ্ঞাপন উপকমিটি

১. মিজ রোকসানা আক্তার -	আহ্বায়ক
২. সৈয়দ এ মু'মেন	সদস্য
৩. মিজ তাজকিয়া আকবারী	সদস্য
৪. জনাব দীপঙ্কর বর	সদস্য
৫. জনাব মো. আলমগীর হোসেন	সদস্য
৬. জনাব শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ	সদস্য
৭. জনাব প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য	সদস সচিব

চ. স্মরণিকা উপকমিটি

১. জনাব ইয়াকুব আলী-	আহ্বায়ক
২. মিজ নাসরীন জাহান লিপি-	সদস্য
৩. জনাব সুমন মেহেদী-	সদস্য
৪. মিজ আফরোজা নাইচ রিমা-	সদস্য
৫. কাজী শাম্মীনাজ আলম-	সদস্য
৬. জনাব এ এম ইমদাদুল ইসলাম-	সদস্য সচিব

ছ. অর্থ উপকমিটি

১. জনাব প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য-	আহ্বায়ক
২. জনাব মো. আলমগীর হোসেন	সদস্য
৩. জনাব মোহাম্মদ সায়েম হোসেন-	সদস্য সচিব

জ. আপ্যায়ন ও সাজসজ্জা উপকমিটিঃ

১. জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান-	আহ্বায়ক
২. মিজ অনসুয়া বড়ুয়া-	সদস্য
৩. জনাব মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেন-	সদস্য
৪. মিজ রিফাত জাফরীন -	সদস্য
৫. জনাব আসাদুজ্জামান খান-	সদস্য
৬. মিজ সেলিনা আকতার-	সদস্য সচিব

ঝ. র‍্যাফেল ড্র ও উপহার উপকমিটিঃ

১. জনাব মুহা শিপলু জামান- আহ্বায়ক
২. জনাব এএইচএম মাসুম বিল্লাহ- সদস্য
৩. জনাব আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক- সদস্য
৪. জনাব মো. মনিরুজ্জামান খান- সদস্য
৫. মিজ আশরোফা ইমদাদ- সদস্য সচিব

ঞ. সংস্কৃতি উপকমিটি :

১. জনাব মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেন -	আহ্বায়ক
২. মিজ ডালিয়া ইয়াসমিন –	সদস্য
৩. জনাব আফরোজা নাইচ রিমা –	সদস্য
৪. মিজ ফাহমিদা শারমিন হক –	সদস্য
৫. জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান -	সদস্য
৬. জনাব মোস্তফা কামাল পাশা -	সদস্য সচিব

ট. সম্মাননা ও সংবর্ধনা উপকমিটিঃ

১. জনাব মো. তৈয়ব আলী -	আহ্বায়ক
২. জনাব এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ -	সদস্য
৩. চৌধুরী সাহেলা পারভীন -	সদস্য
৪. মিজ্ ফারহানা রহমান -	সদস্য-সচিব

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও সরকারের সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার, বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন-উর-রসিদ ২০২১ সালের ৩ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী হারুন-উর-রসিদ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ওয়ার করসপনডেন্ট ছিলেন। সরকারি চাকরিতে যোগদানের আগে তিনি দৈনিক *আজাদ* ও দৈনিক *সমাজ* পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। প্রাক্তন সভাপতির মৃত্যুতে এসোসিয়েশন গভীর শোকপ্রকাশ করছে। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে। এই সার্ভিসের সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

মহাসচিবের প্রতিবেদন

সম্মানিত সভাপতি
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম,

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগতম। আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য নির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন যে, ১৩ই জুলাই ২০১৯ কার্যনির্বাহী পরিষদের মহাসচিব পদে প্রত্যক্ষ ভোট অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় তারা বিনা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হন। মহাসচিব পদে আমাকে রেকর্ডসংখ্যক ভোটে নির্বাচিত করে যে বিরল সম্মান ও ভালোবাসা আপনারা প্রদর্শন করেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার প্রায় আড়াই মাস পর ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এরপর নানা কারণে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তরে আরো কিছুটা বিলম্ব হয়। ফলে সার্বিকভাবে নির্বাহী কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায়ও বিলম্ব হয়।

আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, প্রায় দুই বছর যাবত বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির কারণে মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এখনও এর প্রভাব শেষ হয়নি। কোভিড-১৯ ভাইরাসের চিকিৎসা উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাঝেই বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এমনকি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজেত কর্মীরাও প্রাণঘাতির শিকার হন। এই সংক্রামক রোগ থেকে বাংলাদেশও রক্ষা পায়নি। এ সময়ে আমরা অনেক নিকটজনকে হারিয়েছি। হারিয়েছি আমাদের প্রিয় অনেক সহকর্মী এবং শ্রদ্ধাভাজন সাবেক কর্মকর্তাদের। আমি এই অতিমারিতে মৃত্যুবরণকারীদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। এ সময়ে আমরা হারিয়েছি আমাদের সার্ভিসের সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার হারুন-উর-রসিদ, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত সংসদ সদস্য কাজী রোজী, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আবুল হোসেন, সাবেক উপপ্রধান তথ্য অফিসার আবু তাহির মোহাম্মদ হোসেন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আশরাফ মো. ইকবাল, সাবেক উপপ্রধান তথ্য অফিসার আবু জাফর, সাবেক পরিচালক হামিদা খানম, সাবেক সিনিয়র তথ্য অফিসার নকিব উদ্দিন

আহমেদ, সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার তছির আহাম্মদ স্যার ও বগুড়া জেলা তথ্য অফিসে কর্মরত সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. মজিবর রহমানকে। আমি তাঁদেরসহ যদি কারো নাম স্মরণ করতে না পারি তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

আমরা সবাই অবগত আছি যে, ২০২০ সালের ৮ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত করা হয়। এরপর ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। ২৮ মে ২০২০ সাধারণ ছুটি শিথিল করে সীমিত পরিসরে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এরপরও করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের বিস্তারকে বিবেচনায় নিয়ে বেশ কয়েকবার সরকারকে ছুটি ঘোষণা করতে হয়। ফলে ইচ্ছা ও পরিকল্পনার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে এসোসিয়েশনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সার্বক্ষণিকভাবে মাঠপর্যায়ে কর্মরত সদস্য এবং তাদের দপ্তরের কর্মচারীদের খোঁজ-খবর রেখে তাদের উৎসাহ ও সাহস প্রদান করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতি বিরাজ করায় বর্তমান নির্বাহী পরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। এতদসত্ত্বেও নির্বাহী পরিষদের এ মেয়াদের মধ্যে যেসব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তার একটি খণ্ডিত বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তবে একই সাথে এ কথাও নির্দ্বিধায় বলছি যে, এর মধ্যে কোনো কোনো অর্জন দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং সাবেক ও বর্তমান সদস্যদের আন্তরিকতার ফসল।

পদসৃজন :

বর্তমান নির্বাহী পরিষদের মেয়াদে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারে সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো তথ্য অধিদফতরে ৫০টি ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৪২টিসহ মোট ৯২টি ক্যাডার পদ সৃজন। নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলে তথ্য অধিদফতরে সৃজন হয়েছে মোট ১৬০টি পদ ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে মোট ১২০টি পদ। করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে সরকারের ব্যয়সাশ্রয়ী নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ হওয়ায় সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পদের সংখ্যা অর্থ বিভাগ ব্যাপকভাবে কাটছাট করে। যেমন- গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে নবসৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন দেওয়া হয় ৯৬টি ক্যাডার পদসহ মোট ৩৪১টি পদ। কিন্তু অর্থ বিভাগ এর মধ্যে মাত্র ৪২টি ক্যাডার পদসহ মোট ১২০টি পদ অনুমোদন করে। ব্যাপক সংখ্যায় পদ কাটছাট করায় ক্যাডারের সাংগঠনিক কাঠামো সুষম হতে পারেনি। বিশেষ করে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোতে বড়ো রকমের অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দপ্তরসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ, দক্ষতার সঙ্গে দপ্তর পরিচালনা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি, যৌক্তিকীকরণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য সাংগঠনিক কাঠামোর সময়োপযোগী পরিবর্তনের কাজটি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। আমরা আশা করি, আগামীদিনে এ কাজ আরো গতিশীল হবে এবং অনেক বেশি ক্যাডার সদস্য এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

পদ সৃজনের ক্ষেত্রে এ অর্জনের কথা বলতে গেলে আমাদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বেশ কিছু নাম স্মরণ করতে হয়। আমি সার্ভিসে যোগদানের পর এসব কাজে বিশেষভাবে জড়িত থাকতে দেখেছি ১৯৮২ ব্যাচের এ এইচ এম আবদুল্লাহ, ১৯৮৪ ব্যাচের মো.

এনামুল হক, নবম ব্যাচের এ এম মোতাহের হোসেন এবং ত্রয়োদশ ব্যাচের ফায়জুল হক ও স. ম. গোলাম কিবরিয়া স্যারকে। ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, বিজন লাল দেব, নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথসহ আরো বেশ কিছু প্রাক্তন ও কর্মরত সিনিয়র সদস্য সাংগঠনিক কাজে কর্মজীবনের অন্তত কোনো এক সময়ে নিজেদের যুক্ত করেছেন। এসব কাজে আমার নিজেরও বরাবরই আগ্রহ ছিল। তবে ঠিক কবে থেকে এসব কাজে নিজেকে যুক্ত করেছি তা আমার স্মরণে ছিল না। বিগত কমিটির মহাসচিব ফায়জুল হক স্যারের দেওয়া মহাসচিবের প্রতিবেদনে দেখলাম ২০০৩-২০০৪ সালে সিনিয়র স্যারদের সঙ্গে আমার এ কাজে যুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। সদস্যদের সার্বজনীন কল্যাণে যেকোনো কাজ করতে যখনই সিনিয়র সহকর্মীগণ আমাকে আহ্বান করেছেন আমি সবসময়ই তাতে যুক্ত হয়েছি।

তবে সাম্প্রতিক পদ সৃজনের জন্য প্রাথমিক প্রস্তাব তৈরিতে ত্রয়োদশ ব্যাচের জনাব ফায়জুল হক এবং জনাব স. ম. গোলাম কিবরিয়া স্যারের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। পাশাপাশি ভবনে বসবাস করায় তাঁরা দুইজন দীর্ঘ দুই বছর যাবত গভীর রাত অবধি একসাথে বসে তথ্য অধিদফতর, গণযোগযোযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের প্রাথমিক প্রস্তাব প্রস্তুত করেন। তথ্য অধিদফতর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর প্রণীত প্রস্তাব দুটি সঠিক সময়ে জমা দেওয়ায় কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এরপর জনাব ফায়জুল হক গণযোগাযাগ অধিদপ্তরে বদলি হয়ে গেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পূরণে কয়েরির জবাব ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সরবরাহে গণযোগেযোগ অধিদপ্তরের পক্ষে জনাব ফায়জুল হক এবং তথ্য অধিদফতরের পক্ষে জনাব স. ম. গোলাম কিবরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যান।

পরবর্তীতে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পদে পদায়ন হওয়ায় প্রস্তাবের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও চেকলিস্টের আলোকে নিজের বিবেচনা মতো প্রস্তাব পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন করা এবং নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ হয় (এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.)। মহাসচিব পদের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পদ সৃজনের কাজটি অধিদপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকায় পদাধিকার বলে আমার ওপর বর্তায়।

মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণের পর তথ্য অধিদফতর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর উভয় দপ্তরের প্রস্তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য প্রস্তুত, সংগ্রহ ও সরবরাহে আমি বিশেষভাবে তৎপর হই। ২৪তম ব্যাচের মো. তৌহিদুল ইসলাম ও প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য চূড়ান্ত পর্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের প্রতিটি ডেস্কে প্রস্তাবটি কখন কোন অবস্থায় আছে তা অবহিত হয়ে সর্বাগ্রে আমাকে জানিয়েছেন। এসময় তথ্য অধিদফতরের পক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের চাহিত তথ্যাদি সরবরাহে জনাব ফায়জুল হক স্যার দায়িত্ব পালন করেন। আমার পাশাপাশি জনাব তৌহিদ ও জনাব প্রনব এর সার্বক্ষণিক লেগে থাকা এবং আমরা অনেক তথ্য/ব্যাখ্যা তাৎক্ষণিক সরবরাহ করায় প্রস্তাব দুটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য চাওয়া

ঠেকানো গেছে। এতে পদ সৃজনে আরো বেশি বিলম্ব হওয়া এড়ানো গেছে। এছাড়া যেসব ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক তথ্য চাওয়া এড়ানো যায়নি সেসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে জবাবের অগ্রিম কপি দিয়ে কাজ এগিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পদ সৃজনের প্রক্রিয়ায় তথ্য-সাধারণ ক্যাডার থেকে আগত প্রাক্তন তথ্য সচিব কামরুন নাহার বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি উভয় অধিদপ্তরেই দপ্তর প্রধান হিসেবে কাজ করার সময় প্রস্তাব দুটি চাহিত তথ্যের আলোকে পরিমার্জন/ সংশোধন করে প্রেরণ করেন। এরপর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সর্বশেষ তথ্য মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়) সচিব থাকা অবস্থায় প্রস্তাব দুটিকে এগিয়ে নেওয়া ও সৃজন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে কাজটি গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে টেলিফোনে ও সশরীরে গিয়ে যোগাযোগ করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আমার ব্যাচমেট সে সময়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্কের উপসচিব মিরানা মাহরুখ এবং অর্থ বিভাগে তৌহিদ ও প্রনবের ব্যাচমেট সংশ্লিষ্ট ডেস্কের উপসচিব মোছাঃ রুখসানা রহমান বিধিবিধানের মধ্যে আমাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছেন। এ বিষয়টি এখানে এজন্য উল্লেখ করছি যেন পরবর্তীতে এরূপ কাজে প্রত্যেকেই তার নিজ পরিচিতি ও বন্ধু মহলকে খুঁজে বের করেন এবং কাজগুলোকে গতিশীল করতে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

এ পদ সৃজনের চূড়ান্ত পর্বে বর্তমান সভাপতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন যার একান্ত সাক্ষী আমি। সচিব কমিটির যে সভায় আমাদের এ দুই অধিদপ্তরের পদ সৃজনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় সে সভায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রস্তাবটি এজেন্ডাভুক্ত ছিল না। তখন সভাপতি মহোদয় আমাকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তখনকার সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান শামসুল আরেফিন স্যারের নিকট যান এবং তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে ঐ সভায়ই গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রস্তাবটি উত্থাপনের ব্যবস্থা করেন। সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে পূর্বে একসঙ্গে কাজের সূত্রে সৃষ্ট সম্পর্কের জন্য জনাব শামসুল আরেফিন বেশ ঝুঁকি নিয়ে প্রস্তাবটি ঐ সভায় উত্থাপন করেন। এটি না হলে হয়তোবা গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রস্তাবটি সচিব কমিটির অনুমোদন পেতে আরো দু-তিন মাস বিলম্ব হতো।

পদোন্নতি :

তথ্য সার্ভিসের ইতিহাসে এ মেয়াদে সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মকর্তার পদোন্নতি হয়। এসময় বিভিন্ন পদে সর্বমোট ৯৫ জন ক্যাডার কর্মকর্তা পদোন্নতি পান। চারটি এসএসবি ও চারটি ডিপিসি সভায় এসব পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়া ১৭ জন কর্মকর্তা পদোন্নতির মাধ্যমে ক্যাডারের প্রবেশ পদে যোগদান করেন। এ সময় তথ্য-সাধারণ ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা মো. জয়নাল আবেদীন সচিব পদে পদোন্নতি পান। এসএসবির মাধ্যমে গ্রেড-২ পদে দুজন কর্মকর্তা ০৩.০১.২০২১ খ্রি. তারিখে এবং গ্রেড-৩ পদে তিনবারে ০৭ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পান (২৪.০৬.২০২০ খ্রি. ০২ জন, ৩১.১২.২০২০ খ্রি. ০৪ জন ও ১৯.০৭.২০২২ খ্রি. ০১ জন)। ডিপিসির মাধ্যমে গ্রেড-৪ পদে তিনবারে ০৮ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পান (০৩.০৯.২০২০ খ্রি. ০৫ জন, ২৬.১১.২০২০ খ্রি. ০২ জন ও ০৯.০১.২০২২ খ্রি. ০১ জন)। গ্রেড-৫ পদে তিনবারে ৪০ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পান (০৩.০৯.২০২০ খ্রি. ০৫ জন, ২৬.১১.২০২০ খ্রি.

২৮ জন ও ৩০.০৫.২০২২ খ্রি. ০৭ জন)। সিনিয়র স্কেল পদে চারবারে ৩৭ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পান (০৩.০৯.২০২০ খ্রি. ০৫ জন, ২৬.১১.২০২০ খ্রি. ১৪ জন, ০৯.০১.২০২২ খ্রি. ০২ জন ও ৩০.০৫.২০২২ খ্রি. ১৬ জন)। পদোন্নতির মাধ্যমে ক্যাডারের প্রবেশ পদে যোগদান করেন ১৭ জন (২৫.১১.২০২০ খ্রি. ০২ জন, ১১.০২.২০২১ খ্রি. ১২ জন ও ১১.০৫.২০২২ খ্রি. ০৩ জন)। এছাড়া একজন কর্মকর্তা ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিযুক্ত হয়ে প্রবেশ পদে যোগদান করেন।

প্রথম সভায় অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ :

নির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.। আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণের আগেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তখন বিবেচনাধীন সুপারনিউমারারি পদ সৃজনের প্রস্তাবের বিপরীতে চাহিত তথ্যাদি প্রস্তুত ও প্রেরণের জন্য বেশ কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক সভা করে জবাব প্রস্তুত করে দেওয়া হয়।

১৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মো. আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে সকল ক্যাডারের জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সভাপতি ও মহাসচিব যোগদান করে। এরপর স্বল্প সময়ের মধ্যে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সভাপতি মহোদয়ের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুসারে মহাসচিব খসড়া নীতিটি প্রণয়ন করে এবং অধিদপ্তরগুলোর মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আর কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

সার্ভিসের কাজের মান বৃদ্ধি এবং সদস্যদের পদোন্নতি ও অন্যান্য সুবিধা প্রমিতকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ ও গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে সার্বিক সহযোগিতার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিবের নিকট উপস্থাপন করা প্রয়োজন বলে চিহ্নিত করা হয় এবং সে মোতাবেক তাদের সঙ্গে দেখা করে এগুলো লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয় :

ক. জনসংযোগ কর্মকর্তা পদে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ব্যতীত অন্য কোনো ক্যাডার বা সার্ভিসের কর্মকর্তা পদায়ন বন্ধ করা

খ. বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস উইং এর পদে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ব্যতীত অন্য কোনো ক্যাডারের কর্মকর্তা পদায়ন বন্ধ করা

গ. চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পদ সৃজনের প্রস্তাবকে গতিশীল করে চূড়ান্ত সফলতা আনয়ন

ঘ. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে ক্যাডার পদসহ সহায়ক পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ

ঙ. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে ক্যাডার পদসহ সহায়ক পদ সৃজন

চ. তথ্য অধিদফতরের দুই ধরনের ক্যাডার পদ এবং সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের পদ আপগ্রেডেশন

ছ. সুপারনিউমারারি পদোন্নতি

জ. গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস চালুকরণ

ঝ. তথ্য অধিদফতরের আঞ্চলিক অফিস চালুকরণ

ঞ. বিদেশে বাংলাদেশের সকল মিশনে প্রেস উইং খোলাসহ বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের জন্য পদ সংরক্ষণ

ট. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকুটনৈতিক বিভাগকে পুনরায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন করে অনুবিভাগ হিসেবে পদ সৃজন ও তথ্য-সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা

ঠ. চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ রাখা

ড. তথ্য অধিদফতরে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিতদের গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রতিস্বাক্ষরের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের আদেশ সংশোধন।

সময়ে সময়ে আমরা বিষয়গুলো মন্ত্রী ও সচিবের কাছে উপস্থাপন করি। বিশেষ করে সচিব বদল হলেই বিষয়গুলো নতুন সচিবের কাছে তুলে ধরি। এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, করোনা পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন দপ্তরসমূহ বন্ধ থাকা, জরুরি ব্যতীত অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম সীমিত থাকা, ইত্যাদি কারণে এসব কাজের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে যতবার যাওয়া প্রয়োজন ততবার যাওয়া সম্ভব হয়নি, নীতি নির্ধারণের জন্য তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়নি। তাই চিহ্নিত কাজগুলোর মধ্যে খুব কম সংখ্যকের ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত বা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

চিহ্নিত বিষয়গুলো এ সার্ভিসের ভিশন, যেখানে পুরোপুরিভাবে হয়তো কখনোই পৌঁছা যাবে না। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আজ আমি এগুলোকে আবার সামনে আনছি এ কারণে যেন নতুন নির্বাহী পরিষদ ও ক্যাডারের সদস্যগণ এগুলো অর্জনে সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সচেষ্ট হন।

জরুরি কাজ :

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে নবসৃজিত ৪২টি ও তথ্য অধিদফতরে নবসৃজিত ৫০টি ক্যাডার পদ সৃজনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দুটি জি.ও.- তে Bangladesh Civil Service (Information) composition and Cadre Rules ১৯৮০ এর সংশ্লিষ্ট তফসিলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। এছাড়া যে সকল পদ বিদ্যমান নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই সেগুলোকে নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত কারার জন্যও নির্দেশনা রয়েছে। এসব নির্দেশনা অনুসারে কার্যাদি সম্পাদন করে সৃজিত পদগুলোর সৃজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এ কাজের ভলিউমের মধ্যে এনাম কমিটি প্রণীত সাংগঠনিক কাঠামোর পর ক্যাডার পদে যেসব সৃজন ও আপগ্রেডেশন সম্পন্ন হয়েছে তার সবগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রবেশ পদ থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ পদ/ গ্রেডভিত্তিক লাইন (দাপ্তরিক) পদের সাকুল্য সংখ্যার আলোকে ১০% রিজার্ভ পদ সংরক্ষণ করে কমপজিশন প্রস্তুত করতে হবে। প্রধান

তথ্য অফিসার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদ আপগ্রেড হওয়ায় এগুলোর নিয়োগবিধি পরিবর্তিত হবে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে নবসৃজিত অতিরিক্ত মহাপরিচালকের নিয়োগবিধি অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসারের অনুরূপ হবে, কিন্তু তা নিয়োগবিধিতে সন্নিবেশ করতে হবে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কিউরেটরসহ যেসব ক্যাডার পদের নাম, গ্রেড অথবা উভয়ই পরিবর্তন হয়েছে সেগুলোকে সঠিক নামে কম্পোজিশন ও নিয়োগ বিধিমালার যথাস্থানে উল্লেখ করতে হবে।

ক্যাডারে পদ সৃজনের ফলে যে সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড়িয়েছে সেখানে গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-১ পর্যন্ত পদের সংখ্যা খুবই সীমিত। সাংগঠনিক কাঠামোতে পদবিন্যাস সুষম করা, দপ্তরসমূহ সুচারুভাবে পরিচালনা করা এবং ক্যাডার সদস্যদের উচ্চতর পদে পদোন্নতির ন্যূনতম সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-১ পদে বেশ কিছু সংখ্যক পদ আপগ্রেড করা অপরিহার্য। অন্যথায় অনেক ব্যাচেরই পেছনের দিকের কর্মকর্তাদের গ্রেড-৫ মর্যাদার পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করতে হবে। আপগ্রেডেশনের প্রস্তাবে গ্রেড-৪ এর সবগুলো পদ গ্রেড-৩-এ আপগ্রেড করে ক্যাডার থেকে গ্রেড-৪ পদ বিলুপ্ত করতে হবে। তথ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (নাম পরিবর্তন করে যুগ্মপ্রধান তথ্য অফিসার); গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, সদর দপ্তরের তিনটি পরিচালক; চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালক/সমপদ; বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক ও পরিচালক; এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও উপপরিচালক (নাম পরিবর্তন করে বোর্ড নির্বাহী বা অনুরূপ কোনো নাম) পদ আপগ্রেড করা অত্যাবশ্যক।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি ক্যাডার সৃষ্টি করা হয় রাষ্ট্রের পক্ষে স্বতন্ত্র কিছু কাজ যথাযথ যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করার জন্য। এজন্য ক্যাডারের প্রতিটি সদস্যকে তার কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন ও লালনের পাশাপাশি পদোন্নতির পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা আবশ্যক। অন্যথায়, অসম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সার্ভিসে কর্মপরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে এবং ক্যাডার হিসেবে সামগ্রিকভাবেও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। তাই নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ ও সিনিয়র সদস্যগণ বিশেষ করে দপ্তর প্রধানগণকে এসব বিষয় নিশ্চিত করতে সদা তৎপর থাকার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আসুন, আমরা কোয়ালিটির জন্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যেকেই সার্ভিসের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে তৎপর হই এবং রাষ্ট্রের জন্য আমাদের কাজকে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলি।

এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের কল্যাণ ও সুস্থতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মুন্সী জালাল উদ্দিন

মহাসচিব

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

প্রায় ৩২ বছর পথচলা ঐতিহ্যবাহী বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের আর্থিক সামর্থ্য খুব দৃঢ় নয়। প্রতিটি সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য থাকে। আর এই কর্মপরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সংগঠনের আর্থিক ভিত্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করা সম্ভব। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সঠিক চিত্র সাধারণ সভায় সম্মানিত সদস্যদের নিকট তুলে ধরার মাধ্যমে সমিতির আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়। এটা এক ধরনের সামাজিক নিরীক্ষাও বটে। বর্তমান কমিটি ২০১৯ সালের জুলাই মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করলেও আর্থিক তথা ব্যাংক হিসাব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ২০২১ সালে । ফলে বর্তমান কমিটি সার্ভিস উন্নয়নসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয়ের জন্য নগদ অর্থ গ্রহণ করে তা ব্যয় করতে বাধ্য হয়।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

এসোসিয়েশনের সঞ্চয়ী হিসাব (একাউন্ট নম্বর ০২০০০০১০৯৮৪২৭), স্থায়ী আমানত (একাউন্ট নম্বর ০২০০০০২৯৩৭৭৫৪) এবং কল্যাণ তহবিল হিসাব (একাউন্ট নম্বর ০২০০০০১০৯৮৪৩০) অগ্রণী ব্যাংক লিমেটেড, জাতীয় প্রেসক্লাব শাখায় পরিচালনা করা হচ্ছে। এসোসিয়েশনের সকল প্রকার আয়-ব্যয় সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কমিটির সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমেই সকল আয়-ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনারা জানেন, ২০১৫ সালে এই এসোসিয়েশনের সাধারণ তহবিলের ব্যাংক স্থিতি ছিল মাত্র ৮২, ৪৬৩/-টাকা, ২০১৬ সালের স্থিতি ছিল ২,৯৪,৩৭০/-টাকা, ২০১৭ সালে স্থিতি হয় ৩,২৩,২৩০/- টাকা, ২০১৮ সালে (৩০ জুন) এসোসিয়েশনের তহবিলে স্থিতি ছিল ৭,৯২,৪৭০/- টাকা, ২০১৯ সালের ৩০ জুন স্থিতি ছিল, ১৯,৯২,৬৬৩.৪৫ এবং আপনাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ ব্যাংক স্থিতি হয়েছে ২৭,৪৭,৩২০.৮৩।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনারা জানেন, এসাসিয়েশনের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে বিজ্ঞাপন।

এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে এসোসিয়েশনের যে সকল সম্মানিত সদস্য ২০১৯ সালের স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞাপনের চেক বা অর্থ সংগ্রহ করেছেন, এমনকি তাদের অনেকেই নিজেরাই এসোসিয়েশনের সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাবে আদায়কৃত অর্থ জমা করেছেন। তাদের এই কর্মস্পৃহা, এসোসিয়েশনের প্রতি আত্মিক অনুরাগ এবং নেতৃত্বের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য সত্যিই বিরল। আমি এসোসিয়েশনের এই সদস্যদের প্রত্যেকের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি।

করোনা মহামারিকালেও ২০১৯ সালের স্মরণিকার মাধ্যমে ১৬,১৫,০০০.০০ টাকা বিজ্ঞাপন বিল আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এই বিজ্ঞাপন বিল আদায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এসোসিয়েশনের সম্মানিত সাবেক সভাপতি কামরুন নাহার, বর্তমান সভাপতি স. ম. গোলাম কিবরিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফায়জুল হক ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মুন্সী জালাল উদ্দিন, ডিএফপির সাবেক পরিচালক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, বর্তমান পরিচালক রোকসানা আক্তার, সাবেক উপপরিচালক ডায়না ইসলাম সিমা, বর্তমান উপরিচালক সেলিনা আক্তার প্রমুখ। ২০২২ সালের স্যুভেনিরের জন্য গঠিত বিজ্ঞাপন কমিটির আহ্বায়ক রোকসানা আক্তার ও তাঁর টিমের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা সমন্বিতভাবে বিজ্ঞাপন সংগ্রহে নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

গত এজিএম উপলক্ষ্যে আমরা আয়-ব্যায়ের হিসাব অডিট করাতে সমর্থ হই। এ বছরও অডিট টিমের আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার ও তাঁর টিমের সম্মানিত সদস্যগণ আমাদের ব্যাংক হিসাব, ভাউচার-এর প্রতিটি এন্ট্রি সরেজমিনে নিরীক্ষা করেছেন। তাদের পর্যবেক্ষণসহ অডিট রিপোর্ট দিয়েছেন।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, এই পর্যায়ে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সঞ্চয়ী হিসাব, কল্যাণ তহবিলের হিসাব এবং স্থায়ী আমানত হিসাবের আয়-ব্যয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

আয়-ব্যয় হিসাব
একাউন্ট নং-০২০০০০১০৯৮৪২৭
সময়কাল: ০৫ জুলাই ২০১৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২

আয়			ব্যয়		
ক্রম	খাত	টাকা	ক্রম	খাত	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬

১.	পূর্বের ব্যাংক স্থিতি	১৯,৯২,৬৬৩.৪৫	১.	আবগারি শুল্কসহ ব্যাংক কর্তৃক অন্যান্য কর্তন	৪৫,৫৪৫.১৩
২.	হাতে নগদ	৫,২৫০.০০	২.	স্মরণিকা-২০১৯ এর ছাপা খরচ ও প্রচ্ছদ বিল পরিশোধ	৭০,০০০.০০ (চেক)
৩. ৪.	বিজ্ঞাপন বাবদ চেক এবং ক্যাশের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা বিজ্ঞাপন বাবদ ক্যাশগ্রহণ (বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য)	১৩,৯০,০০০.০০ ২,২৫,০০০.০০ ১৬,১৫,০০০.০০	৩.	বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৯ এর ব্যয়	৩,৬৬,৩০০.০০ (চেক-২,৭১,৫০০.০০)
৫.	সুদ বাবদ আয়	২,২৯,৪২৭.৫১	৪.	নির্বাহী ও উপদেষ্টা কমিটির সভার আপ্যায়ন, সার্ভিস উন্নয়ন, ফেয়ারওয়েল ও বিবিধ ব্যয়	৩,০৫,০০০.০০ (চেক ১,৬৫,০০০.০০)
৬.	এসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা, র‍্যাফেল ড্র, আপ্যায়ন অনুদান ইত্যাদি ।	২,০৭,৪২০.০০ ৬৭,২৭৫.০০ (ব্যাংক হিসাবে নগদ জমা) ১,৪০,১৪৫.০০ টাকা এজিএমসহ সার্বিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ক্যাশ গ্রহণ।	৫.	ইফতার-২০২২	৭৫,০০০.০০ (চেক)
৭.			৭.	অফিস সজ্জিতকরণ পর্দা, আলমারি, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ক্রয়	৩,০৫,০০০.০০ (চেক)
৮.			৮.	অডিট কমিটির সম্মানী ও আপ্যায়ন	৫,০০০.০০ (নগদ)
			৯.	ব্যাংক স্থিতি	২৭,৪৭,৩২০.৮৩
			১০.	হাতে নগদ	১,৩০,৫৯৫.০০
	মোট	৪০,৪৯,৭৬০.৯৬		মোট	৩৯,১৯,১৬৫.৯৬

কল্যাণ তহবিল হিসাব
একাউন্ট নং-০২০০০০১০৯৮৪৩০
সময়কাল: ০৫ জুলাই ২০১৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২

পূর্বের স্থিতি			আয়সহ বর্তমান নীট স্থিতি		
ক্রম	খাত	টাকা	ক্রম	খাত	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	পূর্বের স্থিতি	১,৩৯,১২৯.০৮	১.	বর্তমান স্থিতি	১,৪৯,৩৩৯.২৯

এই হিসাটিতে কোন লেন-দেন হয়নি। সুদ বাবদ স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থায়ী আমানত হিসাব
একাউন্ট নং-০২০০০০২৯৩৭৭৫৪
সময়কাল: ০৫ জুলাই ২০১৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২

পূর্বের স্থিতি			আয়সহ বর্তমান নীট স্থিতি		
ক্রম	খাত	টাকা	ক্রম	খাত	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	পূর্বের স্থিতি	১৪,৭২,১৭৭.৩৭	১.	ট্যাক্সসহ অন্যান্য ব্যাংক কর্তন	১৬,৬৯,৯৩২.১৮

আমার উপস্থাপিত এই প্রতিবেদনে কোনো ত্রুটি অথবা আপনাদের কোনো মতামত বা সুপারিশ থাকলে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এর একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। পরবর্তীতে কোন ভুল উদঘাটিত হলে সংশোধনী দেওয়া হবে।

সম্মানিত সদস্যদের সহযোগিতা, বিশেষ করে সম্মানিত সভাপতি, মহাসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহায়তায় এ প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। পরিশেষে সার্ভিসের সকল সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবর্গ, জীবন সদস্যগণ, বিজ্ঞাপনদাতাসহ সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য)
কোষাধ্যক্ষ

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

০১। ০৭.০৭.২০১৯ তারিখে প্রারম্ভিক স্থিতি-

ব্যাংকে জমা	১৯,৯২,৬৬৩.৪৫ টাকা
হাতে নগদ	৫,২৫০.০০ টাকা
মোট জমা	১৯,৯৭,৯১৩.৪৫ টাকা

০২। ১১.০৯.২০২২ তারিখে সমাপনী স্থিতি-

ব্যাংকে জমা	২৭,৪৭,৩২০.৮৩ টাকা
হাতে নগদ	১,৩০,৫৯৫.০০ টাকা
মোট জমা	২৮,৭৭,৯১৫.৮৩ টাকা

০৩। ব্যাংক বিবরণী ও ক্যাশ বইয়ের এন্ট্রির মধ্যে মিল রয়েছে।

০৪। সকল পর্যায়ের ব্যয়ে ভাউচার সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হলেও স্বচ্ছতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। সকল ভাউচারে ব্যয় নির্বাহকারীর নাম পাওয়া না গেলেও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে কাঁচা/পাকা ভাউচারের সাথে ক্যাশ বইয়ের মিল রয়েছে। এজন্য কোষাধ্যক্ষ বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রাপ্য।

মোহাম্মদ আলী সরকার
আহবায়ক
নিরীক্ষা কমিটি

মুহম্মদ মোহসিন রেজা
সদস্য সচিব
নিরীক্ষা কমিটি

সদস্যদের লেখা

ইনফরমেশন
বি ডি এস
Information is Power
ঢাকা

তথ্য ক্যাডার : সূচনা ও সম্ভাবনা

আপেল আবদুল্লাহ্

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস- তথ্য ক্যাডারের তরুণ সদস্যদের অনেকেই এ সার্ভিসের গঠন প্রক্রিয়া, কারা-কীভাবে এ ক্যাডারের সদস্য হলেন এবং পেশাগত নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে নানারকম প্রশ্ন তুলে থাকেন। এসব প্রশ্নের সবসময় সদুত্তর পাওয়া যায় না। সদস্যদের এ আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেকটা আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে নিজেদের সত্যটা জেনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সম্ভাবনার কোনো পথ যদি রচনা করা সম্ভব হয় সেটাই এ নিবন্ধের লক্ষ্য। সত্য অনেক সময় নির্মম ও কঠিন। নির্মম ও কঠিন সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করা কোনো সোজা কাজ নয়। আবার পণ্ডিতরা বলেন 'সত্য বিষয়টিই আপেক্ষিক, ধ্রুব সত্য বলে- কোনো কিছু নেই'। এক এক গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশের মানুষের নিজস্ব জীবন পদ্ধতি, বিশ্বাস, সংস্কার বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করেই সত্য ও মিথ্যার মানদন্ড রচিত । তাই এক দেশে বা এক সমাজে ও পরিবেশে যেটা সত্য অন্য পরিবেশে ও সমাজে সেটা সত্য নাও হতে পারে। সত্যের এ আপেক্ষিকতা মাথায় রেখেই অনুসন্ধিৎসা থেকে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো। সদস্যদের প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা রয়েছে এ অনুসন্ধিৎসাকে সত্য বা আপেক্ষিক সত্য বা গল্প বলে গ্রহণ বা বর্জন করার। এও সত্য তথ্য ক্যাডারের বাইরে অন্যদের এ বিষয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে।

তথ্য ক্যাডার শুরু যেখান থেকে ঃ স্বাধীনতার আগে সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসের ১২টি ক্যাডারের একটি হিসেবেই সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সার্ভিস- সিআইএস-এর যাত্রা শুরু। তখন সার্ভিস ক্যাডারগুলো বিভিন্ন মানক্রমে বিভক্ত ছিল। সিএসএস পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই মেধা অনুযায়ী সফল পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের সদস্য হতেন। '৬৫-এর সৃষ্টিলগ্নে অধিকতর মেধাবীদের এ ক্যাডারে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য ১নং গ্রুপের উচ্চতর বেতন স্কেলে এ ক্যাডারের স্থান নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু বনেদি সিএসপি ও পিএফএস সদস্যদের অভিজাত্য এ ক্যাডারের গায়ে লাগানো অত্যন্ত বেমানান বলে কিছুদিনের মধ্যেই এ ক্যাডারকে ২ নং গ্রুপে নামিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এ সার্ভিসে প্রাক্তন যেসব সিআইএস সদস্য ছিলেন তারা তাঁদের সৃষ্টিলগ্নের কৌলিণ্যের চর্বিত-চর্বন বারবার শুনাতেন অবনমনের অমর্যাদাকে গায়ে না মেখেই। কিন্তু কুলীণ ১২টি ক্যাডারের মধ্যে স্থান হলেও সিআইএস-এর অবস্থান ছিল ২নং গ্রুপে। দেশের স্বাধীনতা পর থেকে সকল সার্ভিসের ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ার মত

তথ্য সার্ভিস পুনর্গঠনেও লেগেছে দীর্ঘসময়। স্বাধীনতার পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর-দপ্তরে সরকারের তথ্য ও প্রচারণা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। প্রাক্তন সিআইএস সদস্যরা, প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তারা এবং বেশ কিছু মুজিবগনগর কর্মকর্তারা এসব অধিদপ্তরে-দপ্তরে নিয়োগ পেয়ে এসব কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৭৩ সালে অন্তবর্তী নিয়োগনীতির আওতায় ১টি বিশেষ ও ১টি নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসন, পুলিশসহ আরো ২/১টি ক্যাডারে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হলেও তথ্যে তখনও তা করা হয়নি। অবশ্য একথাও সত্য স্বাধীনতার পূর্বে প্রাদেশিক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর-দপ্তরের পদগুলো কোনো ক্যাডার সার্ভিসের আওতাভুক্ত ছিল না। এসবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে ক্যাডার সার্ভিসগুলোর পুনর্গঠন প্রক্রিয়াও তখন জোরেশোরে এগিয়ে চলছিল। ১৯৭৫ সালের জুলাইয়ে প্রণীত হয় সার্ভিস গঠন ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত অ্যাক্ট XXXII । এ অ্যাক্ট প্রণীত হবার পর সার্ভিস গঠন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া জোরদার হয়। ১৯৭৭ ও ১৯৭৯ সালে অন্তবর্তী নিয়োগনীতির আওতায় নিয়মিত দু'টি বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়- এবং এ দু'পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সার্ভিসে ১১ জন অফিসার যোগ দেন। অবশ্য তখনও তথ্য ক্যাডার পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। সরকার ১৯৮০ সালে ১৯৭৫-এর এ্যাক্টের আওতায় গঠন করে সমমর্যাদা ও সমসুযোগ সম্পন্ন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৮টি ক্যাডার। পরবর্তী সময়ে সংশোধিত করে যার সংখ্যা ৩০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, দেশের স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশ সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা হিসেবে দু'টি পরীক্ষার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলেও তা পরে সংশোধন করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। সমমর্যাদা ও সমসুযোগের অঙ্গীকার নিয়ে ১লা জানুয়ারি ১৯৮১ সালে প্রণীত একক নিয়োগবিধি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগবিধি ১৯৮১-এর আওতায় যাত্রা শুরু করে রাষ্ট্রের ৩০টি ক্যাডার। ভেঙে দেয়া হয় কৌলিন্য প্রথা।

নবপ্রণীত এ নিয়োগবিধির আওতায় ১৯৮২ সালের ১১ মে নিয়মিত ১৬০০ নম্বরের পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সে হিসেবে নিয়মিত নিয়োগবিধির আওতায় ১৯৮২-এর ব্যাচই প্রথম ব্যাচ। তবে ১৯৭৩-এর বিশেষ পরীক্ষার ব্যাচকে প্রথম, ১৯৭৩-এর নিয়মিত পরীক্ষার ব্যাচ যাঁরা ৭৭-এ যোগদান করেছেন তাঁদের দ্বিতীয়, ১৯৭৭-এ নিয়মিত পরীক্ষার ব্যাচ যাঁরা ১৯৭৯-তে যোগদান করেছেন তাদের তৃতীয় এবং ১৯৭৯-এর ব্যাচ যাঁরা ১৯৮১-তে যোগদান করেছেন তাদের ৪র্থ ব্যাচ হিসেবে গণ্য করে ১৯৮২-এর ব্যাচকে ৫ম ব্যাচ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। এরপর থেকে ১৯৮১-এর নিয়োগবিধি কিছু সংশোধন করে ১৯৮২ সালের বিশে বিসিএস পরীক্ষা ছাড়া নিয়মিতভাবে ১০০০ নম্বরের বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে নিয়োগ পেয়ে আসছেন।

১৯৮১-এর নিয়োগবিধি প্রণীত হবার আগে ১৯৮০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে সরকার যখন প্রথমত: ২৮টি ক্যাডার সার্ভিস গঠন করে তখন অন্যান্য ক্যাডারের মত একই তারিখে জারি করা হয় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ইনফরমেশন) কম্পোজিশন ও

ক্যাডার রুলস, ১৯৮০। তথ্য ক্যাডারের এ গঠনবিধিতে কারা কারা এ নবগঠিত ক্যাডারের সদস্য হবেন তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন (ক) পূর্বতন সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সার্ভিসের সদস্যগণ (খ) সেসব ব্যক্তি যাঁরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ দপ্তরের প্রথম শ্রেণির পদে পিএসসি অথবা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন তাঁরা এবং (গ) সেসব ব্যক্তি যাঁরা পূর্বতন সিপিএসসি অথবা ইপিএসসি-র সুপারিশক্রমে অথবা কমিশনের অস্তিত্বহীনতার সময় কোনো যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চাকরিতে যোগদান করেছেন তাঁরা এবং যেসব কর্মকর্তা এমনসব পদে কাজ করেছেন যেগুলো ক্যাডারভুক্ত হয়েছে সেসব পদধারীরা এবং ১৯৭১-এর ২৬ মার্চের পর যেসব পদ অবলুপ্ত হয়নি এবং যেসব পদের চাকরির শর্তাদি পূর্বতন ক্যাডার সার্ভিস রুলস দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং ক্যাডার পদে ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যে যাঁদের চাকরি কনফার্ম করা হয়েছে তারা সকলে এ ক্যাডারের সদস্য হবেন। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ক্যাডার কম্পোজিশন বিধির আওতায় এ ক্যাডারের গঠন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত করা হয়। প্রথমে যখন বিসিএস তথ্য ক্যাডার গঠিত হয় তখন এ ক্যাডারের আওতাভুক্ত দপ্তরগুলো ছিল, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, পিআইডি, ডিএফপি, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স বিভাগ, অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তর। অবশ্য পরে বহুল পরিচিত এনাম কমিটির সুপারিশক্রমে অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন ডিএফপির সাথে এবং রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স বিভাগ পিআইডির সাথে একীভূত হয়।

সম্ভাবনা পড়ল সংকটে : একটা বিশাল সম্ভাবনা ও ব্যাপ্তি নিয়ে যে ক্যাডারের যাত্রা শুরু হয়েছিল তার ভাগ্যে দুর্গতি শুরু হয় ১৯৮২ সালের নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তরা বাংলাদেশটেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারে যোগদান করতে গেলে। আর এ ক্যাডারকে আপাত খণ্ডিত ও ক্ষুদ্রতর করার কাজটি ত্বরান্বিত হয়ে পড়ে ১৯৮৬ সালে খসড়া জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের সময়। বিশেষ করে ক্যাডার কম্পোজিশন বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকায় খসড়া জ্যেষ্ঠতা তালিকা থেকে বাদ পড়ায় বিটিভির একশ্রেণীর কর্মকর্তা বিটিভিকে ক্যাডার বহির্ভুত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ফলে এক পর্যায়ে বিটিভিকে ক্যাডার বহির্ভুত করা হয়। এছাড়া বর্তমানের সাধারণ গ্রুপ ও রেডিও গ্রুপ হিসেবে পরিচিত গ্রুপের ১৪ জন কর্মকর্তা পরস্পরের বিরুদ্ধে জ্যেষ্ঠতা দাবি করে আবেদন করেন। এঁদের প্রায় সকলেরই নিয়োগ প্রক্রিয়া ও প্রথম শ্রেণি পদে কনফার্ম হবার স্বচ্ছ চিত্র মন্ত্রণালয়ে ছিল না। উপরন্তু পর্যালোচনা করে দেখা যায় সিআইএসভুক্ত ইনফরমেশন অফিসার পদটি একসময় রেডিওর বার্তা সম্পাদক ও আরডি পদের সমতুল্য থাকলেও পরবর্তীতে বার্তা সম্পাদক পদটির অবস্থান নির্ধারণ হয়েছে অনেক উপরে। এমনকি ১৯৮২ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সময়ও নিউজ এডিটর, আরডি পদগুলো ছিলো তথ্য অফিসারের মতো তথ্য ক্যাডারের এন্ট্রিপদ। কিন্তু রেডিওর দুই ধাপ নিচের পদকে আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণির পদে উন্নীত করা হলে জ্যেষ্ঠতা নির্ণয়ে নতুন জটিলতা শুরু হয়।

তাই রেডিও ক্যাডারভুক্ত থাকলেও তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরকার সমাধানের পথ হিসেবে ১৯৮৮ সালে সাধারণ গ্রুপ ও রেডিও গ্রুপ নামে বিভক্ত করে দুগ্রুপের জন্যই লাইনপদ চিহ্নিত করে পৃথক দুটি গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্ত করে। সরকারের ৩০টি ক্যাডারের মধ্যে বিসিএস-তথ্য একক ও অন্যতম একটি ক্যাডার হওয়া সত্ত্বেও এর কর্মকর্তারা দুধরনের লাইনপদ ও নিয়োগবিধির দ্বারা বর্তমানে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের হরাইজন্টাল ও ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট তথা ক্যারিয়ার প্ল্যানিং- এর সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

ক্যাডারের অগ্রযাত্রা : গঠন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যার পথ পাড়ি দিয়েই তথ্য ক্যাডার সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সৃষ্টিলগ্নের যে বেদনা সে বেদনার সমাধানের পথকে উন্মুক্ত রেখেই সামনের পথ রচনায় এখন নিয়োজিত এ ক্যাডারের সদস্যরা।

ক্যাডার গঠন প্রক্রিয়ার সময় সরাসরি বিসিএস পরীক্ষা এবং ফিডার পদধারীগণ ছাড়া নানাভাবে অনেকেই ক্যাডারে আত্মীভূত ও অনুপ্রবেশ করেছিলেন। সংখ্যায়ও তারা ছিলেন বেশি। ফলে ক্যাডার সার্ভিস হলেও সরাসরি সিআইএস ও বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তরা ছিলেন সংখ্যালঘু এবং তখন ক্যাডার স্পিরিটও সার্ভিসে অনুপস্থিত ছিল। ১৯৮২ সালে সরাসরি বিসিএস এর মাধ্যমে ২৫ জন এবং ১৯৮৪ সালে ৪৪ জন কর্মকর্তা সার্ভিসে যোগদান করলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই দুই ব্যাচের কর্মকর্তারা লক্ষ্য করেন ক্যাডার গঠিত হলেও কর্মকর্তাদের কোনো ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ছাড়াই তা গঠন করা হয়েছে। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে এ সার্ভিসে যোগদান করার পর একজন কর্মকর্তার সিনিয়র স্কেল পেতে ১৮ থেকে ২০ বছর লেগে যেত। এ পর্যায়ে উপরিউল্লেখিত দুটি ব্যাচের কর্মকর্তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে ১৯৯২ সালে ক্যাডার কম্পোজিশন পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। ক্যাডারের জনবল ১৬৮ থেকে বেড়ে ১৯৪ এ উন্নীত হয়। সিনিয়র স্কেলের ২৫টি পদ থেকে ৫৭টি পদে উন্নীত হয়। তবে পঞ্চম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের পদের সংখ্যা ছিল অন্য যেকোনো ক্যাডারের তুলনায় অনেক কম। আত্মীভূত কর্মকর্তাগণ ছাড়াও ১৯৮২ ও ১৯৮৪ ব্যাচের সকল কর্মকর্তা ইতোমধ্যেই অবসরে গেছেন। বর্তমানে ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও ফিডার পদ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্মরত। জ্যেষ্ঠতায় তেমন কোনো জটিলতা নেই। ২০১৫ সালে ক্যাডারের ১টি পদকে গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ এ এবং ২টি পদকে গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২ এ উন্নীত করা হয়। ২০২০ সালে তথ্য অধিদফতরের ৫০টি এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৪২টি নতুন ক্যাডারভুক্ত পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে ক্যাডারের জনবল বর্তমানে ৩০৫ এ উন্নীত হয়েছে। গঠনকাল থেকে এ ক্যাডার যে তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল সেখান থেকে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে। তারপরও সমস্যা আছে। এসব সমস্যাকে যথাযথভাবে নির্ণয় করে এবং তা সমাধানের উপায় বের করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি চাকরির সীমাবদ্ধতা আছে। নিয়ম-নিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম এবং সার্ভিসের উন্নয়নের ব্যাপারে কৌশলী ও দক্ষ ভূমিকা রাখতে হবে।

স্বাধীন দেশে কৌলিন্য প্রথা ভেঙে সমমর্যাদা সম্পন্ন যে ৩০টি ক্যাডার গঠন করা হয়েছিল এখন তা কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে নেই। ইতোমধ্যে সচিবালয় ও ইকোনমিক ক্যাডার প্রশাসন ক্যাডারে আত্মীভূত হয়েছে। প্রশাসনের কেন্দ্রস্থলে সর্বত্রই এ ক্যাডারের কর্মকর্তারা সমাসীন এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে নিজ ক্যাডারের বঞ্চনার অবসানে উদ্যোগ গ্রহণে আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে দক্ষ হতে হবে। বিশেষ করে এখন দেখা যায়, উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি-নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনের কয়েক ব্যাচ জুনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ নিয়োগ পাচ্ছেন- যা খুবই বিব্রতকর। পূর্বে একই বিসিএস পরীক্ষার সকল ক্যাডারের সদস্যদের নিয়ে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা ও মেধা তালিকা পিএসসি প্রণয়ন করত বর্তমানে ক্যাডারভিত্তিক মেধা তালিকা করা হয়েছে। তাই মেধা তালিকার নিরিখে সম্ভব না হলেও উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে একই ব্যাচের পদোন্নতি/নিয়োগের বিষয়টি বাস্তবায়ন জরুরি। তা না হলে পদে সব সময়ই কনিষ্ঠের তত্ত্বাবধানে চাকরি করতে হবে। এ ধরনের অবস্থা মেধা ও দক্ষতার বিকাশে অন্তরায়। এরকম পরিস্থিতিতে একজন কর্মকর্তা দেশ ও সরকারের সেবা দিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মেধা ও ব্যাচভিত্তিতে সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব পদে নিয়োগ/পদোন্নতির ব্যাপারে একটি রিভিউ আপিল মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে তালিকাভুক্ত আছে। যারা সুবিচারের জন্য মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তারা সবাই অবসরে। তাদের এ বিষয়ে আর আগ্রহ নেই। তবে যারা চাকরিতে আছেন তারা অন্য ক্যাডারের সাথে সম্মিলিতভাবে কো-অ্যাপ্লিকেন্ট হিসেবে মহামান্য আদালতে ন্যায়বিচারের জন্য দ্বারস্থ হতে পারেন। তা না হলে সরকারের মূলকেন্দ্রে যাঁরা কাজ করতে প্রার্থী হবেন তাদের ২/৩ ব্যাচ জুনিয়র কর্মকর্তাদের সাথেই প্রার্থী হতে হবে।

গঠনকালের বিসিএস তথ্য সার্ভিস তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তর পদ নিয়ে একীভূত ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময়ের কিছু কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য জটিলতার কারণে তা সেরূপ থাকেনি। বর্তমানে সেসব কর্মকর্তারা নেই, নেই সেসব জটিলতা। এখন সকলেই নিয়মিতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ১৯৮২ এর ক্যাডার কম্পোজিশন রুলসে কোন সাব-ক্যাডার রাখা হয়নি। অথচ তথ্যে বর্তমানে দুটি গ্রুপ বিসিএস তথ্য সাধারণ ও বিসিএস রেডিও বিরাজমান। ক্যাডার গঠনের মূল চেতনার দিকে লক্ষ্য রেখে একীভূত ক্যাডার করার বিষয়টি বর্তমান সময়ের কর্মকর্তাগণ বিবেচনা করতে পারেন। হয়ত সাময়িক কিছু জটিলতা হতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সুফল আসবে। ক্যাডারের জনবল এবং পঞ্চম ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ে পদ বৃদ্ধি পাবে। হরাইজন্টাল ও ভার্টিকেল মুভমেন্ট বেড়ে যাবে। জনবল অনুযায়ী উপসচিব ও তদুর্ধ্ব পদে ক্যাডারের হিস্যাও বৃদ্ধি পাবে। বিষয়টি বর্তমান কর্মরত সদস্যরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে পারেন।

ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সচিব পদসহ ডিএফপি ও ফিল্ম আর্কাইভের কয়েকটি পদ সৃষ্টি এবং পদের মান উন্নীতকরণ ও কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয় হবে।

স্বাধীনতার পর ক্যাডার সৃষ্টির পর প্রায় ৫০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এসময়ে ধীরে ধীরে হলেও ক্যাডার অনেক এগিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের সময় কয়েকটি পদের মান উন্নীতকরণ ও ৯২ টি ক্যাডার পদের সৃষ্টি এক বিরাট অগ্রগতি। এজন্য সরকারের অনুকূল সিদ্ধান্তের পাশাপাশি যাঁরা এসব কার্যক্রম এগিয়ে নিয়েছেন তাঁদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমানে যাঁরা ক্যাডারে কর্মরত আছেন তাদেরকেও সার্ভিস ও জনগণের সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে নিজেদের পেশাগত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে হবে।

পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা : পেশাগত দক্ষতার কোনো সীমানা নেই। যারা তথ্য ক্যাডারের সদস্য তাঁরা একটি দিক দিয়ে অবশ্যই সৌভাগ্যবান। চাকরির প্রাথমিক পর্যায়েই কাজের প্রকৃতির জন্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রীদের সাথে কাজ করার সুযোগ পায়। এ বিরল সুযোগ অত্যন্ত গুরুদায়িত্বের। কারণ আমাদের কাজের জন্য সরাসরি জবাবদিহি করতে হয় মাননীয় মন্ত্রীদের নিকট। যেসব কর্মকর্তা ভালো লিখতে পারেন, বলতে পারেন ও পেশাগতভাবে দক্ষ তাদের মাননীয় মন্ত্রীরা অত্যন্ত স্নেহ করে থাকেন এবং সবখানেই তাদের চাহিদা থাকে। একথা সত্য, অন্যান্য ক্যাডারের মতো বিভিন্ন মানের অফিসারই এ ক্যাডারে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু পেশাগত জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা যখন নির্বাহী দায়িত্বের নির্দিষ্ট সীমানায় ঘুরপাক খেয়ে নিজেদের উৎকর্ষ সাধন করতে পারছেন না, তখন তথ্য ক্যাডারেও কর্মকর্তারা সরকারের সকল ধরনের কর্মকাণ্ডের সফল প্রচারণার জন্য নিত্য নতুন বিষয় সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন, প্রচার করছেন, তথ্য সমৃদ্ধ হচ্ছেন ও দক্ষ হয়ে ওঠছেন। একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করলে হয়তো অতিরঞ্জন হবে না যে, একবার ১৯৭৯ সালে বিসিএস-পররাষ্ট্র সার্ভিসে আত্মীভূত করার জন্য বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যদের মধ্য থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়। তাতে সাড়া দিয়ে পররাষ্ট্র ব্যতিরেকে প্রায় সকল ক্যাডারের সদস্যরা আবেদন করেছিলেন। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে ৮ জন পররাষ্ট্র ক্যাডারে আত্মীভূত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন তথ্য ক্যাডারে নিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত সদস্য। তথ্য ক্যাডারে পেশাগতভাবে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য প্রতিনিয়ত উৎকর্ষ অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস উইং, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং, মাননীয় মন্ত্রীদের ও মন্ত্রণালয়ের প্রচারণা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবেদনশীল দায়িত্ব পালন করতে হয়। সরকারের এসব সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের বক্তৃতা, বিবৃতি, সাক্ষাৎকারসহ নানাবিধ বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে সমান দক্ষতায় প্রতিনিয়ত এ ক্যাডারের সদস্যদের লেখালেখি পরিচালনা করতে হয়। এ দায়িত্ব যেমন চ্যালেঞ্জিং তেমনি সংবেদনশীল। এ সংবেদনশীল ও চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতিনিয়ত সম্পাদনের মাধ্যমে এ ক্যাডারের সদস্যরা যে পেশাগত দক্ষতার ছাপ রেখে যাচ্ছেন তার মধ্যেই নিহিত আছে এ ক্যাডারের সদস্যদের সাফল্য। সততা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতায় পেশাগত সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা এ ক্যাডারের সদস্যদের অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং এর সীমানাকে আরো উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।

অবাধ তথ্য প্রবাহ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং উন্নত তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে তথ্য ক্যাডারের সদস্যরা তথ্য প্রবাহ এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যদি অব্যাহতভাবে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারেন তাহলে অবশ্যই এ ক্যাডারের সদস্যদের সার্ভিস ক্ষেত্রে বিরাজিত বঞ্চনা ও সমস্যার অবসান হবে। কারণ যুগের প্রয়োজনে, সময়ের প্রয়োজন, দেশ ও জনগণের প্রয়োজনে সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মহল যাদের সাথে সদস্যরা প্রতিনিয়ত কাজ করেন-তাঁরাই একদিন এ বিশেষায়িত পেশার গুরুত্ব অনুধাবন করে একে নতুন রূপে সাজাবেন। একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, অবাধ তথ্য প্রবাহের ও তথ্য প্রযুক্তির এ বিশ্বে এ সম্ভাবনা তথ্য ক্যাডারের দ্বারে সমাগত প্রায়। এখন শুধু প্রয়োজন আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার এবং দেশ, জনগণ, সরকার ও বিশ্বের সাথে সেতুবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তথ্য সার্ভিসের দক্ষ পেশাজীবীদের প্রয়োজন যে অপরিহার্য তা প্রমাণ করবার।

(বিসিএস তথ্য ক্যাডারের '৮২ ব্যাচের কর্মকর্তা আপেল আবদুল্লাহ্ একজন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব)

গণযোগাযোগের স্মৃতি

জিকরুর রেজা খানম

ইনফরমেশন ক্যাডারে যখন যোগ দিতে এলাম ততোদিনে ভালো পোস্টিং আর খালি ছিল না। ঠাঁই হল সবচেয়ে অবহেলিত অফিস ম্যাস কমুনিকেশন বা গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে। তাতেই আমি মহাখুশি, অবশেষে ঢাকা আসতে পেরেছি! আদতে চাকরি আমার লক্ষ্য ছিল না, জোর করে ভুলিয়ে ভালিয়ে আম্মা আমাকে বিসিএস পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেছিলেন ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে। খালি তখনকার বস অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাঁক ডাক করে অন্যান্যদের জড়ো করে বলেছিলেন, দেখ দেখ! মানুষ ইনফরমেশন থেকে অ্যাডমিন ক্যাডারে যায়, আর এ এসেছে অ্যাডমিন থেকে ইনফরমেশনে যোগ দিতে! বিষয়টা যে অস্বাভাবিক তা বুঝতে আমার বহু বছর লেগেছিল। ব্যুরোক্রেসির ক্যাডারে ক্যাডারে যে অনেক তফাৎ তাও জানতাম না। সদ্য ইউনিভার্সিটি পেরুনো সম্পূর্ণ টেকনোক্র্যাট পরিবার থেকে আসা অগামূর্খ আমি। তার উপর আম্মা আর ছোটভাই ক্যাডারের চয়েস দিতে গিয়ে ইনফরমেশনকেই এক নম্বরে রেখেছিলেন। তাদেরও কোনো আইডিয়া ছিল না।

চাকরি করতে গিয়ে কখনও তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। কামকাজ দ্রুতই শিখে নিতে পারতাম। সমস্যা বাঁধতো মফস্বলের বয়স্ক অফিসারেরা যখন মেয়ের বয়সী বসকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পেতেন না তখন। আর ক্যাডার নন ক্যাডার প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব ছিল। ক্যাডার মাত্র দুজন, আমি আর আউলাদ হোসেন তালুকদার। কবি এবং খেয়ালী। আজ আর উনি পৃথিবীতে নাই, তাই তার সম্পর্কে কোনো কথা না বলি। তবে ঐ ভাবালু দৃষ্টি আর কবি কবি কথাবার্তা আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছিল, তাই তার সাথে অনেকটা দূরত্ব মেইনটেইন করতাম।

অফিসে কারো সাথে আমার কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়নি তবে যারা চিনতো না তারা ভয়ানক ভয় পেতো। বিশেষ করে মফস্বলে যারা চাকরি করতেন।

আজ শুধু জুনিয়রদের কথা বলবো।

দুই বছর পর চুরাশি ব্যাচ যোগ দিলে ক্যাডার অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদের অর্ধেক পরে আমার আগেই অবসরে গিয়েছিল, বাকি অর্ধেকের বেশিরভাগ আমার সাথে এবং অল্প কয়েকজন আমার দুবছর পরে অবসরে যায়। বেশিরভাগের পোস্টিং হয় মফস্বলে, হেড অফিসে শচীন এবং পরে আরো অনেকেই যোগ দেয়। পরবর্তীতে ইলাভেন ব্যাচ যোগ দিলে এই সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। পরিবারের ভেতর আমাকে অপরিণত ভাবা হতো এবং তেমন ব্যবহারই করতো সবাই। তাই মুরুব্বি হবার একটা

উদগ্র বাসনা আমার অবচেতন মনে সবসময় কাজ করতো সেটা আজ এই পরিণত বয়সে বুঝতে পারি। এতোগুলো অফিসার আমাকে বড় হিসেবে মান্য করে এতেই আমি ভীষণ খুশি ছিলাম। না বুঝে অনেক অঘটনের জন্ম দিয়ে ফেলেছিলাম। তার কয়েকটা বলি।

প্রশাসন শাখা দেখতাম, আর ন্যায় নীতি আইনের প্রশ্নে কোনো আপোষ করতাম না। আর অফিসের রাজনীতিও কিচ্ছু বুঝতাম না। চুরাশি ব্যাচ যখন প্রবেশনার তখন একজন নতুন গাড়ি চালাতে গিয়ে তা পুকুরে ফেলে দিল। সরকারের বিরাট ক্ষতি এবং কাজটাও বেআইনি। আর একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো অফিসের টাকা তসরুফের। দুটি অভিযোগই সত্য এবং পরবর্তীতে এরা দুইজনেই অসৎ হিসেবে প্রমাণিত হয়। একজন চাকরি ছেড়ে দেন, আরেকজন পদোন্নতি পাননি কোনোকালে। এসব পরের কথা। যথারীতি আমি অ্যাকশন নিলাম, ফাইল মুভ হতেই ক্যাডার এবং ননক্যাডার প্রশ্নে ক্যাডার অফিসারেরা এককাট্টা হয়ে সতীর্থদের পাশে দাঁড়ালো এবং পুরা এসোসিয়েশন এই অভিযোগ নিয়ে ডিজি স্যারের কাছে নালিশ নিয়ে এলো যে ক্যাডার অফিসারদের হয়রানি করা হচ্ছে। আমিও অভিযুক্ত হলাম। প্রথমে আমিতো ভয়ানক অবাক, কিচ্ছুই করলাম না! কেন অভিযোগ করে আর স্পষ্ট অপরাধীর পাশে কেন দাঁড়ায়!

অগা আমি রাজনীতি না বুঝলেও ডিজি স্যার বুঝতেন। তিনি কেস ডিসমিস করে দিলেন। এই ঘটনার জেরে বহুদিন পর্যন্ত ক্যাডার অফিসারেরা ভাবতো আমি নন ক্যাডারদের দলে।

তার উপর একবার এনামুল হকের বিরুদ্ধে এক অভিযোগে তদন্ত না কিসের অর্ডার দিয়ে ফের বিপত্তি বাঁধালাম। ব্যাচের একজনের অনুরোধে তাকে ডেকে এনে সমস্ত কিছু জেনে নিষ্পত্তি করা হলো। তবে বহুদিন পর্যন্ত সেও আমাকে মহা সন্দেহের চোখে দেখতো। কিছুদিন যেতে সেই হয় আমার কাছের একজন।

আর একবার একই ব্যাচের আজিজ, শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক, গলা উঁচু করে কথা বলে না। আমার সেকশনে এক পোস্ট খালি হতে সেখানে নেবার জন্য আমার এক ব্যাচমেট অনুরোধ করলে আমি মুখের উপর স্রেফ মানা করে দিলাম এই বলে যে, ও ঢিলা, আমার চটপটে মানুষ লাগবে, আমার সেই ব্যাচমেট হলো নেতা ব্যক্তিদের একজন। বকে কিছু রাখলেন না। অনেকটা জোর করেই চাপিয়ে দিলেন। সেও আমাকে বেজায় সন্দেহের চোখে দেখতো। পরে অবশ্য খাতির হতে দেরি লাগেনি। কেন জানি না আমার বাইরের খতরনাক ইমেজের জন্য প্রায় সবাই প্রথমে ভুল বুঝতো। আজিজ যখন আমার ডানহাত তখন তাকে নিয়ে বাসাতেও মহা ঝামেলায় পড়েছিলাম।

ঘটনাটা খুলেই কই। ঐ যে বলেছি বাসায় আমার ভয়ানক নাজুক ইমেজ ছিল, তার এক নম্বর আসামি ছিলেন কর্তামশাই। উনি আমাকে কোনোদিনই প্রাপ্তবয়স্ক ভাবতে পারেননি। ২০০৩ সালের কথা। বাসায় রেনোভেশন চলছে। এক রুমে সমস্ত ফার্নিচার স্তূপ করে কোনোমতে দিনগুজরান করি, জায়গার অভাবে মাটিতে শুই। অন্য সব রুমে কাজ চলছে। একদিন অফিসে আসার পথে ছোট্ট এক শোকেস নজর কাড়লো। দরদাম

করতে পারি না, তাই আজিজকে সাথে নিয়ে জিনিসটা কিনে বাড়ি পাঠিয়ে অফিসে ফিরলাম।

সেদিন বাসায় ফিরতেই কর্তামশাই চেপে ধরেছেন, এই হুলুস্থুলের মধ্যে কেউ নতুন ফার্নিচার কেনে? কে কিনে দিল? ভালো করেই জানতেন একা কিনতে পারবো না।

আমিও আজিজের নাম বলে দিয়েছি, আর উনি খামোকা নির্দোষ বেচারাকে বকতে লাগলেন। তারও অনেক পরে, আমার দেবর বিদেশ থেকে এলে আমার খাট বিছানা কম্বল সব তাকে দিয়ে দিলেন। ততোদিনে আজিজ প্রমোশন পেয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। তখন একদিন পান্থপথ থেকে আড়াই হাজার টাকায় এক জাহাজি খাট আর পাঁচশো টাকায় এক জাজিম কিনে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি কারণ নয়ত শ্বশুরের আমলের উঁচু কারুকাজ করা ছবির পালঙ্কের মত খাটে শোয়া লাগে।

সেই খাট দেখে সব মহাখাপ্পা। আরেক দেবর বললো, বিনা পয়সায় দিলেওতো এই খাট নেবো না। বাসায় যেতেই কর্তা চেপে ধরলেন, আজিজকে কই পাইলা?

নতুন কিছু কিনলেই বেচারার ঘাড়ে গিয়ে উনার সন্দেহটা পড়তো।

এদের মধ্যে ডাকাবুকো ছিল শচীন, দিব্যি আমার রুমে এসে গলাবাজি করে চা-সমুচা খেয়ে ফিরতো। ঝগড়াঝাটিও করতো। তার বস ছিল আমাদের ব্যাচের তছির। কাজেই সেই খুঁটির জোরে একটুও ভয় পেতো না। সেই সময় কর্তামশায়ের বিশাল টাকের জন্য আমাকে সবাই 'বুড়া বিয়ে করেছে' বলে খুব খেপাতো। আর আমিও বেদম চটে যেতাম।

একদিন তছির, শচীন আর কে যেন আমার রুমে এসেছে চা নাশতা খাবে, আড্ডা দেবে এই অভিপ্রায়ে এবং বলা বাহুল্য আমাকে খেপাবেও। প্ল্যান মাফিক শচীন যেই বলেছে, জিকরুর ম্যাডাম বুড়া বিয়ে করেছে!

আর যাবে কই! নিমেষে আমার চেহারা এতোই ভয়ানক হয়ে উঠেছিল যে, তিনজনেই কাজের উছিলা দেখিয়ে কেটে পড়েছিল। রাগ কখনও পুষে রাখি না, কাজেই আমি ভুলেই গেছি সেকথা। তিনদিন পরে দেখি শচীন পর্দার কোণা তুলে উঁকি দিচ্ছে! অবাক হয়ে বললাম, কি ব্যাপার! ভেতরে আসো, উঁকি দিচ্ছো কেন?

সে অনেকক্ষণ আমাকে দেখে নিয়ে বললো, তছির স্যারকে নিয়ে আসি। উনি পাঠালেন, বললেন, যাও দেখে আসো জিকরুরের রাগ কমেছে কিনা! আমরাতো সেদিন চা নাশতা খেতে আসছিলাম। আপনি এতো রেগে যাবেন কে জানতো! চেহারা দেখেই ভয় পেয়ে সবাই পালিয়ে গেছিলাম।

এক এক করে বলতে গেলে মহাভারত হবে। তাই অনেকে বাদ পড়বেন। ত্রয়োদশ ব্যাচের নিজাম। আমি, শচীন আর নিজাম মিলে মাসকমের স্টোর ইনভেস্ট্রিসহ এক কঠিন তদন্ত করে এমন একজনকে দোষী পেয়েছিলাম যে ছিল ওয়ান ইলেভেনের বহুল আলোচিত গিয়াসউদ্দিন মামুনের শ্বশুর। অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। সে কাহিনিতে আর না যাই।

আমার তখন নিজের গাড়ি ছিল না। অফিসের গাড়িই অন পেমেন্টে ব্যবহার করতাম।

প্রতি মাইল এক টাকা, প্রতিঘন্টা এক টাকা হিসেবে। মাসে মাসে বিল দেই কিন্তু চালানের কপি রাখতাম না। অফিসই তো রাখবে। নিজাম যোগ দিয়েই আমার নামে তিন হাজার টাকার বকেয়া বিল নিয়ে এলো। পে করে দিলাম, কিন্তু বললাম আমিতো মাসে মাসেই বিল দেই। সে বলে কপি দেখান! কপিতো নাই! সেই সময় তিন হাজার মানে অনেক টাকা। নিজামের সন্দেহ হল। ফাইল ঘেঁটে সব কপি উদ্ধার করে একদিন এসে বলছে, ম্যাডাম, আপনিতো ডবল পেমেন্ট করেছেন!

সরকারি খাতে টাকা জমা দিয়ে ফেরত দাবি করার আইন নাই। সেই থেকে নিজামও অদ্ভুত চোখে দেখতো আমাকে। এই নিজামই যখন সেন্সর বোর্ডের প্রধান, তখন আমার পেনশনের জন্য একটা কি কাগজের দরকার হতে রকেটের বেগে করে দিয়ে বলেছিল, ম্যাডাম, আমরা আপনাকে কত পছন্দ করি তা তো জানেন না।

ওদের ব্যাচে ছিল নাজনীন, চামান, আর মাসুদা। বহুদিন পর্যন্ত আমার সামনে ভিজে বেড়াল সেজে থাকতো, জানতামই না এগুলো পাজির পা ঝাড়া আর হাহাহিহিতে ওস্তাদ! একদিন কি কাজে এসেছে, বললাম, অমুকের কাছে যাও, সেই করে দিতে পারবে।

মাসুদা একপলক তাকিয়ে বললো, স্যারের কাছে যেতে বলছেন?

ওমনি চামান ভ্যাক করে হেসে ফেলেছে, হাসি সংক্রামক, কাজেই মাসুদাও হাসতে শুরু করেছে। আমিতো কিছুই বুঝতে পারিনি। ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছি, বোঝার চেষ্টা করছি হাসে কেন!

তখন মাসুদা বললো, প্লিজ ম্যাডাম, আমরা যে স্যারকে 'ষাঁড়' বলি বলে দিবেন না। এমনিই ঠাট্টা করে বলি, কোনোকিছু মিন করে নয়!

তখন বুঝতে পেরে আমার কুখ্যাত হাসি শুরু হয়ে গেছে, আসলে না বললে বুঝতেই পারতাম না! আমি ষাঁড়কে স্যারই শুনেছিলাম। ঐ যে আইস ব্রেকিং হয়েছিল, তার জেরে আমরা পরে অনেক কাছাকাছি চলে আসি। যদিও পাজিগুলো হাহাহিহির মধ্যেও সিনিয়র জুনিয়রটা খুব ভালো করেই মেইনটেইন করতো।

অনেকের কথা বলা হলো না। আজ দশ সেপ্টেম্বর রাত ন'টায় তাড়াহুড়ো করে ইয়াকুবের চাপে বাধ্য হয়ে লিখতে বসেছি। আজকাল কোথাও লেখা দেই না। দোষত্রুটির জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

(বিসিএস তথ্য ক্যাডারের '৮২ ব্যাচের কর্মকর্তা জিকরুর রেজা খানম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব)

ঢাকার প্রথম যুগের সংবাদপত্র

মোহাম্মদ হাননান

কলকাতা থেকে ১৭৮০ সালে *বেঙ্গল গেজেট* নামে বাংলাদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এটা শুধু বাংলাদেশেরই প্রথম সংবাদপত্র ছিল না, বরং গোটা ভারতীয় উপমহাদেশেই *বেঙ্গল গেজেট* ছিল প্রথম সংবাদপত্র। জেমস অগাস্টাস হিকি ছিলেন এর সম্পাদক-প্রকাশক দুটোই। কিন্তু হিকি ছিলেন অবাঙালি এবং বিদেশিও, পত্রিকাটিও ছিল বিদেশি ভাষায় - ইংরেজিতে।

বাঙালিদের দ্বারা বাংলা ভাষায় পত্রিকা বের হতে আরো ৩৬ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যতক্ষণ না ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের *বাঙ্গাল গেজেট* প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি সম্পাদক-প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এ বছর প্রথম বাংলা ভাষায় এই *বাঙ্গাল গেজেট* নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

এরপর বাংলা ভাষায় অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। ১৮১৮ সালে *দিগদর্শন*, *সমাচার দর্পণ* ইত্যাদি অনেক পত্রিকাই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায়, এগুলো ঠিক তা ছিল না। গবেষক ও পণ্ডিত আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'সমাচার দর্পণে'র একটি অঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার। ফলে অনিবার্যভাবে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম সম্পর্কে কিছু নিন্দার কথাও পত্রস্থ করতেন'। [আনিসুজ্জামান : *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ২৩]।

ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র

ঢাকার প্রথম পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়ে বের হয়নি। একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক *দ্য ঢাকা নিউজ* ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৬ সালের ২৬শে এপ্রিল আলেকজন্ডার ফর্বেসের সম্পদনায় এটি প্রকাশিত হয়। তাই বলা যায়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হলেও *ঢাকা নিউজ* বাঙালির ছিল না, ভাষায় নয়, সম্পাদনায়ও নয়, এমনকি আদর্শেও নয়। মূলত বাংলার অত্যাচারী নীলকরদের পত্রিকা ছিল *ঢাকা নিউজ*।

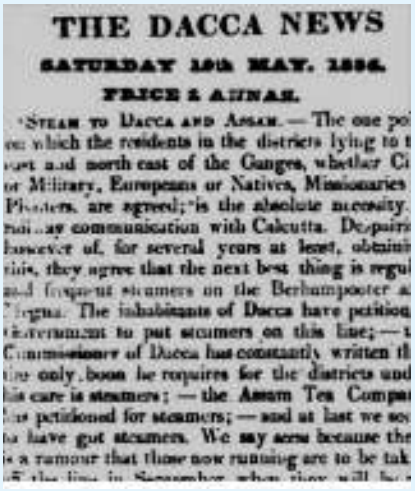

THE DACCA NEWS

SATURDAY ... MAY. ...

PRICE 2 ANNAS.

STEAM TO DACCA AND ASSAM.—The one poi... on which the residents in the districts lying to t... east and north east of the Ganges, whether Ci... or Military, Europeans or Natives, Missionaries ... Planters, are agreed; is the absolute necessity ... railway communication with Calcutta. Despairi... however of, for several years at least, obtaini... this, they agree that the next best thing is regul... and frequent steamers on the Berhampooter a... Megna. The inhabitants of Dacca have petition... Government to put steamers on this line;—t... Commissioner of Dacca has constantly written th... the only boon he requires for the districts und... his care is steamers;—the Assam Tea Compa... has petitioned for steamers;—and at last we se... to have got steamers. We say seem because the... is a rumour that those now running are to be tak...

ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলেছেন, 'ঢাকা নিউজ শুধু ঢাকার প্রথম সংবাদপত্রই নয়, পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিকও বটে'। [মুনতাসীর মামুন: *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, (ষষ্ঠখণ্ড) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা ৩]।

ঢাকার প্রথম পত্রিকা : *কবিতাকুসুমাবলী*

সংবাদপত্র নিয়ে প্রথম যুগে কলকাতায় এত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে অথচ ঢাকা তখনো ঘুমিয়ে। কলকাতায় ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের *বাঙ্গাল গেজেট* প্রকাশের ৪৪ বছর (প্রায় অর্ধ-শতক) পর ১৮৬০ সালের মে মাসে ঢাকা থেকে প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হল। পত্রিকার নাম *কবিতাকুসুমাবলী*, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক হরিশচন্দ্র মিত্র ছিলেন প্রকাশক। এ দুজনেই ছিলেন তৎকালীন ঢাকার বিশিষ্টি বুদ্ধিজীবী, কবি এবং লেখক।

তবে ঢাকার প্রথম পত্রিকা 'সংবাদপত্র' হয়নি, *কবিতাকুসুমাবলী* ছিল একটি সাহিত্য সাময়িকী। ইতিহাসবিদ মুনতাসির মামুন পত্রিকাটিকে 'ঢাকার প্রথম কবিতাপত্র' বলে উল্লেখ করেছেন, আর এটার প্রকাশনা '১৮৬১ সাল' বলেছেন। [মুনতাসির মামুন : *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭]। কবিতাই ছিল এর মুখ্য প্রকাশনা। ফারসি কবি হাফিজ ছিলেন ঢাকার সে যুগের কবিদের আদর্শ। তবে তৃতীয় সংখ্যা থেকে *কবিতাকুসুমাবলী*তে গদ্য রচনাও প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত *সংবাদ প্রভাকর* নামক ইতিহাস সৃষ্টিকারী পত্রিকা। ইতিহাসবিদদের মত হল এই যে, *সংবাদপ্রভাকর*-এর 'শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী' ছিল ঢাকার *কবিতাকুসুমাবলী*। [*বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস*, সীমা মোসলেম ও অন্যান্য, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৪]।

ঢাকার প্রথম পত্রিকা নিয়ে বিতর্ক : *যুবক সূচন*

তবে ইতিহাসবিদরা জানিয়েছেন, ঢাকায় *কবিতাকুসুমাবলী* প্রকাশের অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে *যুবক-সূচন* নামে একটি পত্রিকা। এটি প্রকাশিত হয় ১৮০৯ সালে। পত্রিকা না বলে এটাকে একটা সংকলন–স্মরণিকাই বলা যেতে পারে। শ্রীহট্ট সূচন সমিতি এ পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। ঢাকায় তখন টেম্পারেন্স সোসাইটি নামে একটি সংগঠন কাজ করত, তাদেরই মাসিক মুখপত্র ছিল *যুবক-সূচন*। [সীমা মোসলেম ও অন্যান্য : *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭]।

যদি এ তথ্য সঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে, কলকাতায় নয়, ঢাকাতেই প্রথম বাংলা ভাষায় বাঙালির সম্পাদনায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতায় বাঙালির সম্পাদনায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের *বাঙ্গাল গেজেট*। তাহলে তারও সাত বছর আগে ঢাকা থেকে *যুবক-সূচন* নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে গেছে। পরে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *কবিতাকুসুমাবলী*,

সুতরাং ঢাকার প্রথম সংকলনের নাম *যুবক-সূচন*। এটা ঢাকা-কলকাতা মিলিয়ে অবিভক্ত বাংলায় বাংলা ভাষায় এবং বাঙালির সম্পাদনায় প্রথম পত্রিকা।

কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ইতিহাস রচনায় *যুবক-সূচন*-এর কথা স্থান পায়নি। *যুবক-সূচন*কে স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার ইতিহাস পাল্টে যাবে। আর সে ইতিহাসটা হল, ১৮০৯ সাল থেকেই বাংলা পত্রিকার ইতিহাসের শুরু এবং সেটা ঘটেছিল ঢাকা থেকেই।

পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র : *মনোরঞ্জিকা*

ঢাকার প্রথম সাময়িকপত্র হিসেবে অনেকে *মনোরঞ্জিকা*র নাম উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যটি জানিয়েছে, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রকাশিত *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস* (২০১৫ মুদ্রণ)। কিন্তু এর মধ্যে আমরা দেখেছি, ১৮০৯ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে মাসিক *যুবক-সূচন* এবং ১৮৬০ সালের মে মাসে আরেকটি মাসিক পত্রিকা *কবিতাকুসুমাবলী*। আর ১৮৬০ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছে এ *মনোরঞ্জিকা* নামক মাসিক সাময়িকী। ঢাকা শহরের বাংলাবাজারে অবস্থিত 'ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয়' (প্রেসের নাম) থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এ মাসিক পত্রিকা *মনোরঞ্জিকা*। *সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান* (প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৪) লিখেছে, পত্রিকাটির নাম ছিল *অবকাশরঞ্জিকা*। এ পত্রিকাটির প্রকাশের পেছনেও ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সোমপ্রকাশ* সাময়িকীর একটি সংখ্যায় এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। *সোমপ্রকাশ* লিখেছে :

বর্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয় হইতে 'মনোরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবক সম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। [*সোমপ্রকাশ*, কলকাতা, ২রা জুলাই ১৮৬০]।

অতএব, *মনোরঞ্জিকা* ঢাকা থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সাময়িক পত্রিকা। *যুবক-সূচন* অথবা *কবিতাকুসুমাবলী*র পর *মনোরঞ্জিকা* ঢাকার তৃতীয় সাময়িকী কিংবা *কবিতাকুসুমাবলী*র পর *মনোরঞ্জিকা* ঢাকার দ্বিতীয় সাময়িকপত্র। ইতিহাসবিদ মুনতাসির মামুন বলেছেন, 'পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র মাসিক মনোরঞ্জিকা।... ১২৬৭ (বাংলা) সনের শেষার্ধে নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে মাসিক *মনোরঞ্জিকা* উঠিয়া যায়'। [মুনতাসির মামুন : *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা এগার]।

***নবব্যবহার সংহিতা* : আইন বিষয়ে প্রথম পত্রিকা**

ঢাকায় ১৮৬০ সাল ছিল পত্রিকা প্রকাশনার বছর। এ বছর আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় *নবব্যবহার সংহিতা* নামে কিছুটা জমি-জমা, কিছুটা দেওয়ানী আইন বিষয়ক একটি পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র ভৌমিক। তিনি সদর আমীন আদালতে একজন আইনজীবী ছিলেন। সরকার আইন বিষয়ে যেসব বিজ্ঞাপন জারি করতেন,

রামচন্দ্র ভৌমিক তা গেজেট থেকে অনুবাদ করে তাঁর প্রকাশিত *নবব্যবহার সংহিতা*'য় প্রকাশ করতেন। তাঁর অনূদিত এসব বিষয় যাতে কেউ নকল না করে তার জন্য তিনি কলকাতার *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিলেন। এ বিজ্ঞপ্তি থেকেই তাঁর প্রকাশিত *নবব্যবহার সংহিতা*'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ জানা যায়। সরাসরি আইন বিষয়ক না হলেও আইন-আদালতের প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে প্রকাশিত ছিল বলে *নবব্যবহার সংহিতা*কে আমরা ঢাকার প্রথম আইন বিষয়ক পত্রিকার মর্যাদা দিতে পারি।

ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র : *ঢাকা প্রকাশ*

ঢাকাপ্রকাশ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছিল। এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা থেকে সমগ্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এর এক শ দশ বছর পূর্বে ১৮৬১ সালের ৭ই মার্চে ঢাকার ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা ঘটেছিল। এদিন ঢাকা থেকে *ঢাকা প্রকাশ* নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, যা গুণ ও মানে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে তার বিশেষ স্থানকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। ইতিহাসবিদ মুনতাসির মামুন *ঢাকা প্রকাশ* সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, উনিশ শতকে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ থেকে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল তার মধ্যে অন্যতম। শুধু তাই নয়, 'ঢাকা প্রকাশ' ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। আরো উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে 'ঢাকা প্রকাশ'-এর মতো এত দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে আর কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। উনিশ শতকের ষাট দশকে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি টিকে ছিল প্রায় একশো বছর –এ শতকের ষাট দশক পর্যন্ত। এ ছাড়া গ্রাহক সংখ্যাকে যদি আমরা জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হিসেবে ধরি তা হলেও দেখব 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল ঐ সময়ের একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র। পত্রিকা প্রকাশের পরে এর প্রচার সংখ্যা ছিল আড়াইশো এবং নব্বই দশকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আন্দোলনের সময় এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজারে। সরকারও গুরুত্ব দিতেন 'ঢাকা প্রকাশ'কে। উনিশ শতকে 'রিপোর্ট অন নেটিভ পেপার্স'-এ, পূর্ববঙ্গের পত্র-পত্রিকার মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই *ঢাকা প্রকাশ* -এর সংবাদ বা মতামত সংকলিত হত। [মুনতাসির মামুন : *উনিশ শতকে বাংলাদেশের*

সংবাদ সাময়িকপত্র, খণ্ড ৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা দশ]।

ইতিহাসবিদরা মন্তব্য করেছেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশ*, কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার অনুকরণে হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রকাশিত *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস*, (ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৯১) –গ্রন্থে এ মন্তব্য করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে *ঢাকা প্রকাশ* নামক সংবাদপত্রটি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট প্রকাশনা। প্রথম সম্পাদক ছিলেন ঢাকার নর্মাল স্কুলের বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বুদ্ধিজীবী ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার [১৮৬৪-১৯০৭]। সে সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকাগুলোতে বিষয়-বৈচিত্র্য বিশেষ ছিল না। রাজ-রাজাদের খবরা-খবর, ধর্ম বিতর্ক ইত্যাদি নিয়েই কলকাতার পত্রিকাগুলো সময় কাটিয়েছে বেশি। কিন্তু *ঢাকা প্রকাশ* ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শের হয়েও তৎকালীন দেশীয় রাজনৈতিক সংবাদ ও আলোচনাকে এড়িয়ে যায়নি। সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর ছাড়াও কুসংস্কার নিরসন, ভাষা ব্যবহার বিতর্ক, পরীক্ষায় নকল, এমনকি খাজা-নবাবদের দান-প্রতিদান নিয়েও নানা মন্তব্য করতে পিছপা হয়নি কখনো *ঢাকা প্রকাশ*। বিশেষ করে ইংরেজ-নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনির খবর লাগাতার পরিবেশন করে গেছে পত্রিকাটি। দীনবন্ধু মিত্র তখন ঢাকায় ছিলেন, তাঁর ঐতিহাসিক *নীলদর্পণ* নাটকটি লেখার অনুপ্রেরণা ও মাল-মশলা তিনি *ঢাকা প্রকাশ*-এর সংবাদাবলি থেকেই পেয়েছিলেন এবং বিখ্যাত *নীলদর্পণ* নাটকটি প্রকাশিতও হয়েছিল ঢাকা থেকে।

শুধু নীলকর-জমিদার নয়, ঢাকার খাজা-নবাবদের পূর্ব পুরুষ খাজা আবদুল গণিকেও 'খোঁচা' দিতে *ঢাকা প্রকাশ* কার্পণ্য করেনি। খাজা সাহেবের একটি স্কুল নির্মাণের সংবাদ শুনে *ঢাকা প্রকাশ* মন্তব্য করে যে, মুসলিম এ ধনী ব্যক্তি খাজা সাহেব তো ঢাকায় একটি কলেজই নির্মাণ করতে পারতেন :

আমরা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম, শ্রীযুক্ত খাজা আবদুল গনি মিয়া একটা অবৈতনিক ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এতদ্বারা নির্দ্ধারণ ও উপায়হীন বালকগণের বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। খাজা আবদুল গনি একজন প্রধান ধনাঢ্য। কিন্তু ঢাকার উন্নতি সাধনার্থ তিনি এই প্রথম সচেষ্ট হইলেন। মনে করিলে খাজা আবদুল গনি অনায়াসে একটি কলেজ সংস্থাপন করিতে পারেন, এরূপ স্থলে তিনি যে এতদিন একটি সামান্য বিদ্যালয় সংস্থাপনেও নিতান্ত উদাসীন রহিয়াছিলেন অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। যাহা হউক এখন মিয়া সাহেবের নিকট বক্তব্য এই, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তৎপ্রতি যেন তাহার বিশেষ সুদৃষ্টি থাকে। [*ঢাকা প্রকাশ*, ৯ জুলাই, ১৮৬৩]।

ঢাকায় থেকে ঢাকার এমন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখতে *ঢাকা প্রকাশ* ভয় পায়নি। খাজাদের কাছে *ঢাকা প্রকাশ*-এর এ নিবেদন ১৮৬৩ সালের, তখন যদিও ঢাকা কলেজ (১৮৪৩ সালে) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঢাকার তৎকালীন প্রাণকেন্দ্র বর্তমান 'পুরনো ঢাকায়' তখনো কোনো কলেজ ছিল না। বর্তমান পুরনো ঢাকায় জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। তাই *ঢাকা প্রকাশ* পুরনো ঢাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য খাজা আবদুল গনির কাছে নিবেদন করেছিল। এভাবে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং তা প্রতিপালনের দিকেও *ঢাকা প্রকাশ* লক্ষ্য রেখেছিল।

ঢাকার প্রথম মুসলিম সাংবাদিক ও সম্পাদক

বাংলাদেশের মুসলমানরা ইউরোপীয় স্টাইলের সাংবাদিকতায় যোগদান করেছিল অনেক পরে। ১৮১৬ সালে প্রথম বাঙালি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য *বাঙ্গাল গেজেট* নামক পত্রিকা প্রকাশ করে ইতিহাসে নাম লেখান। তারও অনেক পরে ১৮৩১ সালের ৭ই মার্চ মুসলিম সাংবাদিক মৌলভী শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল *সমাচার সভারাজেন্দ্র* নামক পত্রিকা। এটা ছিল মুসলিম সমাজ সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা। কিন্তু ঢাকায় তখনো কোনো সাংবাদিকতা শুরু হয়নি বা সংবাদপত্রও প্রকাশ হয়নি। ফলে মুসলিম কেন, হিন্দু বাঙালিরও ঢাকায় সাংবাদিকতায় আসা বিলম্ব ঘটেছে। ঢাকায় ১৮৬০ সালে প্রথম পত্রিকা *কবিতাকুসুমাবলী* প্রকাশিত হল। কিন্তু এখানে কোনো মুসলিম সাংবাদিক বা সংবাদপত্র ব্যবস্থাপক-প্রকাশকের নাম পাওয়া যায় না। ১৮৬১ সালের ৭ই মার্চ যখন *ঢাকা প্রকাশ* ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়ে বের হল, তখন প্রথমবারের মতো একজন মুসলিম সাংবাদিক ইতিহাসে স্থান করে নিলেন। তিনি মৌলভী আবদুল করিম। বৃহত্তর ঢাকার মানিকগঞ্জের এলাচিপুর গ্রামে ছিল তাঁর জন্মস্থান। ঢাকাবাসী ছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম ঢাকার মুসলিম সাংবাদিক।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমাকে আমরা সংবাদ জগতে আরো নানাভাবে অগ্রগামী দেখতে পাই। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় শহরের বাইরে গ্রাম ও তৃণমূল পর্যায়ে যে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র প্রকাশের উদযোগ দেখা যায়, তাতে মানিকগঞ্জের পারিল গ্রাম থেকে প্রকাশিত *পারিল বার্ত্তাবহ* ছিল অন্যতম। একজন মুসলমান সম্পাদকের সম্পাদনায় তা প্রকাশিত হয়েছিল, নাম আনিছউদ্দীন আহম্মদ। আনিছউদ্দীন আহম্মদ ঢাকার প্রথম মুসলিম সম্পাদক।

(ড. মোহাম্মদ হাননান, লেখক ও গবেষক; বিসিএস তথ্য সার্ভিসের ৮৪ ব্যাচের সাবেক কর্মকর্তা)

Ranjit Biswas: A Tribute

Helal Uddin Ahmed

"All under heaven shall return to the Tao,

As brooks and streams flow home to the sea.

Returning is the route of the Tao,

Yielding is the way of the Tao.

Ten thousand things are born of Being,

And Being is born of Non-Being".

- ***Laozi**, in **Tao Te Ching** (6th Century BC, in China)*

One of the most illustrious members of BCS Information Cadre and renowned sports writer cum satirist Ranjit Kumar Biswas (retired senior secretary of Ministry of Cultural Affairs, GOB) left us all of a sudden in the month of June 2016. His tragic demise due to a cardiac arrest while staying at Chattogram Circuit House on 23 June evening came to me as a bolt from the blue. He had been around me for the previous 30 years, especially since my joining the Press Information Department back in January 1991. Even before joining government service, I was familiar with his name as an outstanding sports writer; we both contributed to the fortnightly 'Sports World' ('Krira Jagat') brought out by the National Sports Council and edited by legendary sports journalists Towfique Aziz Khan and Ataul Haque

Mullick during the late 1970s and early 1980s. Always kind, courteous, gentle and affectionate towards his friends and colleagues, Ranjit'da was an extraordinary storehouse of knowledge, humour, wit and compassion.

Tragedies chased him throughout his life. He lost his father while still a child; then his mother committed suicide after his marriage. He lost his only son while he was still a teenager, dying a premature death after causing him immense suffering by leaving for the wilderness. His only daughter's first marriage also broke up early; and finally he was critically wounded in a road accident at Natore around two and a half years before his death, which left him almost crippled.

But he was a great fighter. Like a phoenix rising from the ashes, he bounced back to the literary cum cultural scene of the country, and also returned to his commendable role as a top bureaucrat very soon. Even after his retirement in the middle of 2015, he had been maintaining a heightened presence in the cultural cum literary arenas of the country as well as in the print and electronic media. In my reckoning, he was one of the most gifted satirist cum humorist this country has ever produced, excelling in both the oral and written traditions. But unfortunately he never got any official recognition in the area, including the Bangla Academy award for literature, although much lesser mortals appear to have got it. And he was also an acclaimed linguist and quite unparalleled as a sports writer, especially on Cricket.

He showed keen interest in other games as well, including Football, Hockey, Tennis, Chess and even Billiard and Snooker. As a colleague, I found him to be an exceptional translator who excelled in both Bangla and English. He showed his extraordinary talent in writing essays, columns, fiction, satires and humorous pieces. Though he did not write poetry regularly, he certainly showed his poetic flair as reflected in the not many poems that he wrote. The following is a sample titled 'Grateful and Gleeful' that he wrote for Bangladesh Quarterly back in June 2001 Ñ while claiming himself to be a 'Journeyman' after returning home from a visit to Scotland:

Beaches all under the sun I cannot visit

Ladies all loveable I cannot meet

Castles all in the world I cannot see

For I know not when to flee;

Beauties all picturesque I cannot feel

For my seconds and fractions are on the wheel;

Exquisite everything I cannot taste

For the mundane journey is on haste,

Virginity of all rivers I cannot touch

Who am I to conquer that much?

Shan't be able to hear every tune

For subjection and surrender to fate and fortune.

But grateful and happy to heart's content I am

Showing the teardrops rolling down

My cheek a big damn,

Glad I am buoyant and happy

Like an ever wondering baby in the nappy.

Ranjit Biswas was also a trendsetter in the civil service. He used to maintain an air of informality while dealing with his colleagues, but was quite meticulous and thorough in his desk-work, always putting the interest of his country and people above everything else. While serving as the secretary in charge of the Ministries of Social Welfare and Cultural Affairs between 2010 and 2015, he left an indelible impression on his juniors. His doors were always open for them and none suffered any misbehaviour during his five-year stint at the top. One of his juniors told me, he used to tell them to come with a smile in the morning and also to leave with that same smile on their faces in the afternoon. He did everything in his power, including applying his unique sense of wit and humour, to facilitate that.

I remember, when our panel won the service association election back in 1998, he jokingly remarked in Bangla that we were 'Nirjatita' (tortured), instead of being 'Nirbachita' (elected). He was one of the most eloquent public speakers I ever met, and his humorous pieces for the magazine program 'Uttaran' of Bangladesh Betar during the late 1990s and early 2000s had a huge following. Whenever I went to his office, he used to force me to share his lunch (in his words 'lunchita' Ñ 'harassment' when translated into English) with me just like my elder brother. Whenever I met him, it was he who always greeted me first with the affectionate words: 'Helal, Bhalo'? There was no exception to this loving utterance throughout our acquaintance, which continued even after his crippling accident. For me, his enduring legacy will be the advice: 'Even in danger, try to enjoy'. I shall never forget this advice as long as I am alive. Adieu Ranjid'da Ñ God willing, hope to see you again on the other side of the rainbow.

(Dr. Helal Uddin Ahmed, a member of BCS '84 batch, is a retired Additional Secretary, former Editorial Consultant of *The Financial Express*, and currently a Consultant of Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম- এক নিবেদিতপ্রাণ তথ্যকর্মী

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

একজন সাধারণ তথ্যকর্মী থেকে সরকারের তথ্যমন্ত্রী হওয়ার এক আসাধারণ কর্মজীবনের অধিকারী ছিলেন সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম। কর্মজীবনে যিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ও লে. জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে সামরিক সরকারের সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন করলেও কখনো প্রগতিশীল চিন্তা আর লেখনি থেকে বিচ্যুত হননি।

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম ১৯২৫ সালের ১ জুন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন, ১৯৪৪ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন।

নাজমুদ্দীন হাশেম সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষাজীবন শেষে প্রথমে কলকাতায়, পরে ঢাকায় সাংবাদিকতা করেন। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি রেডিও পাকিস্তানের নিউজএডিটর ও ব্রডকাস্টার (১৯৪৮-১৯৬২) এবং পাকিস্তান শিল্পউন্নয়ন ব্যাংকের মুখ্য জনসংযোগ কর্মকর্তা (১৯৬২-১৯৬৬) হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিসার্চ ও রিকনস্ট্রাকশন-এর উপপরিচালক (১৯৬৬-১৯৬৮), পাকিস্তান কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক (১৯৭০-১৯৭২) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। নাজমুদ্দীন হাশেমের যোগাযোগ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তাকে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (বিএনআর) এর দায়িত্ব দেন। বাঙালির মগজ ধোলাইয়ের জন্য গঠিত হয়েছিল এ প্রতিষ্ঠানটি। আইয়ুব খানের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে কিছুদিন পর তিনি নিজের প্রচেষ্টায় প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসে বদলি হয়ে যান।

১৯৭০ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি যোগ দেন বাংলাদেশ পরিষদে। পরবর্তীতে নাজমুদ্দীন হাশেম তথ্য সার্ভিসে আত্মীকৃত হন এবং চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন দাপ্তরিক কাজে ১৯৭৪ সালে একদিন গণভবনে যান। বঙ্গবন্ধু হঠাৎ দেখেও তাকে চিনে ফেলেন এবং কোথায় আছেন তা জানার পর তাঁকে বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের মহাপরিচালকের দায়িত্ব দেন। এ অনুবিভাগটির অফিস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত হলেও প্রশাসনিকভাবে কখনো পররাষ্ট্র কখনো তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। এরই মধ্যে ঘটে যায় ৭৫ এর মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত নাজমুদ্দীন হাশেম বহিঃপ্রচার অনুবিভাগে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে তিনি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার নিযুক্ত হন। তাঁর জনসংযোগ দক্ষতা, বাগ্মিতা ও ক্ষুরধার লেখনির পরিচয় জেনে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালে সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমকে দেশে ফিরিয়ে এনে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি এরশাদের মন্ত্রিসভায় তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তবে কর্মজীবনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করলেও সাংবাদিকতার সাথে তাঁর ছিল সার্বক্ষণিক সম্পর্ক। এ সম্পর্কে বন্ধু সহকর্মী ড. মোহাম্মদ হাননান তাঁর এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন "... তিনি সুযোগ পেলেই সাংবাদিকতার জগতে বারবার প্রবেশ করেছেন। প্রথম জীবনে ১৯৪৬ সালে কলকাতার *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় কাজ করে এ পেশায় হাতেখড়ি হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে তিনি *দৈনিক আজাদ* এর বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে চট্টগ্রামে কাজ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে একটি ইংরেজি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক ইংরেজি পত্রিকা পাক্ষিক *ডায়ালগ* এ কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এভাবে তিনি দীর্ঘদিন তথ্য জগতেই বিচরণ করেছেন।"

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থ *বন্দীশালা পাকিস্তান* (১৯৯৪), *অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায় : স্মৃতিপটে শেখ মুজিব ও অন্যান্য* (১৯৯৬), *সমুদ্যত দৈব দুর্বিপাকে* (১৯৯৯), *The Devotee, the Combatant: Selected Poems of Shamsur Rahman (2000).*

বাংলাদেশে ইংরেজি সাংবাদিকতার জগতে সৈয়দ বদরুল আহসানের নাম সর্বজনবিদিত। গত ১৬ জুলাই সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'A conversation on Syed Najmuddin Hashim' শিরোনামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় এ ব্যাক্তি সম্পর্কে নিজ জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বর্ণনা করছেন বিচিত্র সব ঘটনা। তিনি বলেছেন :

> "...Hashim bhai and I travelled to Kathmandu for a South Asian media seminar in May 1994. It was a visit that gave me not only my very first opportunity to interact with fellow media practitioners from South Asia but also, and more importantly, a precious chance to get properly acquainted with Hashim bhai.."

আইয়ুব খানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *Friends Not Masters* এর নেপথ্য লেখক হিসেবে কেউ কেউ সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমকে ইঙ্গিত করেন এ বিষয়টি তিনি হাশেমের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন। নাজমুদ্দীন হাশেম জানান, পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আলতাফ গওহর, যিনি ছিলেন তাঁর সিনিয়র সহকর্মী, একদিন এক বান্ডিল কাগজ তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন এটি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের লেখা পাণ্ডুলিপি- এটি দেখে দিতে হবে। সচিব মহোদয়ের অনুরোধ তিনি ফেলতে পারেননি। পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা শেষে তা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দিন আলতাফ গওহর নাজমুদ্দীন হাশেমকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। চা খেতে খেতে খুব মনোযোগ দিয়ে সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটি প্রেসিডেন্ট দেখছিলেন। আলতাফ গওহরকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ না তুলেই পাণ্ডুলিপিটি কে সম্পাদনা করেছে তা জানতে চান আইয়ুব খান। আলতাফ গওহর জানান যে, সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম সম্পাদনা করেছেন। প্রেসিডেন্ট মুখ তুলে তাকালেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনার কাজটি করার জন্যও নাজমুদ্দীন হাশেমকে দায়িত্ব দেন। এই হচ্ছে *Friends Not Masters* গ্রন্থে সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের সংশ্লিষ্টতা।

নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণের এক পর্যায়ে বদরুল আহসান বলেন, স্বাধীনতার পর হাশেম ভাই দেশে ফিরে আসায় বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হয়েছিলেন এবং এক পর্যায়ে বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। লিখিত আদেশ ছাড়া যোগদান সম্ভব হবে না জানানোর পর বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে লেখা একটি আদেশ দেন। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দাপ্তরিক নির্দেশ চাওয়ায় তিনি পুনরায় বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে বিষয়টি অবহিত করলে দাপ্তরিক আদেশ জারি হয় এবং সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম যোগদান করেন।

একজন সাধারণ তথ্যকর্মী থেকে তথ্যমন্ত্রী হওয়ার এই উত্থানপর্ব ছিল নাজমুদ্দীন হাশেমের নিষ্ঠা, বাগ্মিতা, ক্ষুরধার লেখনী ও কর্মস্পৃহার ফলশ্রুতি। তাঁর যোগ্যতা আর দক্ষতাই তাকে সব সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। সরকারি -বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বও পালন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তবে এসবের চাইতেও বড় কথা তাঁর পঠন-পাঠনের ব্যাপ্তি, প্রখর শিল্পবোধ এবং ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই স্বচ্ছ গদ্য রচনায় অনুপম দক্ষতা। প্রথিতযশা এই সাংবাদিক, আমলা, কূটনীতিক ও লেখক নাজমুদ্দীন হাশেম ১৯৯৯ সালের ১৮ জুলাই ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্য সার্ভিসের সদস্য হিসেবে আমরা গর্বিত যে, সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম আমাদের অগ্রজ ছিলেন।

(মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বিসিএস তথ্য সার্ভিসের ১৯৮৪ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। *দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু*, *মেধাসম্পদ : সুরক্ষার প্রয়োজন ও পদ্ধতি*, *তোমার গ্রামে আমার শহর* এবং *করোনাকালে শিশুশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা* গ্রন্থের রচয়িতা)

Govt's steps to ensure Freedom of Media in Bangladesh

Md. Saifullah

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh guarantees freedom of thought and conscience and of speech as fundamental rights. The present democratic government led by Prime Minister Sheikh Hasina firmly believes in freedom of press, as the fourth estate after executive, legislature and

judiciary to run the state-craft. Article 39 of the Constitution of Bangladesh lays emphasis on the freedom of press and uninterrupted flow of information excepting issues relating to sovereignty and integrity of the state. Following the spirit of the Constitution, the government provides all-out support to the media and thus upholds freedom of expression of opinion in the society.

The present government is firmly determined to uphold the freedom of press as envisaged in the Constitution of Bangladesh. Accordingly, the government of Prime Minister Sheikh Hasina just after assuming office in 2009 enacted laws and rules on 'Right To Information'-RTI and instituted the Information Commission. The government officials are now bound to provide information to the newsmen within the timeframe stipulated in the law which is playing a vital role in maintaining transparency and accountability in running the government. Following RTI, there are assigned officials at each and every office to provide information to media people and others as they need. The number of such officials at the public and private offices all over the country is 42,254. Under the law, 119,831 individuals were served with the information as per their demand across the country during July, 2009 to December, 2020. The law has been proved so useful that the Information Commission has to dispose of 2218 cases relating to RTI out of 2315 accepted for hearing since its inception. Punitive actions have been taken in such 62 cases. Many government officials have been punished for their negligence or failure in co-operating with the media people as per the RTI rules. The power of arresting journalists without court-warrant under the Special Power Act has been ceased. The journalists in the country are now working without any fear. Stringent measures have been taken against the incident of attacks on journalists and bloggers by the vested quarters and militants. Such attacks on media people have drastically come down due to the government's instant action of zero

tolerance policy. The Press Council is working to resolve the disputes among the stakeholders of the media.

Newspaper owners can import tax-free newsprint and other printing materials from abroad. On the other hand, they are bound by law to offer their journalists a salary package recommended by the wage board constituted by the representatives from the government, journalists and the owners. The government has already announced the 9th Wage Board Award. The government is also contemplating to include journalists, camera-persons and other related support service people serving with the private TV channels in the wage board. Imposing ban on airing commercial ads on the downlinked foreign satellite TV channels and control on the digital contents uploaded in the social media greatly help in flourishment of the local media. Income from the government ads and supplements also help them.

Digital Bangladesh Programme being implemented by the government has reinforced media to a great extent. County-wide availability of electricity, high speed internet, mobile phones, computers, laptops, television channels help access information at the touch of the finger. The present democratic government is providing policy support by framing various laws and regulations. Right to Information Act 2009, Cable Television Network Operation and Licensing Regulation 2010, Private FM Radio Centre Installation and Operation Policy 2010, National Broadcasting Policy 2014, Bangladesh Journalists Welfare Trust Law 2014, and National Online Mass Media Policy 2017 (amended in 2020) are very much mentionable. To make media more pro-people, the Ministry of Information and Broadcasting following National Online Mass Media Policy so far approved 85 online news portals and online news versions of 92 established newspapers of the country. Registration of the approved online news services is going on under the supervision of Press Information Department. More online news media outlets would be approved soon. The government has a plan to develop a new agency named 'National Broadcasting Authority' which would ultimately oversee the online media.

With the support of the media-friendly policy of the government, a huge number of newspapers are being published in the country. According to information received from the Department of Films and Publications, there are over 700 enlisted newspapers in the country. Out of all these, 560 are dailies, of which 255 are being published from the capital Dhaka. Electronic media has taken a big leap forward with the Digital Bangladesh Programme. Along with state-run TV and Radio, the government has provided licences to 45 private TV channels, 27 FM radio and 31 community radio stations. As per official data, 31 TV channels, 22 FM and 17 community radio stations are now on air and the rest are taking preparation for launching.

Launching Bangabandhu Satellite-1 has strengthened the media arena in the country. All the TV channels of the country are being transmitted through Bangabandhu Satellite-1 at a subsidised rate. The plan of the government to

launch Bangabandhu Satellite-2 would surely contribute more in this regard. Both the print and electronic media enjoy full freedom in running their activities. Live programmes like talk-shows, discussions, debates in the TV channels are very popular in the country. Noted personalities, politicians, intellectuals, educationists, journalists and even grassroots people regularly participate in these live events and freely express their opinions. They most often go for rampant criticism of the government or of its activities without any censorship. The government never interferes in such free expression of opinions and views. Other electronic media even newspapers taking the advantage of 360-degree strategy also telecast such live participatory programmes. The freedom of expression of opinions and also free flow of information have been strengthened with the widespread use of social media and mobile phones. Presently, about 170 million (17 crore) mobile SIM and 110 million (11 crore) internet users in the country show an immense potentiality of the non-traditional 'neo-media' in the society. Considering its importance, the Ministry of Information and Broadcasting has decided to create its new wing named 'Social Media Wing.'

In true sense, an era of free electronic media began in the country during the first tenure of Sheikh Hasina's government beginning in 1996 with the approval of the private TV channels for the first time. The launch of the first private TV channel of the country, Ekushey TV, is mention-worthy. The subsequent BNP-Jamat Government following their anti-mass media policy stopped transmission of the TV channel.

The Awami League government has taken necessary steps for creating manpower for the ever expanding media arena of the country. The government arranges training for the journalists across the country to raise their professional standard. The government has also taken steps to create the scope of higher education on journalism at various public and private universities. A huge number of university graduates are now being engaged in the ever expanding media world. The government established Bangladesh Cinema and Television Institute in 2014 for skill development of the people for the potential electronic media. The government spent 200 million (20 crore) taka for expansion of the Press Institute of Bangladesh and National Institute of Mass Communication providing training to the media people. To extend necessary support to media, the 16-storied 'Tothyo Bhaban'-- Information Building costing more than Tk 1.04 billion (104 crore 12 lac) has been built. The government has taken a project to develop Information Complexes at the district level. And lastly, Press Information Department, a government agency directly working with the journalists in providing them with professional support, has opened its offices at Sylhet, Barishal, Mymensingh and Rangpur divisions.

(Md. Saifullah is the Vice Chairman of Bangladesh Film Censor Board)

The role of Media in implementing the National Integrity Strategy

Md. Abdul Jalil

The National Integrity Strategy (NIS) is a comprehensive set of goals, strategies, and action plans aimed at increasing the level of independence to perform with accountability, efficiency, transparency, and effectiveness of state and non-state institutions in a sustained manner. It is a holistic approach toward good governance, which is very much related to the concept of a corruption-free service system in public and non-public institutions.

Although 'Corruption' is a frequently used word, most commonly it is defined as ''abuse of entrusted power for private gain''. General people believe that in many cases public offices at all levels misuse their positions for personal gain or to serve a few people.

Keeping the citizens' perception in mind about corruption, the government of Bangladesh formulated NIS outlining the vision titled 'A happy and prosperous Golden Bengal" and the mission identified as "Establishment of good governance in the state and the society".

Bangladesh first introduced NIS in 2012 in line with the guidance and directives of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. After the independence of the country, Bangabandhu, while addressing a public meeting advised to citizens "The nation must be united against corruption. If public opinion is not mobilized, corruption cannot be stopped by enforcement of law alone."

This directive of the Father of the Nation became the intrinsic spirit of our NIS focused on establishing a corruption-free welfare state aiming to ensure equal opportunity for every citizen enjoying the benefits of prompt public service delivery without any hindrance.

NIS is an exclusive approach to fighting against corruption or abuse of entrusted power. We must have the courage to say "Wrong is wrong even if everybody is doing it". On the other hand, we should have that much mental strength in promoting the spirit "Right is right even if no one is doing it".

The spirit of the Constitution is that Bangladesh would be a just and fair society. Meantime, several laws have been enacted, organizations set up

and systems and processes developed for the prevention of corruption. But all those initiatives couldn't reduce corruption at the desired level. That's why the necessity of comprehensive preventive measures was perceived.

The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) treaty also recognizes the importance of both preventive and punitive measures in this regard. According to article 5.1 of the UNCAC, a comprehensive approach must be taken at the national level to prevent corruption. As a signatory to the UNCAC, it has become obligatory for Bangladesh to formulate a strategy to combat corruption.

NIS is a strategy of the government of Bangladesh to prevent corruption and promote integrity in all affairs of individuals, organizations, society, and the state. It is a social movement against corruption. Integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. NIS document expresses 'integrity' as behavioral excellence influenced by ethics, morality, and honesty which is supported by time-tested norms, values, customs, and principles of a society.

It has always been a common perception that the media is a watchdog of the government. This means the media holds government officials and governments accountable. Media checks on the government for possible corruption and/or wrongful or illegal acts. This watchful function of media is what labels it the fourth estate.

Media reflects the norms, culture, and values of a society. Media can lead to evolution and revolution of mind and heart of the people fostering information, literacy, and awareness in the nation. Broadly speaking, the relationship between culture and the media is one of inclusion.

For a better understanding of the role of the media in implementing the NIS, discussion about some facets of public-society- government-media dynamics is essential. Similarly, it is very important to clarify and find out how media influences government and society and how media forms and cultivates public opinion in favor of implementing NIS through using different tools.

To my understanding, there are three essential roles of mass media in government. First of all, mass media helps people understand the operations of government; secondly, mass media participates in political decisions; and thirdly, mass media holds government officials accountable.

The present government under the prudent leadership of Hon'ble Prime Minister Her Excellency Sheikh Hasina is working relentlessly to bring about a positive change in the society and the governance. To that ends, the government firmly values the freedom of the press as the fourth estate after the executive, legislature, and judiciary in running the statecraft.

And, therefore, the media industry in the country is flourishing day by day. Currently, more than 1300 dailies, 1900 periodicals, 45 TV channels, hundreds of radio stations, and online news portals are operating across the country in meeting citizens' demand for information under the policy

support of the Ministry of Information and Broadcasting.

Press Information Department (PID), one of the vital organizations under the Ministry of Information and Broadcasting, has been working sincerely to bridge between the government and the media since its inception. PID, along with other responsibilities demarcated in its citizens charter, is shouldering the responsibility of registering online media including online news portals, online news portals of daily newspapers, ePaper, online news portals of radio channels, and online portals of private TV channels, which have strategic contributions to creating mass awareness about continuous social changes happening by the influence of different political, economic, socio-cultural and technological factors.

Our mass media is enjoying the full right of expression and free flow of information. The people are also enjoying the right to information in the true sense. To materialize the commitment of the government to the Right to Information for every citizen, the Ministry of Information and Broadcasting enacted 'The Right to Information Act, 2009' and the National Online Mass Media Policy 2017. The Press Accreditation Policy, 2022 is also ready for final approval. As a result, mass media is flourishing as a booming industry catering to the citizen's demands for information.

The role of mass media in nation-building and development is becoming a much-talked-about issue not only in Bangladesh but also all over the world. As the technology and tools of ICT is gradually updating due to influenced by the innovation of the fourth industrial revolution (4IR), a different form of non-conventional media like-satellite television channel, internet protocol television (IPTV), Internet Protocol Radio (IP Radio), Community Radio(CR), YouTube, Facebook, mobile app, online social media, etc. are getting popular in our country. They are also playing a pivotal role in creating social awareness as a change agent. This sort of mass media including social media is playing a very significant role in developing people's opinions and promoting creativity and innovation.

The mass media is playing a critical role in accelerating good governance and controlling corruption as well. They are also fiddling an important role in creating awareness, informing, and educating the public on various issues. Particularly, the mass media can strengthen the implementation process of NIS by raising awareness among citizens through proper reporting on the incidence of corruption, its causes and consequences, and possible remedies.

Citizens' sensitization is an essential part of the motivation process, which needs to focus on. The media can sensitize the citizen about their rights with the emphasis on the Right to Information, Citizens' Charter, and Grievance Redress System of the government. Reporting on the incidence of integrity to recognize the honest people of the society by the media, especially social media can play a catalytic role. This will heighten the confidence

and trust levels of the society for maintaining and applauding integrity, honesty, and dedication. Unfortunately, there is a deep-rooted attitude of normalization of corruption in people's daily experience and thus stands as a major obstacle against the attempt to counter corruption. Considering the importance of challenging such widespread attitudes of civic passivity and disenchantment against corruption and malpractice, media can play a vital role by creating a national discourse on positive terms about the value of integrity, transparency, and accountability.

The Cabinet Division is encouraging the different stakeholders by arranging seminars and symposiums, workshops, and independent studies on the issue of NIS implementation and its various tools. Among the stakeholders, the media workers particularly the journalists are considered as one the frontliners. Arrangement of multi-sectoral meetings including the seminar for the mass media representatives will be an effective platform to continue the effort of motivating government officials and journalists to work together in implementing NIS for the betterment of our society.

Japan International Corporation Agency (JICA) is working closely with the government of Bangladesh to introduce the concept of NIS through multi-sectoral involvement. As a trustworthy development partner, JICA is extending its continuous financial and technical support and partnership with the Cabinet Division to popularize the concept of NIS in our bureaucracy to ensure transparency, accountability, and good governance while rendering public service. To ensure accountability and transparency of the government, the Cabinet Division is implementing some social accountability tools like the Citizens' Charter, Grievance Redress System (GRS), Right to Information(RTI), etc. which contribute effectively to implementing the NIS program.

It is firmly believed that greater collaboration between media and government would create new avenues for the cooperation and dynamic further in achieving our common goal of establishing a just, fair, and corruption-free society in line with the political philosophy, ideal, and spirit of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The mass media including social media has a great responsibility to be aware of the common people about their rights and duties as citizens. The role and contribution of journalists in implementing NIS by raising people's awareness about its tools and strategies is a significant issue. As an enlightened section of society and a watchdog of the government, journalists from the print, electronic, and online media must play a crucial role in educating people on how to cope with changing scenarios and their mindset in favor of nurturing honesty, integrity, and a corruption-free value system in the society for the greater interest of the country and the future generation.

(Md. Abdul Jalil is a Senior Deputy Principal Information Officer of Press Information Department)

ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ গ্রেডে পদোন্নতির বিধান ও সংখ্যাধিক্য পদোন্নতি

মুন্সী জালাল উদ্দিন

অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক তথ্যের প্রবাহধারায় জনগণকে সম্পৃক্ত, অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য। এ মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে এ অভিলক্ষ্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

একটি গতিশীল, অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থাপনার জন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডার পরিচালিত পাঁচটি অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তথ্য অধিদফতর সরকারি নিউজ সোর্স হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ সরকারি-বেসরকারি মিডিয়া হাউজে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে সরাসরি জনগণের কাছে, ব্যক্তির কাছে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য পৌঁছে দেয়। আর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনস্বার্থ, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেম বিষয়ক এবং সমাজ-রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড, সামাজিক ব্যাধি ও কুসংস্কার নিরসনে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক চলচ্চিত্র ও অন্যান্য প্রচার উপকরণ তৈরি করে। অতপর প্রচারের উদ্দেশ্যে এগুলো গণযোগাযোগ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিতরণ করে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডও সরকারের তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডার কর্মকর্তাগণ। তবে বিশেষত উচ্চতর গ্রেডসমূহে পদোন্নতির পদ সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় ক্যাডারের বেশির ভাগ সদস্যই সম্মানজনক পদমর্যাদা না পেয়ে হতাশা নিয়ে চাকরি শেষ করে থাকেন। অন্যদিকে, জনস্বার্থে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে বহুসংখ্যক কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োজিত থাকতে হয়। প্রেষণে পদায়নের ফলে লাইন পদে সৃষ্ট শূন্যতার বিপরীতে যখন পদোন্নতি প্রদান করা না হয় তখন ক্যাডার পরিচালিত অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানগুলো জনবল সংকটে পড়ে।

পদোন্নতির বিধান (গ্রেড-৬ থেকে গ্রেড-৪)

ক. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১ অনুসারে এ ক্যাডারে গ্রেড-৬

থেকে গ্রেড-৪ পর্যন্ত নিয়োগ/পদোন্নতির জন্য মোট চাকরিকাল ও ফিডার পদে চাকরির অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপ :

পদ নাম	গ্রেড	পদোন্নতির ফিডার পদ	পদোন্নতির যোগ্যতা
১. সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর)/ উপপরিচালক (গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড) / সম্পাদক (চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর)/ চিফ ফিচার রাইটার (তথ্য অধিদফতর)	গ্রেড-৬	তথ্য অফিসার/ সহকারী পরিচালক/ ফিচার রাইটার/ সমপদ	বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের প্রবেশ পদে ০৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা
২. উপপ্রধান তথ্য অফিসার (তথ্য অধিদফতর)/ পরিচালক (গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর) / সিনিয়র সম্পাদক (চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর)	গ্রেড-৫	সিনিয়র তথ্য অফিসার/ উপপরিচালক/ সম্পাদক/ চিফ ফিচার রাইটার	ফিডার পদে ০৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতাসহ ক্যাডার পদে মোট ১০ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা
৩. সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (তথ্য অধিদফতর)/ ভাইস চেয়ারম্যান (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড)	গ্রেড-৪	উপপ্রধান তথ্য অফিসার (তথ্য অধিদফতর)/ পরিচালক (গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর) / সিনিয়র সম্পাদক (চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর)	ফিডার পদে ০২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতাসহ ক্যাডার পদে মোট ১২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা

খ. সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ধারা ৮ (১)-এ বলা হয়েছে : কোনো স্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, প্রশিক্ষণ ও সন্তোষজনক চাকরি বিবেচনাক্রমে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। এ বিধান মোতাবেক, কেবল স্থায়ী

কর্মচারীকেই পদোন্নতি প্রদান করা যাবে, অস্থায়ী বা শিক্ষানবিস কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা যাবে না।

গ. যে-কোনো স্তরে পদোন্নতির ক্ষেত্রেই বিবেচ্য সময়ে কোনো কর্মকর্তার সার্ভিস রেকর্ড অসন্তোষজনক থাকলে তিনি পদোন্নতির জন্য যোগ্য হবেন না।

ঘ. সিনিয়র স্কেল তথা গ্রেড-৬ মানের পদে পদোন্নতির জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। অবশ্য সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েও এ স্তরে পদোন্নতির কিছু বিশেষ সুযোগ রয়েছে, তবে এরূপ পদোন্নতির পর পরবর্তী পদোন্নতির সুযোগ যৌক্তিক কারণে ও বিধিগতভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। এরূপ সীমিতকরণ যে- কোনো সার্ভিসের সামগ্রিক দক্ষতার মান সমুন্নত রাখা ও যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অধিকতর যোগ্যতার স্বাক্ষও রেখেছেন তাদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য অত্যাবশ্যক।

ঙ. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৭ এর বিধান: ক্যাডার সার্ভিসের চাকরিতে স্থায়ী হলে ও ক্যাডারে চাকরিকাল ০৪ বছর পূর্ণ হলে একজন কর্মচারী সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন। তবে ক্যাডারে চাকরিকাল ১৪ বছর পূর্ণ হলে তিনি আর এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

এ বিধিমালায় 'অব্যাহতি' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ/বিধি রয়েছে, বিধি নং ৮। উপবিধি ৮(১) অনুসারে, কোনো কর্মচারী বর্ণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে, সার্ভিসে তার চাকরির ১৫ বছর পূর্তিতে তিনি সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন। উপবিধি ৮(২) অনুসারে, ৮(১) এর অধীন কোনো কর্মচারী পদোন্নতিপ্রাপ্ত হলে, পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে চাকরি ০৫ বছর পূর্ণ হলে তিনি গ্রেড-৫ মানের পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন, তবে এরপর আর পুনঃপদোন্নতির যোগ্য হবেন না।

চ. সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) ০৬.১২.১৯৯৩ তারিখ জারীকৃত পরিপত্র নং-সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৯০/৯৩- ২২১(৩০০) মোতাবেক, সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়াও দুটি অবস্থায় একজন কর্মচারী এ স্তরে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন: (১) ক্যাডার সার্ভিসে যার চাকরিকাল ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং (২) যিনি ৫০ বছর বয়সে পদার্পণ (attain) করেছেন।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে আরো কিছু বিবেচ্য বিষয়

১. যোগ্যতা, শর্তাদি ও জ্যেষ্ঠতার চুলচেরা বিশ্লেষণ: পদোন্নতির মাধ্যমে একজন কর্মচারীর মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। কোনো কর্মচারীর পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জনের অর্থ হচ্ছে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত। পদোন্নতি হচ্ছে তার যোগ্যতার সর্বোত্তম স্বীকৃতি। আর এ স্বীকৃতির বিনিময়ে সরকারি কর্মচারী রাষ্ট্র, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতাদের আরো উত্তমভাবে আরো দক্ষতার সঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করবেন এটাই প্রত্যাশিত। তাই পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর যোগ্যতা, শর্তাদি ও জ্যেষ্ঠতার চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ

যোগ্যতা ও শর্তাদি অর্জনের পরও জ্যেষ্ঠ কর্মচারীকে পিছনে ফেলে জুনিয়র কর্মচারীর পদোন্নতির কোনো ঘটনা যেন না ঘটে সে বিষয়ে সম্ভাব্য সকল স্তরে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহকারী অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান, পদোন্নতি কমিটির সভার ফাইল প্রস্তুতের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা এবং পদোন্নতি কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে যুগপৎভাবে এ দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতে হবে।

২. স্থায়ীকরণের বিষয় পুনঃযাচাই : পদোন্নতির অন্যতম শর্ত হচ্ছে চাকরি স্থায়ী হওয়া। ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রথম পদোন্নতি হচ্ছে সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি। কাজেই বিশেষত সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি বিবেচনার সময় তার স্থায়ীকরণের বিষয়টি যথাযথ হয়েছে কি-না তা আরেকবার যাচাই করা আবশ্যক। বিশেষ করে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারে অনতিদূর অতীতে কিছু কর্মকর্তা স্থায়ীকরণের সকল শর্ত পূরণ না করেও স্থায়ীকরণের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকলে সার্ভিসে কর্মপরিবেশ নষ্ট হয়, অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮১ এর বিধি ৭ ও বিধি ৬ মোতাবেক ক্যাডার কর্মকর্তার চাকরিতে স্থায়ীকরণের শর্ত ০৫টি, এগুলো হলো: ১. সরকার নির্ধারিত মেয়াদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করা, ২. সরকার নির্ধারিত পেশাভিত্তিক ও বিশেষ প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করা, ৩. সরকার নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, ৪. নির্ধারিত শিক্ষানবিস কাল সমাপ্ত হওয়া এবং ৫. তার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক হওয়া। ক্যাডারের প্রবেশ পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের শিক্ষানবিস কাল হচ্ছে: ক. সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হলে দুই বছর এবং খ. পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে এক বছর। তবে সরকার কোনো কর্মকর্তার শিক্ষানবিস কালকে আরো দুই বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩. একটি বিভ্রান্তি নিরসন আশু প্রয়োজন : বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের কিছু কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৭ মার্চ ২০২১ খ্রি. ০৫.০০.০০০০.১৭৪.৯৯.০০১.২১-৩৪ নং পত্রে তাদের মতামত জানায়। যাতে উল্লেখ আছে :

> "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৭ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৬.১২.১৯৯৩ তারিখের ২২১(৩০০) নম্বর স্মারক অনুযায়ী কোনো কর্মকর্তা সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে ৫০ বছর বয়স পূর্তিতে সিনিয়র স্কেল পদে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি পেলে এতদসংক্রান্ত চাকরির সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে এবং প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৫ম গ্রেডে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন, তবে পরবর্তীতে আর কোনো পদোন্নতির যোগ্য বিবেচিত হবেন না।"

এবার মতামতটি বিশ্লেষণ করা যাক। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ পত্রে যে বিধিমালা ও

পরিপত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর কোনোটিতে ৫০ বছর পূর্তিতে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার ৫ম গ্রেডে পদোন্নতির জন্য যোগ্য হওয়ার কোনো বিষয় উল্লেখ নেই। এ পত্রে, বর্ণিত বিধিমালার কোন বিধি এবং পরিপত্রটির কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৫ম গ্রেডে পদোন্নতির বিষয় বিবেচনা করা হবে তা উল্লেখ করা নেই। বস্তুত, এরূপ বিবেচনার কোনো সুযোগ অন্তত এ দুটি সূত্রের মধ্যে নেই। প্রথমত, বিধিমালা ২০১৭-তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে কেবল তাদেরই ৫ম গ্রেডে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলা হয়েছে যারা ক্যাডার সার্ভিসে ১৫ বছর চাকরি সম্পন্ন করে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এরপর ঐ পদে আরো ০৫ বছর চাকরি পূর্ণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৬.১২.১৯৯৩ তারিখের সম(বিধি-৪)-বিবিধ-৯০/৯৩- ২২১(৩০০) নং পরিপত্রটি কেবলই সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি সংক্রান্ত এবং এটি দ্বারা পরবর্তী কোনো ধাপে পদোন্নতির বিষয় ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই বলেই প্রতীয়মান হয়।

আরও বিবেচ্য যে, বিধিমালাটি জারির সময় ১৯৯৩ সালের পরিপত্রটি রহিত করা হয়নি, অর্থাৎ এটি এখনও বহাল আছে, যার অর্থ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির যোগ্য হওয়ার বর্ণিত দুটি অবস্থা বলবৎ আছে। এ দুই বিবেচনায় পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে ২০১৭ সালের বিধিমালায় কেবল যারা ১৫ বছর চাকরিকাল সম্পন্ন করে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পেয়েছেন তাদের জন্য পরবর্তী পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। ৫০ বছর বয়সে পদার্পণে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া থেকে অব্যাহতি নিয়ে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি গ্রহণ করেছেন তাদের পরবর্তী পদোন্নতির সুযোগ রাখা হয়নি।

যেহেতু বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, যা নিরসন না হলে এ পত্রের আলোকে সুবিধাভোগীরা পূর্বে বঞ্চিত হয়েছেন বলে ধারণা করছেন এবং যারা পত্রে প্রদত্ত মতামত বিদ্যমান বিধি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মনে করেন তারা এখন ন্যায্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ও ভবিষ্যতেও বঞ্চিত হবেন এরূপ ধারণা করছেন। তাই বর্ণিত বিশ্লেষণ এবং বেশ কিছু কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে একটি স্পষ্টীকরণ আদেশ অত্যাবশ্যক।

৪. পদোন্নতিকে মানবিকভাবে বিবেচনা করা যায় কি?

পদোন্নতিকে কারো জন্য মানবিকভাবে বিবেচনা করলে তা কতটুকু মানবিক হয় বা আদৌ হয় কি-না তার বিশ্লেষণ কঠিন কোনো কাজ নয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে কারো জন্য মানবিক হওয়ার অর্থ সাধারণভাবে যা বুঝায় তা হলো পদোন্নতির এক বা একাধিক যোগ্যতা বা শর্ত পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও পদোন্নতি প্রদান অথবা জ্যেষ্ঠতা তালিকার এক বা একাধিক জ্যেষ্ঠ প্রার্থীকে পিছনে ফেলে জুনিয়র কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান। এরূপ ঘটলে যা হয় তা হলো পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্যায্যভাবে পদোন্নতি পেলেন আর বঞ্চিত এক বা একাধিক কর্মচারী চরম অমানবিকতার শিকার হলেন। কাজেই পদোন্নতির ক্ষেত্রে মানবিকতার কোনো সুযোগ নেই।

সংখ্যাধিক্য পদোন্নতি

বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের জনবল অত্যন্ত সীমিত হলেও বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে জনসংযোগ ও মিডিয়া ব্যবস্থাপনার কাজে এ ক্যাডারের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা সবসময় প্রেষণে নিয়োজিত থাকেন। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিধিমালায় সংশ্লিষ্ট পদগুলোতে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। যেমন- রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯-এ উপ-প্রেস সচিব ও সহকারী প্রেস সচিব বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে এবং এর কোনো বিকল্প সেখানে উল্লেখ নেই। কাজেই এসব ক্ষেত্রে পদায়নের জন্য ক্যাডারের অনুমোদিত জনবলের অতিরিক্ত পদোন্নতি অত্যাবশ্যক। অন্যথায়, প্রেষণ চাহিদাকৃত প্রতিষ্ঠান এবং ক্যাডারের লাইন প্রতিষ্ঠান এ দুটির কোনো একটিতে জনবল ঘাটতি সৃষ্টি হবে। এ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এ ক্যাডারে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বহুবার সংখ্যাধিক্য পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পদোন্নতির আগে ও পরে (পুনঃপদায়িত হলে) উভয় ক্ষেত্রেই প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রেষণ প্রতিষ্ঠান থেকেই বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করে থাকেন, তাই সংখ্যাধিক্য পদোন্নতির ফলে কখনোই আর্থিক বিধিবিধান লংঘন হয় না বা আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তিতে কোনো সংকট সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যখনই বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সভা বা সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভায় সংখ্যাধিক্য পদোন্নতির প্রয়োজনটা বিবেচনায় নেয়া হয় না তখনই বিশেষত ক্যাডার পরিচালিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানগুলো জনবল সংকটে পড়ে ও দপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা হ্রাস পায়।

২০২৫ পরবর্তী অবস্থা

বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারে ২০২৫ সালের মধ্যে ৯ম ও ১৩শ ব্যাচের সকল কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করবেন। জ্যেষ্ঠতা তালিকা অনুসারে স্বাভাবিক নিয়মে ২০২৫ সালের শুরু থেকেই ১৮শ ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে মহাপরিচালক পদায়ন করা প্রয়োজন হবে। অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে পদায়ন প্রয়োজন হবে ২০২৩ সালেই। ২০২৫ সাল পরবর্তী উদ্ভূত জ্যেষ্ঠতাক্রমে ১৮শ ব্যাচের কর্মকর্তাগণই সর্বজ্যেষ্ঠ হবেন। এসময় অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানগুলোর দপ্তর প্রধানসহ গ্রেড-৩ ও গ্রেড-৪ সকল পদে এ ব্যাচের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা প্রয়োজন হবে। ঐ সময় অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানগুলোর দপ্তর প্রধানসহ উচ্চতর পদসমূহে পদায়নে যেন সংকট সৃষ্টি না হয় এবং এসব পদে কর্মকর্তাদের নিয়মিত গ্রেড অর্জনসহ পদায়ন করার অবস্থা সৃষ্টি হয় সে লক্ষ্যে ১৮শ ব্যাচের কর্মকর্তাদের জন্য পদায়নের সম্ভাব্যতা সাপেক্ষে সংখ্যাধিক্য পদোন্নতির বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক।

শেষ কথা

পদোন্নতি একজন কর্মচারীর যোগ্যতার সর্বোত্তম স্বীকৃতি। আর পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানের অর্থ অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার। পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মচারীর

মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়; পাশাপাশি রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও সেবাগ্রহীতা তার কাছ থেকে আরো দায়িত্বপূর্ণ আচরণ ও আরো গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রত্যাশা করে। কাজেই পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে যোগ্যতা, শর্তাদি ও জ্যেষ্ঠতার বিষয়গুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক, যেন কেউ অন্যায্যভাবে পদোন্নতি না পান অথবা কেউ যোগ্যতা ও শর্তাদি পরিপূরণ করে ও জ্যেষ্ঠতায় এগিয়ে থেকেও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত না হন। জনস্বার্থে প্রেষণ চাহিদা পূরণ এবং ক্যাডার পরিচালিত অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানগুলো সুচারুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারে সংখ্যাধিক্য পদোন্নতির দীর্ঘদিনের রীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

(মুন্সী জালাল উদ্দিন মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপ-প্রেস সচিব হিসেবে কর্মরত)

একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের স্মৃতি

ইয়াকুব আলী

মাথায় ঢুকছিল না 'শিশুমেলা' কীভাবে করা সম্ভব। তখন ছিল মেলা আয়োজনের ঝোঁক। যেকোনো অনুষ্ঠান উদযাপন করতে গিয়েই মেলা আয়োজনের দিকে যেতে থাকে দেশ। আগে দেখেছি বিজ্ঞানমেলা, বইমেলা, কৃষিমেলা, বৃক্ষমেলা, বৈশাখী মেলা আবার আনন্দমেলার নামে জুয়ার মেলা। এ পর্যায়ে 'শিশুদের জন্য হ্যা বলুন' প্রচারাভিযানের আওতায় ইউনিসেফের লোকজন অনেক মাথা ঘামিয়ে 'শিশুমেলা' কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরকে। সারাদেশে প্রতিটি জেলায় হবে শিশুমেলা!

আমি তখন টাঙ্গাইলে। মাঠপর্যায়ের অফিসারদের ঢাকায় ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, মেলার আয়োজন করতে হবে। প্রথম বারের মতো বাজেট দেওয়া হয় ১৪/১৫টি অফিসে। বরাদ্দ ২৫ হাজার টাকা। জুলাই মাসে সবার আগে গাজীপুরে কিবরিয়া স্যার একদিনের মেলার আয়োজন করে আমাদের তাক লাগিয়ে দেন। দিনাজপুরে মোফাকখারুল ইকবাল তিন দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করেন। তার মেলা উদ্বোধন করবেন তদানীন্তন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী। সে অনুষ্ঠানে যোগদানের লক্ষ্যে ঢাকা থেকে রওনা করেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ইফতেখার স্যার ও পরিচালক (প্রচার) অমিতাভ স্যার ও সহকারী পরিচালক নৃপেন স্যার। আমার অফিসে জলযোগের জন্য টাঙ্গাইলে যাত্রাবিরতি করেন তাঁরা।'ডিজির প্রটোকল কর্মকর্তা' হিসেবে আমি তাদের সাথে যোগ দিতে চাইলে তারা সানন্দে রাজি হন। আমার উদ্দেশ্য ছিল শিশুমেলা সম্পর্কে ধারণা লাভ। খেপটি দারুণ ছিল। বগুড়ার পর থেকে দিনাজপুরগামী রাস্তার দুপাশে ফসল তোলার পর দিগন্তজোড়া খালি মাঠ। মাঠে চরছে গরু-মহিষ। কখনো আকাশে জড়ো হয় শ্রাবণের মেঘেরা। ঝড়ে পড়ে এক পশলা বৃষ্টি।

মেলার আয়োজনটি কখন কীভাবে করব তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি এবং ডায়েরিতে পরিকল্পনা নোট করতে শুরু করি। বিভিন্ন জনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের মতামত নিই। স্থানীয় এনজিওদের সঙ্গে বসি। সেভ দ্য চিলড্রেন, অস্ট্রেলিয়ার (এসসিএ) প্রজেক্ট ছিল টাঙ্গাইলে। এনজিওটি শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করত এবং টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় স্কুল পড়ুয়া শিশু-কিশোরদের বিরাট সংগঠন গড়ে তুলেছিল। শিশুমেলা আয়োজনের ব্যাপারে শিশুদের মতামত নেয়ার জন্য এক শুক্রবারে ৩০-৩৫ জন স্কুলপড়ুয়া কিশোর-কিশোরী নিয়ে বেতকায় এসসিএ অফিসে

একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করি। ওয়ার্কশপের ব্যয়ভার সংস্থাটি বহন করে। এর আগে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে তিনি খুবই উৎসাহী হন। আমাদের অফিসের গুরুত্বপূর্ণ সব অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি এডিসি (সার্বিক)কে ডেকে পাঠান এবং শক্ত নির্দেশনা দিয়ে রাখেন যে, তিনি যেন আমাকে শিশুমেলা আয়োজনের প্রতিটি পদক্ষেপে সহায়তা দেন। বই পড়ুয়া সংস্কৃতিমনা এডিসি সাহেব বলেন, কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ বা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে যেন প্রধান অতিথি করে আনার চেষ্টা করি। মনে মনে ঠিক করি, শিশুদের দিয়ে আমন্ত্রণ জানালে তারা নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন না। সেই সঙ্গে জেলা প্রশাসককে দিয়েও তদবির করাব। এমন ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান খুব জমবে। শিশুদের ওয়ার্কশপে যখন জানতে চাই, প্রধান অতিথি হিসেবে তোমরা কাকে দেখতে চাও তখন তারা সমস্বরে বলে ওঠে সরকারের কোনো একজন মন্ত্রীকে। আমার তাজ্জব হওয়ার পালা।

-কেন? মন্ত্রী কেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

-মন্ত্রী এলে অনুষ্ঠানের ভালো প্রচার হবে। টিভিতে দেখাবে। সরকারি আমলারাও সব ছুটে আসবে।

মনে মনে ভাবি, আমরা কোন জগতের বাসিন্দা! এই সব পোলাপানের বাস্তব বুদ্ধি তো দেখি আমার এডিসি জেনারেলের চেয়েও বেশি! মনে মনে স্বস্তি পাই এই ভেবে যে, পোলাপান ভালো বুদ্ধিই দিল। সরকারি অনুষ্ঠান। সরকারের প্রতিনিধি ছাড়া আয়োজন করে আবার কোন ফাঁপড়ে পড়ি!

এক এক করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করি। শিশুমেলায় তাদের স্টল দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করি। অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে রাজি হয়। একনিষ্ঠ ভাসানীভক্ত ও সার্বক্ষণিক সাদা লুঙ্গিপরিহিত কিশোরগঞ্জের হয়বতনগরের সাহেববাড়ির এরফানুল বারী তখন সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের ট্রাস্টি। বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে তিনি বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। তার সঙ্গে আলোচনা করতে সন্তোষ যাই। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং শিশুমেলা আয়োজনে সহায়তা করতে সানন্দে রাজি হন। সন্তোষে তাঁর প্রতিষ্ঠান চত্বরেই মেলা আয়োজনের জন্য তিনি প্রস্তাব করে বসেন। যাহোক, কয়েকটি এনজিওর সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করে তাদের সহায়তার আশ্বাস আদায় করি। যাই আশুলিয়ায় ফ্যান্টাসি কিংডমে। ফ্যান্টাসি তখন নতুন। শিশুমেলায় তাদের প্রদর্শনীর অনুরোধ জানালে তারাও রাজি হয়। র‍্যালিসহ প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে তারা শিল্পীদল নিয়ে পারফর্ম করার আগ্রহের কথা জানায়।

এরপর আয়োজন করি জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভার। অভ্যাগতদের প্রায় সবার সঙ্গে আগেভাগেই আলাপ করে রেখেছিলাম বলে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা ছাড়াই সভায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। এ সভাতেই বিস্তারিত কর্মসূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়নসহ (আসলে অনুমোদন) উপকমিটি গঠন চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক শিশু সপ্তাহ। আমাদের

মেলার তারিখ নির্ধারিত হয় ২৯ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর। অনুষ্ঠানস্থল টাঙ্গাইলের ভাসানী অডিটরিয়াম। মেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ব্র্যাক, উবিনীগ, সেভ দ্য চিলড্রেন, শিশু একাডেমি, সরকারি গণগ্রন্থাগার, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, ফ্যান্টাসি কিংডম, সেন্টার ফর উইমেন এন্ড চিলড্রেন স্টাডিজসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। আর তথ্য অফিসের স্টল তো ছিলই। ৩ দিনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল গম্ভীরা, শিশু অধিকার বিষয়ক নাটিকা, নৃত্যানুষ্ঠান, সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বয়াতী গান, জারি গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার প্রতিটি ইভেন্টের জন্য বিচারক প্যানেল আগেভাগেই নির্ধারিত করে রাখা হয়। 'ঘাটাইল গম্ভীরা' চমৎকার বিনোদনের ব্যবস্থা করে। এ প্রতিষ্ঠানটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার সানোয়ার ভাই। টাঙ্গাইলে থাকা অবস্থায় কিছুদিন তিনি আমাদের মেসে খাওয়া দাওয়া করতেন। মেলার আগের দিন টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবে করা হয় সংবাদ সম্মেলন। ২৯ সেপ্টেম্বর মেলা উদ্বোধনের দিনে ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় খবর প্রকাশিত হয় আজ খুলনা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, বরগুনা ও কাপ্তাইয়ে তিনদিনব্যাপী শিশু মেলা শুরু হচ্ছে। প্রথম আলোর সংবাদ শিরোনাম ছিল : 'টাঙ্গাইলে আজ থেকে তিন দিনব্যাপী শিশুমেলা'। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর আগেই তিন চারটি পিকআপ ভ্যান নিয়ে হাজির হয় ফ্যান্টাসি কিংডমের ভ্রাম্যমান টিম। দুটো বিশালাকৃতির রোবোটিক বিয়ার, নানা সাজসরঞ্জাম ও একদল ড্যান্স আর্টিস্টসহ তারা অংশগ্রহণ করে। ফ্যান্টাসির ভিডিও প্রেজেন্টেশনটিও দর্শকদের দারুণ আমোদিত করে। ড্যান্স শো দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হন। তিন দিনে টাঙ্গাইলের লোকজন প্রাণভরে শিশুমেলার অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করে।

আমি ছিলাম জামালপুর অফিসেরও অতিরিক্ত দায়িত্বে। মাসে দুই তিনবার সেখানে যেতাম। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মেলার জন্য জামালপুর অফিসের গাড়িটি নিয়ে আসি টাঙ্গাইলে। ওখান থেকে দক্ষ কয়েকজন স্টাফকেও আনাই। আরো একটি জিনিস এনেছিলাম জামালপুর থেকে। সহকারী তথ্য অফিসার মোখলেস সাহেবের অব্যবহৃত মোবাইল সেট। তিনি প্রবাসী এক আত্মীয়ের কাছ থেকে গিফট পেয়েছিলেন কিন্তু তখনো ব্যবহার করেননি। সেটি ধার নিয়ে আসি। আমার ছোটভাই ততদিনে দুইবার মোবাইল ফোন হারিয়ে মোবাইল ব্যবহারে ক্ষান্ত দিয়েছিল। তার কাছ থেকে সিমটি নিই। এভাবে জোড়া দেওয়া একটি মোবাইল ফোন মেলা চলাকালে বেশ কাজে লেগেছিল। এদিকে মেলায় সহায়তা দেওয়ার জন্য সদর দপ্তর থেকে দুই জন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছিল। জামালপুরের গাড়িটিসহ একজন সহকারী তথ্য অফিসারকে ঢাকার অতিথিদের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে সার্কিট হাউসে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। ঢাকার অতিথিরা গাড়ি নিয়ে রওয়ানা দেন মধুপুরের জলছত্র ও জঙ্গল পরিদর্শনে। পরে আমার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করেন কেন যথাযথ প্রটোকল প্রদানসহ আমি তাদের পরিপূর্ণ সঙ্গ দিইনি। তখন তো আমার এসব গায়ে মাখার সময় নয়। আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আমার প্রোগ্রাম। জানা ছিল অতিথিরা আমার প্রোগ্রামের উৎকর্ষ সাধনে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারবেন না।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছবি প্রিন্ট করিয়ে প্রেসবিজ্ঞপ্তি সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতাম। ফলে জাতীয় পত্রিকায় অনুষ্ঠানের ব্যাপক কভারেজ হতো। সানোয়ার ভাইয়ের পরামর্শে ভাসানী অডিটরিয়ামে ঢুকতে হাতের বামপাশে নারকেল গাছটিতে একটি পোস্টার পেপার সেটে দিই। 'মেলার খবর' শিরোনাম দিয়ে এতে প্রতিদিনের পেপার ক্লিপিংসগুলো এটে দিতাম। এ দৃশ্যটি এখনো চোখে ভাসছে। মিডিয়া কভারেজ কেমন হয়েছিল একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মেলার তৃতীয় দিনে ডেইলি স্টারে ছয়টি ছবি দিয়ে টাঙ্গাইলের শিশুমেলার ওপর একটি ফটোফিচার ছাপা হয়। খন্দকার আছাব মাহমুদ টাঙ্গাইলে সাংবাদিক সমাজে তখন খুব প্রভাবশালী। তিনি পূর্বাকাশ সম্পাদক খালেদ ভাইয়ের অফিসে বসে বলছেন, এটি কীভাবে সম্ভব! ডেইলি স্টার টাঙ্গাইলের মেলার খবরের এমন কভারেজ দিয়েছে! আগে থেকেই আমাদের প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের খবর ও ছবি ডেইলি স্টারে ছাপা হতো। টাঙ্গাইলে ডেইলি স্টারের প্রতিনিধি না থাকায় আমি সরাসরি প্রেস রিলিজ ও ছবি কুরিয়ারের মাধ্যমে পত্রিকার সংশ্লিষ্ট ডেস্ক এডিটরের কাছে পাঠাতাম। এর আগে আমাদের কার্যক্রমের ভিন্ন কর্মসূচির দুটো ছবি ডেইলি স্টারে দেখে আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন বিবিসির প্রতিনিধি মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি তখন নির্বাচনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর একটি ধারাবাহিক তৈরির কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ২০০১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বিবিসিতে মোয়াজ্জেম হোসেনের 'তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ' অনুষ্ঠানে আমাদের ভোটার সচেতনা কার্যক্রমের ওপর একটি ক্লিপ প্রচার করেন। এতে আমার সাক্ষাৎকারও ছিল। তখনকার দিনে দেশে গণমাধ্যমের এখনকার মতো রমরমা অবস্থা না থাকায় মানুষের কাছে বিবিসি খুব জনপ্রিয় ছিল। বাংলাদেশ দূতাবাস রেঙ্গুনে কর্মরত ফার্স্ট সেক্রেটারি আবু আবদুল্লাহ স্যার আমাকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। মেলার কথায় ফিরে আসি।

মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান ছিল সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য শহরের একজন বিশিষ্ট উপস্থাপক ঠিক করা ছিল। তাকে ছাড়া এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন সিদ্ধ নয়- ব্যাপারটা অনেকটা এ রকমই ছিল। তার পূর্ণ আশীর্বাদ নেওয়া হয়নি বলে তিনি হয়তো একটি লেসন দেওয়ার জন্য আমাদের অনুষ্ঠান বয়কট করেন। তবে মুখরক্ষার তাগিদে তারই এক শিষ্যকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লোককেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় আমি নিজেই পরিচালনা করি সমাপনী অনুষ্ঠানটি। এ বিষয়টিই ছিল পরিকল্পনার বাইরে। করুণাময়ের কৃপায় মন্দ হয়নি।

মেলা উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রমও বেশ আগে থেকেই শুরু করেছিলাম। আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, হুমায়ূন আহমেদসহ এমন কোনো লেখক কবি নাই যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। ড. আশরাফ সিদ্দিকী, আল মাহমুদ এদের সঙ্গে তো বাসায় গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে লেখা চেয়েছি। অন্যদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছি। ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. আতিউর রহমান, সাংবাদিক কবি আবু কায়সার, সেলিনা হোসেন, সাজ্জাদ কাদির, কাজী রোজী ফোনে অনুরোধ পেয়েই লেখা পাঠিয়ে

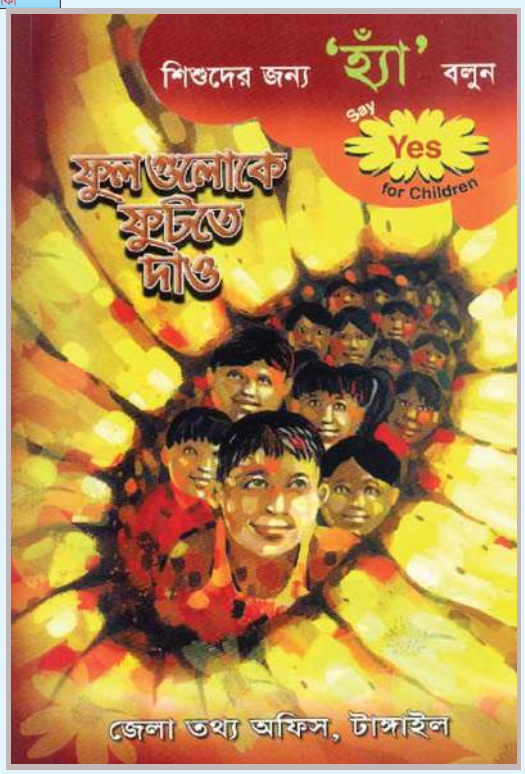

স্মরণিকার প্রচ্ছদ

দিয়েছিলেন কুরিয়ারে। আর স্থানীয়রা তো ছিলই। সংকলনের প্রচ্ছদ করাতে ছুটে গিয়েছি চারুকলায়। ড. আবদুস সাত্তার তখন চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক। ভালো প্রচ্ছদ আঁকতে পারে এমন একজন আঁকিয়ে শিক্ষার্থীকে ঠিক করে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। উদ্দেশ্য কম পয়সায় কোয়ালিটি জিনিস পাওয়া। তিনি ডাকিয়ে আনান ইসরাফিল রতনকে। রতন তখন মাস্টার্সের ছাত্র। রতনের মোটর সাইকেলে কয়েকবার ফকিরাপুলসহ তার হাজারীবাগের চারুকলার হোস্টেলে গিয়েছি। রতন পরে চারুকলার শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিনা পারিশ্রমিকে সংকলনটির গ্রাফিক্সসহ কম্পিউটার কম্পোজ করে দেন জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অফিসার একেএম বজলুর রশীদ। তিনি ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্টার্সে আমাদের পাশের বিল্ডিংয়ে থাকতেন। বজলু ভাইয়ের বাসায় কম্পিউটারে গান শুনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি : অনুরাধা পাড়োয়ালের কণ্ঠে 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর ... ... নম নম নম নম নম নম'। অসাধারণ লাগত। প্রুফ দেখেছেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ কলেজের বাংলার শিক্ষক কবি সোহেল সৌকর্য। এদের নিয়ে এক ফাঁকে পাত্রী দেখতে যাই লায়ন নজরুল ইসলাম কলেজে। পাত্রী ওখানকার শিক্ষক। সংকলন প্রকাশনার ব্যাপারে সার্বিক নির্দেশনায় ছিলেন টাঙ্গাইলের এই প্রজন্মের আলোকিত মানুষদের 'ভাইয়া' পূর্বাকাশ সম্পাদক খান মোহাম্মদ খালেদ। কারিগরি কারণে প্রচ্ছদ ছাপতে হয়েছিল দুইবার। চাররঙা প্রচ্ছদসহ উন্নতমানের আর্টপেপারে ৫ ফরমার ৮০০ কপি সংকলন ছাপতে ব্যয় হয় প্রায় ৩২ হাজার টাকা। বিজ্ঞাপন পেয়েছিলাম ৩৫ হাজার টাকার মতো। ব্যুরো টাঙ্গাইল নামক এনজিও থেকে বিজ্ঞাপন চাইতে গেলে এর নির্বাহী একটু যাচাই করে দেখতে আমাকে বসিয়ে রেখেই ড. আতিউর রহমানকে ফোন কওে জানতে চান সত্যি তিনি লেখা দিয়েছেন কিনা। নিশ্চিত হয়ে সাথে সাথে তারা বিজ্ঞাপনের ম্যাটার ও বিজ্ঞাপন বিল বাবদ অর্থ পরিশোধ করেন। পৌরসভা ও পৌরবিদ্যুতের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ

করে দিয়েছিলেন এডিসি জেনারেল। লেখা পেলাম, বিজ্ঞাপন পেলাম, কভার ডিজাইন করালাম কিন্তু ছাপানো? ডিএফপিতে দীর্ঘদিনের সম্পাদনায় অভিজ্ঞ একজন সিনিয়রের কাছে জানতে চেয়েছিলাম স্যুভেনির প্রকাশ করতে খরচা কেমন হবে। হতাশ হয়েছিলাম তাঁর এ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই শুনে। যাহোক মুদ্রণের বিষয়টি লিয়াজোঁ করার জন্য খালেদ ভাই জোগাড় করে দেন প্রিন্টিং কনসালটেন্ট শেখ ফরিদ ভাইকে। তিনি এখন সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক। আমি প্রিন্টিং জগৎ সম্পর্কে ধারণা নিতে শেখ ফরিদ ভাইয়ের সঙ্গে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই। সংকলনটি প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরি ও দপ্তরে এর কপি প্রেরণ করি। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশংসামূলক পত্র পাই। অনেকেই ফোন করে ধন্যবাদ দেন। দৈনিক যুগান্তরে সংকলনটির চমৎকার একটি রিভিউ ছাপা হয়েছিল।

যে অনুষ্ঠান করেছি তাতে ব্যয় আড়াই-তিন লাখ টাকার কম হয়নি। তবে এসব ব্যয় অংশগ্রহণকারীরাই নিজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করেছেন। এমনকি অনুষ্ঠানের রঙিন আমন্ত্রণপত্র ঢাকার প্রেস থেকে ছাপিয়ে দিয়েছিল একটি এনজিও। উদ্বোধনের পায়রা, বেলুনও যুগিয়েছে আমাদের পৃষ্ঠপোষকগণ। তাহলে আমাদের খরচ? ডেকোরেটরের বিল, প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন ইভেন্টের পুরস্কারসহ গিফট, ঘাটাইল গম্ভীরার সম্মানী, অনুষ্ঠান চলাকালে চা নাস্তা, ঢাকা ও জামালপুরের মেহমানদের আপ্যায়ন, তিন দিনের অনুষ্ঠানের ভিডিও ধারণ ও এডিটিং, ছবি প্রিন্টিং, বকশিশ ইত্যাদি। তিন দিনের অনুষ্ঠানের এসব খাতে খরচা নেহায়েত কম না। অনুষ্ঠানের এডিটেড ভিডিও ডকুমেন্টারি পাঠানো হলে ইউনিসেফ অফিস থেকে অ্যাপ্রিসিয়েশন লেটার পাঠানো হয়।

টাঙ্গাইলে শিশুমেলা অনুষ্ঠানটির আয়োজন আমার চাকরিজীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। এ উপলক্ষ্যে কত মানুষের কাছে যে গিয়েছি! ঘনিষ্ঠ হয়েছি। শিখেছি নানান কিছু তার তুলনা হয় না। কতটা আবেগ নিয়ে এ অনুষ্ঠানটি করেছি তা দেখেছেন আমার সহকর্মীরা। আরো বেশি জানেন আমার মেসের বন্ধুরা। তদানীন্তন এসি (ফুড) কাউছারুল ইসলাম সিকদারের কোয়ার্টারে আমরা কয়েকজন মেস করে থাকতাম। অনুষ্ঠানটির সাফল্য আমাকে দিয়েছে অসীম আত্মবিশ্বাস ও দারুণ তৃপ্তি। সেই স্মৃতি অমলিন।

(ইয়াকুব আলী তথ্য অধিদফতরে সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (চ.দা.) হিসেবে কর্মরত)

শক্তপোক্ত হোক চতুর্থ স্তম্ভ

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

'আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত, আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ। আপনারাই বলুন কোনটা ভালো আর মন্দ। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সহযোগিতা করবো।' ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন উপরের কথাগুলো।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো কত প্রাসঙ্গিক! আর এটাই বিস্ময়ের জন্ম দেয়! এখনো গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা নিয়ে কথা হয়! এখনো ভাবতে হয় সংবাদপত্র বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো কীভাবে পরিচালিত হবে!

মহাকালের দুটি মহৎ ধারার সংগমকালে, যখন আমরা জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদযাপন করছি, উদযাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের ৫০ বছর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কারাগারের রোজনামচায় লিখেছিলেন,'সত্য খবর বন্ধ হলে অনেক আজগুবি খবর গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে, এতে সরকারের অপকার ছাড়া উপকার হয় না।' (কারাগারের রোজনামচা, পৃ. ৭৯)। মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার এবং সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি তাঁর বইগুলোতে অসংখ্যবার লিখেছেন এবং সবসময় এ নিয়ে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ।

সেই সত্য ভাষণের যথাযথ প্রতিফলন ও তিনি দেখিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা রাষ্ট্রপরিচালনার চারটি মূলনীতির মধ্যে একটি হলো গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই প্রধান। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করে দেশটি কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করাই গণতন্ত্র। এই মৌলিক অধিকারগুলোর মাঝে মত প্রকাশ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতা অন্যতম।

বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৩৯(১)-এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা

হয়েছে এবং ৩৯(২)-এ সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

তারও অনেক পরে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'রাষ্ট্রে গণমাধ্যম স্বাধীন হলে এমনকি দুর্ভিক্ষও ঠেকিয়ে দেওয়া যায়। অজ্ঞতা ও ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে, সচেতন ভোটাররা তখন খারাপ শাসককে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে পারে। আবার গণমাধ্যমের সঠিক চর্চা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মাঝে সেতু তৈরি করে। .....যেসব দেশে গণমাধ্যম স্বাধীন, সেসব দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।' জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন 'হাঙ্গার অ্যান্ড পাবলিক অ্যাকশন' (ক্ষুধা ও জনকর্মসূচি) নামের বইটি লিখেছিলেন ১৯৮৯ সালে।

মনে করা হয়, জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলে ১৬ নং সূচকটি। এই সূচকের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান.....টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা। সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ তৈরি করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। অর্থাৎ সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে লক্ষ্যমাত্রার অন্যান্য সূচকগুলো অর্জন সম্ভব। এখানেই শক্তিশালী ও স্বাধীন গণমাধ্যমের কার্যকারিতার প্রসঙ্গ অনিবার্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সূচক অনুযায়ী সমাজে জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতেই হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকার পরিচালনাকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সুষ্ঠুভাবে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ইশতেহারের ৩.৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলটি যেসব লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, গত তিন বছরে তার বেশির ভাগ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং বাকীগুলোর কাজও প্রক্রিয়াধীন।

জাতির পিতার অনুধাবন ও পদক্ষেপকে মাথায় রেখে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এই খাতকে শক্তিশালী করতে বেশ কিছু যুগান্তকারী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন। তার সর্বশেষ সংযোজন-ডাউনলিংককৃত বিদেশি টিভি চ্যানেলে পণ্যের বাণিজ্যিক প্রচার বন্ধ করা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট আপলোডের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও অবৈধ ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম) সার্ভিস সংযোগ উচ্ছেদ স্থানীয় গণমাধ্যমকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখছে।

তারও আগে, পেছনে ফিরে তাকালে, শেখ হাসিনার সরকারের প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) প্রথমবারের মতো বেসরকারি টেরেস্ট্রিয়াল টিভি চ্যানেল (একুশে টিভি) অনুমোদনের মধ্য দিয়ে দেশে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার যুগের সূচনা হয়।

পাশাপাশি নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল হয়ে দায়িত্ব পালনের প্রতি গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও নিষ্ঠাবান থাকতে হবে।

গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বৃদ্ধিই গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় সর্বোত্তম সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদ মাধ্যমের সমস্যা দূর করে সাংবাদিকতাকে সত্যিকার অর্থে কল্যাণমুখী করতে সরকার দেশের গণমাধ্যমকে সবধরনের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মতপ্রকাশ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখেছে। ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শেখ হাসিনার সরকার 'তথ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন করে এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। যুগান্তকারী এ উদ্যোগের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে গণমাধ্যম কর্মীসহ আপামর জনসাধারণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাবার একটি আইনী সুযোগের দ্বার খুলে যায়। এর ফলে সরকারি বেসরকারি অফিসসমূহ আইনে বেঁধে দেয়া সময়সীমার মধ্যে সাংবাদিকদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য দিতে বাধ্য। ফলে সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সারাদেশে সরকারি বেসরকারি অফিসসমূহে তথ্য প্রদানকারী নির্দিষ্ট কর্মকর্তার সংখ্যা ৪২,২৫৪। ২০০৯ সালের জুলাই থেকে গত ১২ বছরে এ আইনের আওতায় সাংবাদিকসহ মোট ১,১৯,৮৩১ ব্যক্তিকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দেয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক কর্মকর্তাকে শাস্তির মুখোমুখী হতে হয়েছে।

সাংবাদিক ও মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ইতোমধ্যে ৯ম ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সরকার বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহের সাংবাদিক, ক্যামেরাপার্সন ও অন্য সহযোগী কর্মীদের ওয়েজ বোর্ডে অন্তর্ভুক্তির কথাও ভাবছে।

সংশোধিত পেনাল কোডের অধীনে সম্পাকদের বিরুদ্ধে কোনো মানহানি মামলায় বিজ্ঞ আদালতের সমন ছাড়া শুধু পুলিশি ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যায় না। এ ধরনের আইনি সুরক্ষা দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে ভূমিকা রাখছে। সাংবাদিক, লেখক ও ব্লগারদের ওপর অপশক্তির ও জঙ্গিদের হামলার ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের ফলে আপামর জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে গণমাধ্যম। সারাদেশে বিদ্যুৎ, উচ্চ গতির ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, অসংখ্য টিভি চ্যানেলের সহজলভ্যতা তথ্যকে জনগণের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। পাশাপাশি কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং রেগুলেশন ২০১০, বেসরকারি এফএম বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১০, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪ এবং জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭ (২০২০ সালে সংশোধিত) প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

গণমাধ্যমকে আরো গণমুখী করতে জাতীয় অনলাইন নীতিমালা অনুসরণে এ পর্যন্ত ১০৮টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ১৪টি আইপিটিভি, ১৪টি টিভি চ্যানেলের অনলাইন পোর্টাল এবং ১৫৪টি পত্রিকার অনলাইন নিউজ ভার্সনকে অনুমোদন দিয়েছে তথ্য ও

সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

সরকারের গণমাধ্যম বান্ধব নীতির সুবাদে সারদেশে বিপুল সংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে মিডিয়াভুক্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা সাতশো'র বেশি। এদের মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ৫৬০টি, যার মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ২৫৫টি। সরকার এ পর্যন্ত ৪৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২৭টি এফএম রেডিও ও ৩১টি কমিউনিটি বেতারকে লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর মধ্যে ৩১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২২টি এফএম রেডিও ও ১৭টি কমিউনিটি বেতারকেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রচারে রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে ভারতের দূরদর্শন ডিশবিহীন সেদেশে সম্প্রচার করছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর উৎক্ষেপণ দেশের গণমাধ্যম অঙ্গনকে শক্তিশালী করেছে। দেশে টিভি চ্যানেলগুলো এখন অনেক কম খরচে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপেণ করা হলে এ সুবিধা আরো বৃদ্ধি পাবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ জোরদার হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৭ কোটি মোবাইল সিম ও ১১ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, সমাজের ওপর নতুন ধারার গণমাধ্যম-- 'নিও মিডিয়া'র ব্যাপক প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরছে। অভার দ্য টপ (ওটিটি) মিডিয়া সার্ভিস, ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম) সার্ভিস নীতিমালা ও আইপি (ইন্টারনেট প্রোটকল) টিভি/আইপি রেডিও সেবা রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা নিয়েও কাজ করছে মন্ত্রণালয়।

দেশে ক্রমবর্ধমান গণমাধ্যম অঙ্গনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পেশাগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে ২০১৪ সালে সরকার বাংলাদেশ সিনেমা এবং টেলিভিশন ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে রাজধানীর সার্কিট হাউজ রোডে ১০৪ কোটি ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৬ তলাবিশিষ্ট তথ্য ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে অত্যাধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সহায়তা প্রদানকারী শীর্ষ সরকারি সংস্থা- তথ্য অধিদফতর সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর-এ বিভাগীয় অফিস স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে সকল বিভাগে তথ্য অধিদফতরের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলো।

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া- উভয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকগণ তাদের নিজেদের কর্মস্থলে

চাকরির অনিশ্চয়তায় ভোগেন, যা স্বাধীন গণমাধ্যমের জন্য হুমকি। তাদের চাকরির এ অনিশ্চয়তা দূর করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রণয়ণ করতে যাচ্ছে গণমাধ্যম কর্মী (চাকরির শর্তাবলী) আইন যা বর্তমানে অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন গণমাধ্যমবান্ধব বর্তমান সরকারের আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকারি অনুদানে পরিচালিত এ ট্রাস্ট এর আওতায় ২০১১-১২ সাল থেকে ৫,২৬৩ জন অসচ্ছল সাংবাদিককে ১৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় সময় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি সাংবাদিক পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩ কোটি ৬৬ লাখ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদান হিসেবে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেন, যা বর্তমানে বিতরণ করা হচ্ছে।

তবে অনেক সময় গণমাধ্যমকেও পক্ষপাতিত্ব করতে দেখা যায়। নানান মতাদর্শের ভিন্ন আঙ্গিকের সংবাদ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে গণমাধ্যম অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে। গণমাধ্যমের এ ভূমিকা ক্ষেত্র বিশেষে নিস্প্রভ হয়ে পড়ে হলুদ সাংবাদিকতা, অপসাংবাদিকতার মতো সমস্যার কারণে। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের সুবিধা নিয়ে সুবিধাবাদী চক্র অসত্য, বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে দেখা যায়। আমাদের দেশে নতুন শতকে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের বিস্ফোরণে অনেক টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের আগমন ঘটে। সম্প্রতি ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক মাধ্যমে জনসাধারণ সরাসরি মত প্রকাশ করতে পারছেন। এখন আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা শুধু সংবাদপত্রের ওপরই নির্ভর করে না। এতে যুক্ত হয়েছে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ও ব্লগ। তবে এসব মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় অনেক সময় ভুল সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়, এর ফলে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়। পুঁজিপতি মালিক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রভাবও স্বাধীন সাংবাদিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সংবিধান-স্বীকৃত গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অধিকার সমুন্নত রাখতে সকল প্রকার গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দায়িত্ব।

শত প্রতিকূলতা ও ঝুঁকি স্বত্ত্বেও গণমাধ্যম দেশে গণতান্ত্রিক বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রযাত্রায় সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে অমূল্য অবদান রাখছে। এই ভূমিকা অব্যাহত রাখতে সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা ও গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তাসহ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের উপযোগী পরিবেশের উত্তরোত্তর বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সদা সচেষ্ট। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ও সুশাসন সুদৃঢ়তর করতে সরকারের পদক্ষেপ তখনই

সার্থকতা পাবে যখন গণমাধ্যমও দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রাখবে শতভাগ।

'গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল। আর এ অগ্রযাত্রায় দেশের মানুষের পাশে থেকে সরকারকে সহায়তা করেছে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম।

সবশেষে জনকল্যাণে গৃহীত সরকারের উদ্যোগকে সফলতার আলো দেখানোর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের শক্তিশালী ভূমিকার জ্বলন্তলে উদাহরণ দিয়ে লেখাটি শেষ করতে চাই। এইতো সর্বশেষ গত প্রায় দুই বছর করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের সফলতায় সহায়ক ভূমিকা রাখলো আমাদের গণমাধ্যম। করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনাসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখে দেশের গণমাধ্যম প্রমাণ করেছে জনমূখী দায়িত্ব পালনে তাঁরা ইচ্ছুক। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ইতিবাচক দায়িত্ব পালনে গণমাধ্যম যদি এভাবেই একনিষ্ঠ থাকে, তবেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন সার্থক করে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের মর্যাদায় আসীন হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথ মসৃণতর হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সবার আকাঙ্খা তাই, আমাদের চতুর্থ স্তম্ভ হোক আরো আরো শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল।

(পরীক্ষিৎ চৌধুরী সিনিয়র তথ্য অফিসার হিসেবে তথ্য অধিদফতরে কর্মরত)

ফিরে আসার গল্প

শাহেদ রহমান

হাসপাতাল থেকে রিলিজ হওয়ায় পর আজ দুই সপ্তাহের অধিক সময় অতিবাহিত হলো। এখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই। লিখতে গেলে হাত কাঁপে, হাঁটতে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। কথা বেশি বললে গলায় খুসখুস করাসহ কাশি আসে। চীনের উহান থেকে কী এক রোগ এলো, সারা বিশ্বকে একেবারে তছনছ করে ছাড়লো। আরও কতদিন এই কোভিডের সাথে বসবাস করতে হবে তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

আমি ২৬ জুন অসুস্থতা বোধ করি। যেমন খুসখুস কাশি, সর্দি ও অস্বস্তিবোধ করছি। অবশ্য ২৫ তারিখ আমি কিছুটা অস্বস্তি বাধ করছিলাম। সেদিন অফিসে যাইনি। তার আগে নিয়মিত অফিস করেছি। ২৮ তারিখে আমার মেয়েরও আমার মতো সমস্যা দেখা দিলে আমি ঘাবড়ে যাই। সে বলে তার গলা খুসখুস করছে এবং সর্দিও আছে। আমি তাকে তার মামার সাথে পরামর্শ করে ঔষধ খেতে বলি। আমিও তার মামার পরামর্শে বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছিলাম। তার মামা একজন ডাক্তার যিনি দিনাজপুরে কোভিড রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। ২৯ তারিখে আমার স্ত্রী ও আমার ভাইয়ের মেয়ে (যে আমার মেয়ের সাথে একই ঘরে থাকে) দুজনই অসুস্থতা বোধ করে। বাড়িসুদ্ধ লোক অসুস্থ হওয়াতে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

কোভিডের কারণে বাসার কাজের লোক চলে যায়। আমার স্ত্রী রান্নাবান্নাসহ সমস্ত কাজ বলা চলে একাই সামলেছেন। এখন সে অসুস্থ হওয়াতে আমার নানান নেগেটিভ চিন্তা মাথায় আসে। কয়েক রাত আমি নির্ঘুম কাটিয়েছি। আমি মেয়ে দুটোকে আলাদা ঘরে থাকতে বলি কিন্তু আমার মেয়ে বলে, আমি আপুকে ছাড়া ঘুমাতে পারবো না। আসলে ছোটবেলা থেকে সে কখনও একা ঘরে ঘুমায়নি। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত আমার সাথে ঘুমাতো।

এরপর ক্লাস এইটে পড়ার সময় তার আপু এলে সে আলাদা হয়। যদিও এর বেশ কিছুদিন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হতো। বৃষ্টিও চায়নি তার আদরের ছোট বোনকে একা একা রাখতে। হায়রে আবেগ, আদর, স্নেহ, ভালোবাসা! মানুষ যত বাড়ায়, আর এর সুযোগ নিয়ে করোনা বংশ বিস্তার ঘটায়। মানুষ বিনিময় করে কুশল আর করোনা বিনিময় করে কৌশল।

প্রথমদিকে মুখে স্বাদ ছিলো, এবার ৩/৪ দিনের মাথায় আমার মুখের স্বাদ নষ্ট হয়। ঝাল জিনিস, ভাত এসব তিতা লাগে। টক-মিষ্টি জিনিসের স্বাদ নষ্ট হয়নি। এ জন্য লেবুর শরবত, মাল্টার জুস খেতে পারতাম। আমার অতি প্রিয় সিদ্ধ ডিমও দুর্গন্ধ

লাগে। আমি মাথা ব্যথার জন্য ঝান্ডু বাম ব্যবহার করি এবং এটার গন্ধ লাগে বিস্কিট এর মতো।

এসব লক্ষণে আমি মোটামুটি নিশ্চিত হই যে আমাদের বাড়ির সবার করোনা হয়েছে। আরও নিশ্চিত হওয়ায় জন্য পরীক্ষা করাতে হবে। পরীক্ষার জন্য প্রথমে আমার স্ত্রীর বড় ভাই ডাক্তার আরোজকে বলি ঢাকায় তার বন্ধুরা কেউ হেল্প করতে পারবে কিনা। আমি চাচ্ছিলাম বাসা থেকে স্যাম্পল দিতে। কিন্তু তার বন্ধুরা জানায় যে বাসা থেকে স্যাম্পল কালেকশন করার সুযোগতো নেইই এবং হাসপাতালে গেলেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

আমি আমার কলিগ আবু নাছের, ডিএফপির ডিজি কিবরিয়া স্যার এবং আমার বন্ধু আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব রফিকুল হাসান রাজুর কাছে পরীক্ষার বিষয়ে হেল্প চাই। তারা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে একই সমস্যার কথা জানায়। একটা বিষয় বলে রাখা ভালো আমার বন্ধু রাজু প্রথম থেকেই আমার অসুখের কথা জানতো এবং সে প্রায় প্রতিদিন ফোন করে আমাকে সাহস যোগায়। আমি বন্ধু মহলে আমার অসুস্থতার কথা রাজুকে বলতে নিষেধ করছিলাম কারণ আমাদের আর এক বন্ধু মাগুরার জেলা জজ কামরুল হাসান লিটু কোভিড আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় চিকিৎসা নিচ্ছিলো। তাকে নিয়ে বন্ধুরা দুশ্চিন্তায় ছিল।

এ জন্য আমার খবরটা না জানানোর জন্য অনুরোধ করি। তবে আমার বাসার কাছাকাছি কুশল নামে আর এক বন্ধু থাকে রাজু শুধু তাকে আমার অসুস্থতার বিষয়টা জানায়। যাহোক কোভিড নিশ্চিত হতে পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের চেষ্টা করি কিন্তু সব জায়গায় একই সমস্যা- সময় লাগবে। রাজু ফোন দিয়ে জানায়, আমাদের অফিসার্স ক্লাবে পরীক্ষার জন্য স্যাম্পল নেয় আমি চাইলে সে সাহায্য করতে পারবে। আপেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের জুনিয়র ছিল এবং সেও আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব।

ক্লাবের বিষয়টা আমি জানতাম কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম বাসা থেকে স্যাম্পল দিতে। যাক রাজু কথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যে আপেলের ফোন এলো এবং সে কিছুটা আবেগ প্রবণ হয়ে বলল, আমি তাকে আপনজন মনে করি না, ছোটভাই হিসেবে দেখি না ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ জন্য তাকে আমার অসুখের কথা জানাইনি। যা হোক আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, এসব বিষয় না, আসলে আমি বাসায় থেকে স্যাম্পল দিতে চাচ্ছিলাম।

কিন্তু যেহেতু এখন সুযোগ নেই তাই ক্লাবে দিতে চাই। সে বাসার সবার ডিটেইলস নিল এবং আধা ঘন্টা পর জানালো ২ জুলাই সবাই স্যাম্পল দিতে পারবো। সে দিন ছিল ৩০ তারিখ মানে আরও দুই দিন অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে কিবরিয়া স্যার ফোন দিয়ে জানান যে, এখন কেউ বাসা থেকে স্যাম্পল নিচ্ছে না। আমি তাকে বলি ক্লাবে করাতে চাই এবং দ্রুত। আপেলের কথা তাকে বলি। কিবরিয়া স্যার বলল, আচ্ছা দেখছি। পরে স্যার জানালো ১ জুলাই হবে, তবে ২ জনের। বাকী ২ জন পরের দিন অর্থ্যাৎ ২ জুলাই দিতে পারবে। সব থেকে যে দুজনের বেশি সমস্যা তারা আগে

দাও। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি ও আমার স্ত্রী আগে দিবো পরের দিন না হয় মেয়ে দুটো দিবে।

ক্লাব সেক্রেটারি মেজবা স্যার (যিনি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব) এর কিছুক্ষণ পর ফোন দিয়ে জানায়, তোমাদের ২ জন কাল ১০-১২টার মধ্যে ক্লাবে যেও। সবার এক সাথে করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু এখানে প্রতিদিন মাত্র ৩০ জনের স্যাম্পল নেওয়া হয়। কালকে তোমাদের একোমোডেট করছি দুজনকে বাদ দিয়ে। তারা তত সিরিয়াস রোগী না। সেকেন্ড টেস্ট দিবে।

আমি ও আমার স্ত্রী ১ জুলাই স্যাম্পল দিতে ক্লাবে গেলাম সকাল সাড়ে ১০টায়। সেখানে আগে থেকেই পনের জনের মতো রোগী ছিল। সবাইকে আগে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। আমরাও করলাম। প্রায় এক সপ্তাহ পর বাসার বাইরে যাওয়াতে সেদিন খুব ভালো লাগছিল। আবহাওয়া বেশ ভাল ছিল। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বেশ উপভোগ করছিলাম। একটু পর খেয়াল করলাম একটা জিপ থেকে মেজবা স্যার নেমে ক্লাবের ম্যানেজার শরীফ সাহেবকে কী জানি নির্দেশনা দিচ্ছেন। আজকে আমাকে টেস্ট এর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম এবং যথারীতি কুশল বিনিময়ের পর ধন্যবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের ৪ জনের এক সাথে করতে পারলে ভালো হতো। কালকে একটু কষ্ট করে এসো ভাই। শরীফ সাহেবকে বললেন, আমি যেন পরের দিন রিপোর্টটা পাই। এরপর তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করলে শরীফ সাহেব আমাকে সাহস দেওয়ার জন্য বললেন, স্যার করোনা কোনো রোগই না। তিনি দুই এক জনের নাম বললেন যারা পজিটিভ হওয়ায় পর এক সপ্তাহে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন কিছু টোটকা ট্রিটমেন্ট করে। এই যেমন তুলসি পাতা, চা, গরম মসলা মধুসহ পানি সহকারে সংমিশ্রণ তৈরী করে গরম করে দিনে ৪/৫ বার খেলে সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হওয়া যাবে।

সেদিন স্যাম্পল দিয়ে বাড়িতে আসার পর আমার গলা ব্যথা ও কাশি বেড়ে যায়। আমাদের কলোনিতে তুলসী গাছ আছে। সেটা দিয়ে আমার স্ত্রী শরীফ সাহেবের টোটকা বানিয়ে দেয়। অবশ্য এতে আমি কিছুটা আরামবোধ করি। পরের দিন অর্থাৎ ২ জুলাই ২ মেয়ে স্যাম্পল দেওয়ার কথা কিন্তু আমার ভাইয়ের মেয়ে সেদিন বেশি অসুস্থ হওয়ায় আর যেতে পারেনি। আমিও জোর করিনি কারণ আমার মেয়ে শ্রাবন্তী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে গেছে, তার বোন বৃষ্টি একটু সুস্থ হলে পরেও স্যাম্পল দেয়া যাবে। পরের দিন বৃষ্টিও সুস্থ হয়ে যায় এবং স্যাম্পল দিতে অনীহা প্রকাশ করে।

আমার ইমেইলে ১ জুলাই মধ্য রাত অর্থাৎ ২ জুলাই আমার ও আমার স্ত্রীর রিপোর্ট আসে কোভিড পজিটিভ। আমি একবার ভাবি হাসপাতালে ভর্তি হবো আবার পরক্ষণেই পিছপা হই। কারণ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে হাসপাতালের কোভিড রোগীর চিকিৎসার অব্যবস্থাপনার নিয়ে নিউজ প্রচার করে যা আমার মনে ভয় ও আতঙ্ক তৈরি করে। এদিকে খেতে না পারার জন্য ইতোমধ্যে আমার দেহ শীর্ণকার হয়ে যায়। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমার স্ত্রীও অসুস্থ অবস্থায় গৃহস্থালি কাজকর্ম করার কারণে

কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫ জুলাই ভোরে ৪.৩০টা ফজরের নামাজের জন্য উঠলে আমি শ্বাসকষ্ট অনুভব করি। নামাজ শেষে আমি আমার স্ত্রীকে বিষয়টা জানাই। ভোররাত অসময়ে এ খবর শুনে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে আমার কলিগ নাছের, বন্ধু রাজু, তার বড় ভাই ডাক্তার আরোজসহ পরিচিত অনেককে ফোন করে সাহায্য প্রার্থনা করে। আরোজ ভাই এ খবর শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ঢাকায় তার ডাক্তার বন্ধুদের কাছে সাহায্যের জন্য ফোন করে। এত ভোররাতে কেউ ফোন ধরেনি কিন্তু একজন বন্ধু এক রিংয়েই তার ফোন ধরে কি বিষয় জানতে চায়। তাকে বিষয়টি বললে তিনি আমাকে সরাসরি কুর্মিটোলা হাসপাতালে পাঠাতে বলেন। তিনি আরোজ ভাইকে অভয় দেন যে, এ নিয়ে তাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। তিনি নিজেই এর তত্ত্বাবধান করবেন। আরোজ ভাইয়ের সহপাঠী এই ডাক্তার বন্ধুটি কুর্মিটোলা হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল। জামিল অতিশয় ভদ্র, পেশাগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ এবং চিকিৎসা সেবায় একজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষ।

আমার স্ত্রী আমাকে হাসপাতাল যাওয়ার জন্য তৈরি হতে বলে। কিন্তু হাসপাতালে যেতে তখনও আমি ইতস্তত করি প্রথমত মিডিয়ায় সংবাদ এবং দ্বিতীয়ত মেয়ে দুটো বাসায় একা একা কীভাবে থাকবে সে চিন্তায়। আমি তাকে বলি, আর একটু দেখি, যদি ভালো বোধ করি না গেলেও চলবে। আমার স্ত্রী নাছোড়বান্দা, সে আমাকে হাসপাতালে নেবেই। কেননা সে সর্বক্ষণ আমার অক্সিজেন স্যাচুরেশন চেক করছিল এবং তার ভাইকে রিপোর্ট করছিলো। এক সময় সম্ভবত আমার অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৮০ এর কাছাকাছি চলে আসে। আমার স্ত্রী এটা তার ভাইকে জানালে তিনি সমূহ বিপদের আশঙ্কা থেকে আমার সাথে নিজেই ফোনে কথা বলেন।

আমাকে বলেন যে, তোমাকে তারা আউটডোরে চিকিৎসা দেবে, মোটামুটি সুস্থ হলে আজকে ছেড়ে দেবে। এবার আমি রাজি হলাম এ জন্য যে বিকেলের মধ্যে তাহলে বাসায় ফিরতে পারবো। কিন্তু আমার অবস্থা এতটা সংকটাপন্ন এবং এটা একদিনে যে উন্নতি হবে না সেটা আরোজ ভাই ডাক্তার হিসেবে বেশ বুঝতে পারছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হাসপাতালে একবার নিতে পারলে পরে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাখবেন।

এদিকে ক্লাব সেক্রেটারি মেজবা স্যার সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করেন। কিবরিয়া স্যার বলেন, সেখানে যেতে কেননা সেটা আমার সার্কিট হাউজের বাসা থেকে কাছে। আমার স্ত্রীও তাদের কথায় সায় দেয় এবং আমাকে বলে, আমরা বরং কর্মচারী হাসপাতালে যাই, এটা বাসার কাছে হবে। কিন্তু আমি তাকে বলি, গেলে কুর্মিটোলা হাসপাতালেই যাব। আর যাই হোক আর্মিদের ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত ভালো হয়। তাছাড়াও তো একজন পরিচিত জনের মাধ্যমে ভর্তি হবো। আমার কুর্মিটোলা হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল সেটা পরে বুঝতে পারি। ঐ দিনই অর্থাৎ ৫ জুলাই আমি কুর্মিটোলা হাসপাতালে ভর্তি হই এবং ৩০ নং কেবিনে চলে যাই। ব্রি. জামিল ভাই আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেদিন থেকেই অক্সিজেন সাপোর্টে শ্বাস প্রশ্বাস নেই।

৬ জুলাই সম্ভবত সকালে আমি বাথরুমে পড়ে যাই। ব্রিগে. জামিল এটা জানার পর সেদিন থেকে হুকুম হলো বাথরুমে গেলেও যেন অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যাই। কিন্তু এটা তার পরের দিনও ঘটে যদিও এইদিন আমি বাথরুমে অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ যাই। অথচ পড়ে যাওয়ার বিষয় আমার কিছুই মনে নেই। প্রথম দিন ডাক্তাররা ভেবেছিলেন, বাথরুমে অক্সিজেন না নিয়ে যাওয়ার কারণে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু পরের দিন এর পুনরাবৃত্তি হওয়ায় তারা দুশ্চিন্তায় পড়েন। পরে এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, আমার ব্লাড প্রেসার ৪০ এর নিচে, সুগার লেভেল ৩.৫ এবং এটা অনুসন্ধান করেছিলেন ব্রিগে. জেনারেল ডা. জামিল।

এ রকম অবস্থায় মানুষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপা ও সবার দোয়ায় আমি বেঁচে যাই। কেননা বাথরুমের দরজা খোলা ছিল এবং সেখানে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। দুই দিনেই সে একেবারে ফ্লোরে পড়ে যাওয়ার আগে ধরে ফেলে এবং আমার নিস্তেজ দেহটাকে কোনো রকমে বাথরুম থেকে বের করে আনে। প্রথমেই সে পড়ে যাওয়া অক্সিজেন মাস্কটি আমার মুখে লাগিয়ে দেয়।

সে কিছুটা ভয় পেয়ে যায় ও ভয়ে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ে। পাশের কেবিনের একটি মেয়ে সৌভাগ্যবশত আমাদের কেবিন অতিক্রম করছিল। আমার স্ত্রী তাকে ডাক্তার বা নার্স যে কেউ একজনকে ডেকে দেওয়ার অনুরোধ করে। নার্স আসলে আমাকে বেড়ে নেয়া হয়। আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে সেদিন নার্সটি বলেছিল, আপা আপনাকে যদি জড়িয়ে ধরে মাথায় একটু হাত বোলাতে পারতাম। কিন্তু আমার স্ত্রীও কোভিড রোগী ছিল। একটু পরেই ডাক্তার আসে এবং এ দিন থেকে আমাকে স্যালাইন দেয়া হয় যেহেতু মুখে খেতে পারছিলাম না।

এছাড়া ব্লাড প্রেসার ও সুগার লেভেল বৃদ্ধির জন্য ব্রিগে. জামিল ভাই সে দিন বিকেলে আমার জন্য চকলেট, কোক, গ্লুকোজ ও জুস পাঠিয়ে দেন এবং কষ্ট হলেও এগুলো খেতে বলেন। জামিল ভাই বলেন, তার হাসপাতালে এ পর্যন্ত যত মৃত্যু হয়েছে তার অধিকাংশই বাথরুমে পড়ে যাওয়ার ঘটনা। তিনি আমার স্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জানান এ জন্য যে, সে আমাকে ফ্লোরে পড়ে আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা করেছে এবং যথাসময়ে ডাক্তার নার্সকে খবর দিয়েছে, এটা না হলে হয়ত ঐ দিনই সবকিছু শেষ হয়ে যেত।

আমি ২৩ দিন হাসপাতালে ছিলাম। প্রতিদিন সকালে নাভিতে একটা ইনজেকশন দেওয়া হতো। শেষের ৭ দিন সকাল ও রাতে দুই বেলা ইনজেকশন। এভাবে ২৩ দিনে ৩০টি ইনজেকশন দেওয়া হয়। আরও ২/৩টি ঔষধ ইনজেটবল ফরমে দিত। নার্সরা এত দক্ষ যে, ইনজেকশন দেওয়ার সময় আমি টেরই পেতাম না। আর বড়ি বা ক্যাপসুল খেতে হতো দিনে ১৫/১৬টি। ডাক্তার ও নার্সদের ব্যবহার ছিলো অমায়িক। তারা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করত আমি কেমন বোধ করছি। আমি ভালো বললে তারা খুব খুশি হতেন। আমার বেশ অবাক লাগে, আমি ৫/১০ মিনিট ফ্যান অফ করে থাকতে পারতাম না কিন্তু তারা সুস্থ সবল মানুষ এই গরমে পিপিই পরে কীভাবে হাসিমুখে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন।

২০ জুলাই হাসপাতালের ১৬তম দিনে আমি আমার শরীরের ওজন করলে পাই ৫৯ কেজি যেটা অসুস্থতার আগে ছিল ৭০ কেজি। অবশ্য এদিন থেকে আমি অল্প স্বল্প খাওয়া দাওয়া করতে পারি। হাসপাতালে যথেষ্ট ভালো খাওয়া দিতো। জনপ্রতি সকালে-অর্ধেক পাউরুটি, জেলি, দুটো সেদ্ধ ডিম, ২৫০ লিটার দুধ; দুপুরে-ভাত, মাছ বা মুরগির মাংস, সবজি ও ডাল এবং একটি ম্যাংগো জুস; বিকেলে- ২টি কলা, বিস্কিট ১ প্যাকেট, ২টি আপেল ও মসলাযুক্ত চা আর রাতে-ভাত, মাছ বা মুরগির মাংস, ডাল, সবজি।

একজন করোনা রোগীর সুস্থতার জন্য পুষ্টিকর যে খাবার প্রয়োজন তাই সরবরাহ করা হতো। যদিও দুধ, জুস ও আপেল ছাড়া হাসপাতালের আর কোনো খাবার খেতে পারতাম না। বাসা থেকে আমার মেয়েও ভাইস্তি আমার পছন্দের খাবার পাঠাতো। এরপর থেকে আমার ওজন বাড়তে থাকে। ২৩ তারিখ বাসয়া এসে ওজন করি ৬৪ কেজি। যেটা এখন ৬৫ কেজি। ওজন বাড়ার একটি কারণ আছে তাহলো-আমি যখন খেতে পারছিলাম না তখন একটি খাবার খুব খেতে ইচ্ছে করছিলো, সেটা হলো-পান্তা ভাত। প্রথমে আমার স্ত্রী সেটা দিতে চাননি পরে যখন শুনলো আমার বন্ধু লিটুও সেটা খাচ্ছে তখন সে দেয়। এবং পান্তা ভাত আমি বেশ মজা করে খেতাম ও যেটা আমার মুখের স্বাদ নষ্ট করেনি এবং এখনও খাচ্ছি।

আমাকে বাসায় ফেরানোর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমার স্ত্রীর। এই ২৩ দিনের মধ্যে ২২ দিন সে রাতে নির্ঘুম কাটিয়েছে যাতে কোন সময় আমার অক্সিজেন ডিসপ্লেসড না হয়। অক্সিজেন শেষ হলে নিজে সিলিন্ডার টেনে এনে আবার আমার মুখে লাগিয়ে দিয়েছে। অথচ নিজেও করোনা রোগী। ২৩ দিনে প্রায় ১০০ বা তার বেশি সিলিন্ডার আমি ব্যবহার করেছি। ৫/৬ টা বাদে প্রায় সবগুলো সে বহন করেছে। সিলিন্ডার টানতে গিয়ে তার বুকে ব্যথা হয়। এরপরও সে থেমে থাকেনি। শেষের দিকে হাসপাতালের একটা বয় তাকে মাঝে মাঝে হেল্প করতো। মানুষের মনোবল কতোটা দৃঢ় ও শক্ত হলে রোগী হয়েও এভাবে সেবা করতে পারে। নির্ঘুম ও শরীরের ওপর অতিরিক্ত টর্চারের কারণে তার রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। রক্তশূন্যতার জন্য ডাক্তার তাকে ব্লাড স্যালাইন দেয় পরপর ২টি। কিন্তু সে একটি নেওয়ার পর আর নেয়নি। কেননা একটি স্যালাইন নেওয়ার পর রাত হয়ে গিয়েছিলো এবং সে যদি আবার স্যালাইন নেয় তাহলে আমাকে দেখবে কে। আমি নাকি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে মুখের অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলতাম। তাই সে ঝুঁকি নেয়নি। বলা বাহুল্য হাসপাতালে প্রথম ১৪/১৫ দিন আমি অর্ধচেতন বা ঘুমিয়ে ছিলাম। ফোন রিসিভ করাসহ সব কিছু আমার স্ত্রী করতো।

আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। আমি হাসপাতালে জানতে পারি আমার বন্ধু মাগুরার জেলা জজ লিটু একই হাসপাতালে ভর্তি। বিকেলেই সে তার স্ত্রীকে পাঠায় আমার খবর নেওয়ার জন্য। এর আগে সে আমার মোবাইলে ফোন করে। আমার স্ত্রী ফোন রিসিভ করে এবং আমাদের কেবিন নম্বর তাকে জানিয়ে দেয়। যা হোক ভাবী এসে জানায় তার বাড়ির সবাই করোনায় আক্রান্ত, ৪১ নম্বর কেবিনে একত্রে আছে যেটা একই ফ্লোরে। লিটু ছাড়া মোটামুটি সবাই সুস্থ। ভাবী আমার স্ত্রীকে কিছু বিষয়

শিখিয়ে দেয় যেমন অক্সিজেন শেষ হলে কোথা থেকে আনতে হবে, মুখে কীভাবে লাগাতে হবে, অক্সিজেন ফ্লো কীভাবে বাড়াতে কমাতে হবে।

ভাবী আরও বলেন, কোনো কিছু প্রয়োজন হলে যেন কোন রকম ইতস্ত না করে তাকে জানানো হয়। এরপর প্রতিদিন ভাবী ৩/৪ বেলা আমাদের খবর নিতেন এবং আমি খেতে পারতাম না বলে একটা স্যুপ বানিয়ে নিজেই সেটা দিয়ে যেতেন। বলা বাহুল্য এই স্যুপটা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, আমার দুর্বল শরীরে কিছুটা শক্তি যোগায়। লিটু আমার সপ্তাহ খানেক আগে হাসপাতাল ভর্তি হয় এবং স্বাভাবিকভাবে আগেই রিলিজ হয়। কিন্তু যাওয়ার আগে আমার বন্ধু আমার সাথে দেখা করে। ভাবী আমার স্ত্রীকে স্যুপ রান্না শিখিয়ে দেন এবং কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে যান। ভাবীর মতো এমন পরোপকারী ও মহানুভব ব্যক্তিত্ব আজকাল সত্যিই বিরল। তিনি নিজেই অসুস্থ এরপরও আমাদের নানান প্রয়োজনে সহায়তা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই যারা এই দুঃসময়ে আমাদের খোঁজ নিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন- অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সিনিয়র জুনিয়র অনেক সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ব্যাচমেট, সাংবাদিক বন্ধু, শুভাকাঙ্খী প্রায় প্রতিদিন আমাদের খোঁজ নিয়েছেন ও সাহস যুগিয়েছেন। সবার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাও কৃতজ্ঞতা।

আমাদের করোনা নেগেটিভ রেজাল্ট ৮ জুলাই চলে আসে কিন্তু না খেতে পারার কারণে আমার অন্যান্য আরো অনেক সমস্যা দেখা দেয়। ব্লাড প্রেসার ও সুগার লেভেল নিচে নেমে যাওয়াসহ গলা ও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ডাক্তার আমাকে আরও কিছুদিন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলেন কিন্তু কোরবানির ঈদের কারণে আমাদের রিলিজ দেয়া হয়। হাসপাতালেই প্রেসার ও সুগারের সমস্যা ঠিক হয়ে যায়। অন্যান্য সমস্যার জন্য আরও ২ মাস ঔষধ খেতে হবে। এছাড়া দুই সপ্তাহের মধ্যে গলার সমস্যা ও অক্সিজেন স্যাচুরেশন ঠিক না হলে সিটি স্ক্যান করে একজন ফুসফুস বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলা হয়।

(শাহেদ রহমান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের উপসচিব। লেখাটি ১২ আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখের)

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর মিডিয়া সেন্টার: ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বয়ান

নাসরীন জাহান লিপি

২০১৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার দুটি কমিটি গঠন করেছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে সভাপতি করে গঠন করা হয় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'। একই তারিখে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে প্রধান সমন্বয়ক করে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়। দেশের বরেণ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিকে কমিটি দুটোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কমিটি গঠনের পর শুরু হয় প্রস্তুতিমূলক কাজ। ১লা মার্চ ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউটের ৫ম তলায় কমিটির কার্যালয় স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০১৯ সালের ২০শে মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম যৌথ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত ৯টি উপকমিটির অন্যতম ছিল মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপিকে আহ্বায়ক এবং মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সদস্য সচিব করে ৩৬ সদস্যবিশিষ্ট মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি গঠন করা হয়। এই উপকমিটির সদস্য হিসেবে ছিলেন–বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব ইহসানুল করিম, বাসসের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আবুল কালাম আজাদসহ সিনিয়র সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ ৩৬জন।

মিডিয়া সেন্টার স্থাপন

২১শে এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এই উপকমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সহায়তা করার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের

সহযোগিতায় জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে একটি মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর থেকে মিডিয়া সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত করা হয়। তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রধান মিডিয়া কর্মকর্তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে মিডিয়া সেন্টার।

প্রধান মিডিয়া কর্মকর্তা হিসেবে আমাকে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে সর্বপ্রথম সংযুক্ত করা হয়। আমার সহযোগী হিসেবে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র তথ্য অফিসার মুহম্মদ মোহসীন রেজা, সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. জাহাঙ্গীর আলম, তথ্য অফিসার গাজী শরীফা ইয়াসমিন ও তথ্য অফিসার মোসাম্মৎ সাবিহা আক্তার লাকী। ভিডিও ক্যামেরা পরিচালনার জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে একজন ক্যামেরা সহকারী ও একজন অফিস সহায়ক এবং বাংলাদেশ বেতার থেকে একজন উচ্চমান সহকারীকে মিডিয়া সেন্টারে সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি একজন মিডিয়া কনসালট্যান্ট এবং একজন ভিডিও এডিটর মিডিয়া সেন্টারে নিয়োগ দেয়। মাছরাঙা টেলিভিশনের একজন সিনিয়র নিউজরুম এডিটর মিডিয়া সেন্টারে সহযোগিতা করেছেন।

মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ ও তা সরাসরি মিডিয়া হাউজে প্রেরণ এবং প্রেস ব্রিফিং ও জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান চলাকালীন বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের সার্বিক সহায়তা করার নির্দেশনা দেওয়া হয় তথ্য অধিদফতর থেকে। মিডিয়া সেন্টারের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার জন্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী, কম্পিউটার যন্ত্রপাতি, ভিডিও ক্যামেরা এবং ভিডিও এডিটিং প্যানেল ক্রয়ের জন্য এবং যানবাহন ও বিবিধ ব্যয় মেটানোর জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট থেকে ৪৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা তথ্য অধিদফতর বরাবর বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৩ লাখ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয় মিডিয়া সেন্টার পরিচালনার জন্য। করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির দাপ্তরিক কাজ সম্পন্নের প্রয়োজনে ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হলে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মিডিয়া সেন্টার পরিচালনার জন্য ৪ লাখ টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায়।

জনাব সুরথ কুমার সরকার তথ্য অধিদফতরের তৎকালীন প্রধান তথ্য অফিসার এবং পরবর্তীতে মো. শাহেনুর মিয়া প্রধান তথ্য অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) হিসেবে মিডিয়া সেন্টার পরিচালনায় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন বলে তথ্য অধিদফতর স্থাপিত মিডিয়া সেন্টারটি প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এছাড়াও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি দপ্তরের প্রধানগণ, তথ্য অধিদফতরের আলোকচিত্র শাখা, নিউজরুম, প্রশাসন ও প্রটোকল শাখা, তথ্য সাধারণ ক্যাডারের সকল সহকর্মী এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রেস উইং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অণুবিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের 'বঙ্গবন্ধু সেল', এসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো), বাংলাদেশ

টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার থেকে অসামান্য সহযোগিতা পেয়েছি, যা মিডিয়া সেন্টারের কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

মুজিববর্ষের সকল অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রচারণা

মুজিববর্ষে দেশ ও বিদেশে নানা আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ও সংবাদ প্রকাশ। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির মিডিয়া সেন্টার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে ব্যাপক প্রচারণার কাজে নিয়োজিত ছিল। দেশ-বিদেশে সংবাদ প্রকাশ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচারসহ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এ সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মিডিয়া সেন্টার জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সকল কার্যক্রম প্রিন্ট-ইলেকট্রনিক -অনলাইন মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। স্থিরচিত্র ও ভিডিও ছবি ধারণ এবং সম্পাদনার মাধ্যমে মুজিববর্ষের সকল আয়োজনের ডিজিটাল কনটেন্ট দাঁড় করিয়েছে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নয়টি উপকমিটি বিভিন্ন সময়ে সভা করেছে, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যার সবকিছুই মিডিয়া সেন্টার স্টিল ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরায়

ধারণ করেছে। বিভিন্ন সময়ে সংবাদ-সম্মেলনের পাশাপাশি করোনা মহামারি উদ্ভূত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত 'মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ –(৯ই মার্চ ২০২০)

পরিস্থিতিতে ডিজিটাল মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। মুজিববর্ষে মিডিয়া সেন্টার থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা

সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ২৮শে আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ২৯শে মার্চ সময়ে সর্বমোট ২৫৩টি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে মিডিয়ায় নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানে তথ্য অধিদফতরের আলোকচিত্র শাখার সহযোগিতায় স্থিরচিত্র ধারণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে মোট ৩৮,৬৯৭টি। মিডিয়া সেন্টারের ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে এ পর্যন্ত মোট ১৬৯টি সভা ও অনুষ্ঠানের ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। মোট ধারণকৃত ভিডিও'র সর্বমোট ব্যাপ্তি ১০৫ ঘণ্টা, ৫৯ মিনিট ১৪ সেকেন্ড এবং মোট ফাইল সাইজ ২.৬৩ টিবি।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু-সম্পর্কিত তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত যেকোনো সামগ্রী জাতীয় আর্কাইভে প্রদানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান, মুজিববর্ষে আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ সম্পর্কিত তথ্যাদি স্ক্রল বার্তা প্রচার। আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের প্রেস রিলিজসহ বিভিন্ন তথ্য ফেসবুক পেজ (https://www.facebook.com/mujib100celebrations)-এ নিয়মিতভাবে আপলোড করা হয়েছে।

মুদ্রিত ২০টি পোস্টার ও ৩৫টি ই-পোস্টার প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে। প্রকাশিত পোস্টারসমূহ সিটি কর্পোরেশনসমূহ ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারা দেশে ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশে স্থাপন, প্রদর্শনসহ মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও লেখকদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করে তথ্য অধিদফতরের মাধ্যমে বহুল প্রচারিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠান বিষয়ে জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহায়তায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরের একাধিক বহুল প্রচারিত দৈনিক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনসমূহের ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনে বিশেষ প্রকাশনাসমূহের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ, স্থিরচিত্র সরবরাহ ও সম্পাদনায় সহযোগিতা এবং ধারণকৃত ভিডিও, সংগৃহীত ফুটেজ-এভি-প্রামাণ্যচিত্র-আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহের ধারণকৃত অংশের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিডিও সম্পাদনা করা হয়েছে। মূল ভিডিওসহ সম্পাদিত ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণপূর্বক ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। মিডিয়া সেন্টার বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের অডিও শুনে শুনে ভাষণের লিখিত রূপকে নির্ভুল করতে কাজ করেছে। একইভাবে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের লিখিত ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত করেছে, যা জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রকাশনাসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার অনুষ্ঠানস্থল জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে এবং 'মহাবিজয়ের মহানায়ক' প্রতিপাদ্যে দেশি-বিদেশি সংবাদকর্মী এবং সাংবাদিকদের জন্য সর্বাধুনিক সুবিধা সংবলিত মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়।

মুজিববর্ষে নির্মিত হয়েছে মোট ১২টি টিভিসি। সর্বনিম্ন ব্যাপ্তি ২১ সেকেন্ড, সর্বোচ্চ ব্যাপ্তি ০৪ মিনিট ০৮ সেকেন্ড, মোট ব্যাপ্তি ১৫ মিনিট ২০ সেকেন্ড। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি নিবেদিত মোট ৩০টি অডিও-ভিজ্যুয়াল ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়। এগুলোর সর্বনিম্ন ব্যাপ্তি ০২ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড, সর্বোচ্চ ব্যাপ্তি ২৯ মিনিট ২০ সেকেন্ড এবং মোট ব্যাপ্তি ৪ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ১৩ সেকেন্ড। অডিও ভিজ্যুয়ালসমূহ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের তথ্য অফিসসমূহের মাধ্যমে, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। মিডিয়া সেন্টার থেকে নির্মিত হয়েছে দুটি তথ্যচিত্র। ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানসমূহের সরাসরি সম্প্রচার, প্রামাণ্যচিত্র-অডিও-ভিজ্যুয়াল-থিম সং প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে দেশ ও দেশের বাইরে মুজিববর্ষব্যাপী কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচারণা সম্ভব হয়। এভাবেই কোভিড পরিস্থিতিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মিডিয়া সেন্টার মুজিববর্ষের কার্যক্রম সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থিরচিত্র, ভিডিও, ভাষণের অডিও/ভিডিও, নিউজ ক্লিপ প্রভৃতি তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হতে সংগ্রহপূর্বক মিডিয়া সেন্টারে সংরক্ষণ, এডিটিং প্যানেলে প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর গণমাধ্যমে প্রচার, নতুন অডিও-ভিজ্যুয়াল/ডকুমেন্টারি নির্মাণে ব্যবহার এবং সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়েছে।

মিডিয়া সেন্টারের ভিডিও এডিটিং প্যানেলের সাহায্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির মোট ২৯ ঘণ্টা ৫৫ মি. ০২ সে. ব্যাপ্তির আলোচনা অনুষ্ঠানের ভিডিও, মোট ২৪ ঘণ্টা ৪১ মি. ৪৩ সে. ব্যাপ্তির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিডিও সম্পাদনা করে সম্পাদিত ভিডিও ফুটেজ হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের জন্য ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহের ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনে সেগুলোর মূল ভিডিও-সহ সম্পাদিত ভিডিও ফুটেজ হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের জন্য ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। মুজিববর্ষে জাতির পিতাকে নিবেদিত এবং সকল অনুষ্ঠানের টিভিসি, অডিও-ভিজ্যুয়াল ও প্রামাণ্যচিত্র এবং মুজিববর্ষের থিম সংগীত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্বের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মিডিয়া সেন্টার mujib100mediacell শীর্ষক একটি ইউটিউব চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করে এই চ্যানেলে ৩৩৮টি ডিজিটাল কনটেন্ট আপলোড করেছে, যা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে মুজিববর্ষের প্রচার কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করেছে। মুজিববর্ষের কোন অনুষ্ঠান কতটা দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে, তারও পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে দর্শকসংখ্যার বিচারে। যেহেতু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কনটেন্টসমূহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুজিববর্ষ সম্বন্ধে জানতে ও কনটেন্টসমূহ উপভোগ করতে পারবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা, দেশ-বিদেশের পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। এসব প্রকাশনাসমূহের মধ্যে কিছু প্রকাশনার সম্পাদনার কাজে মিডিয়া সেন্টারের কর্মকর্তাবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি প্রকাশিত সকল প্রকাশনায় প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচিত স্থিরচিত্র সরবরাহের মাধ্যমে মিডিয়া সেন্টার ভূমিকা রেখেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, তথ্য, পররাষ্ট্রসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হয়েছে তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে মিডিয়া সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যদি দেশের হাজার বছরের ইতিহাস, দেশ কীভাবে স্বাধীন হ'ল সেই সংগ্রামের ইতিহাস, কার নেতৃত্বে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে, তা না জানে তাহলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে না। মুজিববর্ষের আয়োজনকে সে কারণেই কেবলমাত্র উদযাপন কিংবা উৎসব হিসেবে নয়; এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী করার চেষ্টা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন-কর্ম ও আত্মত্যাগের মহিমাকে তরুণ প্রজন্মের সামনে ছড়িয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের প্রতিটি অনুষঙ্গকে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে। সে কারণেই প্রতিটি অনুষ্ঠানে শুধুই বিনোদন নয়, বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন এবং বাঙালির আবহমানকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে আনা হয়েছে। জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের সাফল্য হচ্ছে এই– এখনকার তরুণ প্রজন্ম জানে বঙ্গবন্ধু কীভাবে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জেনে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেই আত্মত্যাগের এবং জাতি গঠনের প্রেরণা নিতে পারছে।

বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নটা অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। তবে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে আরেকটি স্বপ্ন যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ ও দেশবাসী। এর সাক্ষ্য দিয়েছেন জাতিসংঘ-ওআইসির মহাসচিব, যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার প্রেসিডেন্টসহ বিশ্বনেতারা। সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ যে বিশ্বের উন্নয়নে রোল মডেল হয়েছে, 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে দশ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় উপস্থিত থেকে প্রদত্ত বক্তৃতা ও প্রেরিত ভিডিও বার্তায় বিশ্বনেতাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেশবাসীকে গর্বিত করেছে। 'মুজিববর্ষ' উদযাপনে দেশ-বিদেশ থেকে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সবাই যেভাবে সাড়া দিয়েছেন, অংশগ্রহণ করেছেন, তা অভূতপূর্ব। এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যক্তি, বিশালতা ও তাৎপর্যের নিরিখে মুজিববর্ষের আয়োজন সাফল্যজনকভাবে ঐতিহাসিক আয়োজনে পরিণত হতে পেরেছে।

এই সাফল্যের ফলশ্রুতিতে মিডিয়া সেন্টারের প্রধান মিডিয়া কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমি নাসরীন জাহান লিপি, উপপ্রধান তথ্য অফিসার মোহাম্মদ মোহসীন রেজা ও তথ্য অফিসার মোসাম্মৎ সাবিহা আক্তার লাকী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বহস্তে স্বাক্ষরযুক্ত ধন্যবাদপত্র অর্জন করেছি, যা আমার ও আমার সহকর্মীদের কাছে মহামূল্যবান হিসেবে আজীবন বিবেচিত হবে।

(নাসরীন জাহান লিপি উপপ্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে তথ্য অধিদফতরে কর্মরত)

তথ্য সার্ভিসে নারী কর্মকর্তাদের অবদান

মুহা. শিপলু জামান

এগিয়ে যাচ্ছে নারী, এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। উন্নয়নের পথে দীপ্ত পদক্ষেপে ধাবমান বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, দেশরত্ন, 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১' এর রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তরে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের মানুষকে নানাবিধ সেবা প্রদান করছেন নারী সহকর্মীগণ, যাদের অনেকেই মেধা আর মননের আলোয় আলোকিত করেছেন পুরো তথ্য পরিবারকে। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩৬তম বিসিএস পর্যন্ত বর্তমানে তথ্য সার্ভিসে ৩৪ জন নারী কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। সংখ্যাটি বড় না হলেও ছোট্ট এই ক্যাডারে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু একটি লেখার মাধ্যমে সকলের অবদানকে সমানভাবে কিংবা যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবুও আমি চেষ্টা করবো আমার অগ্রজ, সমসাময়িক ও অনুজ অনেক নারী সহকর্মীর কাজকে উল্লেখ করতে যাতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমরা সবাই তাদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হই।

পূর্বসূরিগণ

খালেদা এদিব চৌধুরী

ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি ও কথাশিল্পী খালেদা এদিব চৌধুরী। সাহিত্যকর্মের অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৪ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও আলাওল সাহিত্য পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। খালেদা এদিব চৌধুরী ১৯৩৯ সালের ৩রা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লার পয়ালগাছা চৌধুরী পরিবারে। ১৯৫৮ সালে তিনি টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজ থেকে স্নাতক ও ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা ও পরে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। তিনি তথ্য সার্ভিসে আত্মীকৃত হন এবং দীর্ঘকাল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পাক্ষিক *নবারুণ* সম্পাদনা করেন। তিনি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের উপপরিচালক হিসেবে ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। কবিতা, গল্প,

উপন্যাস, শিশুসাহিত্যসহ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৩টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *আনন্দ এই মেলা*, *পোড়ামাটির গন্ধ*, *প্রেমের কবিতা*, *হে প্রেম হে সময়*, *দুঃখ সুখের বেলায়*, *খালেদা এদিব চৌধুরীর কবিতা*, *রবীন্দ্রসাহিত্যে কিশোর কিশোরী* ইত্যাদি। ২০০৮ সালের ২৮ মে তারিখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি আমাদের পূর্বসূরি ছিলেন যা আমাদের জন্য গৌরবের।

কাজী রোজী

কাজী রোজী ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাতক্ষীরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী শহীদুল ইসলাম। শিক্ষাজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন কবি ও রাজনীতিবিদ। তিনি মাসিক সমকাল পত্রিকার সম্পাদক ও কবি সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৮-১৯৭৫) সহধর্মিনী ছিলেন। দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী (আসন-৪৩) আসনের সাংসদ ছিলেন। ২০০৭ সালে তথ্য অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। স্বদেশের প্রতি দায়বদ্ধ কবি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের কাজ করে গেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার ইতিহাসে কাজী রোজী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রথম শহীদ নারী কবি মেহেরুন্নেছার জীবনীকার। গবেষণা করেছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে। স্বাধীনতার পটভূমিতে রচিত 'চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে হয়ত সে এক কথকতা', 'আমার দোষে কারো নাকি কপাল ভেঙেছে', 'এ তোমার জানবার কথা নয়', 'এমনি করে সবাই যাবে, যেতে হবে' ইত্যাদি জনপ্রিয় গানের রচয়িতা কবি কাজী রোজী। কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ও ২০২১ সালে একুশে পদক লাভ করেন তিনি। *মুজিবর বাঙালির স্বপ্নঘর*, *খানিকটা গল্প তোমার*, *মানুষের গল্প*, *কবিতায় বলি কবিতায় জ্বলি*, *ছড়ার ব্যঞ্জন*, *মানুষের কাব্য*, *মধ্যিখানে সিঁথিকাটা পুরুষ গো*, *পথঘাট মানুষের নাম* (কাব্যগ্রন্থ), *নষ্ট জোয়ার* (কাব্যগ্রন্থ), *আমার পিরানের কোনো মাপ নেই* (কাব্যগ্রন্থ), *লড়াই* (কাব্যগ্রন্থ), *শহীদ কবি মেহেরুন নেসা* (জীবনী গ্রন্থ), *রবীন্দ্রনাথ : রসিকতার কবিতা* (গবেষণা গ্রন্থ) প্রভৃতি কাজী রোজীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আমি কাজী রোজী স্যারের সাথে কখনো কাজ করিনি। তবে স্যারকে দেখেছি সবসময় হাসিখুশি ও মিষ্টভাষী। তিনি তাঁর কর্ম আর লেখনীর মাধ্যমে তথ্য সার্ভিসকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। দীর্ঘ ২২ বছর ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস করে ২০ ফেব্রুয়ারি,২০২২ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তথ্য পরিবার তাঁর অবদানকে সারাজীবন স্মরণ করবে।

কামরুন নাহার

তথ্য সার্ভিসের রত্ন, আমাদের গর্ব কামরুন নাহার স্যারের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মোল্লা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইউনুস এবং মায়ের নাম মোছাম্মদ জামিলা খাতুন।তিনি সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে এসএসসি এবং ১৯৭৯ সালে মানবিক বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে এইচএসসি উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৮২ সালে বিএসএস-সম্মান (দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৬ষ্ঠ স্থান) এবং ১৯৮৩ সালে এমএসএস (প্রথম শ্রেণিতে ৩য় স্থান) অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে ২০০২ সালে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্ত করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন।কামরুন নাহার স্যার বিসিএস ১৯৮৪ নিয়মিত ব্যাচের তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা। তিনি তথ্য মন্ত্রণালয়ে (বর্তমানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়) সচিব (৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ২৯ নভেম্বর ২০২০) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব (২২ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯) পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধান তথ্য অফিসার। ২০১৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সরকারের প্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে তথ্য অধিদফতরের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেয়ার আগে তিনি মহাপরিচালক হিসেবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এবং ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, সরকার তাঁকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য ও একাধিক মেয়াদে চলচ্চিত্রে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জুরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে। বর্তমানে তিনি ইউএনডিপির এ টু আই প্রকল্পের মিডিয়া শাখার সিনিয়র স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছেন। অত্যন্ত দক্ষতাসম্পন্ন তথ্য পরিবারের এই সদস্য মাঠপর্যায়ে–ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা তথ্য অফিসে তথ্য অফিসার হিসেবে চাকরি শুরু করেন। তিনি গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) থাকাকালীন আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো তাঁর সাথে কাজ করার। তখন আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। সততার সাথে ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চাকরি করা, কর্মস্থলে মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা ও ভালো ব্যবহার করা, সহানুভূতির সাথে অধস্তন সহকর্মীদের কাজে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয় আমি শিখেছি তাঁর কাছ থেকে। তথ্য সার্ভিসের উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিককালে তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের বিভিন্ন দপ্তরের পদসৃজন এবং কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য সার্ভিসের সকল পর্যায়ের কর্মকমর্তা-কর্মচারীরা আজীবন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

জিকরুর রেজা খানম

আমাদের প্রিয় জিকরুর রেজা খানম ম্যাডাম জন্ম ১৯৫৯ সালে পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ায় তাঁর আদি নিবাস নেত্রকোণা জেলার মদন উপজেলার ফতেহপুর গ্রামে। তবে ছেলেবেলা কেটেছে বিভিন্ন জেলায়, পিতার কর্মস্থলে। চাকরি পাওয়ার আগে যিনি স্বপ্ন দেখতেন কীভাবে সংসার সাজাবেন,আদর্শ গৃহিণী হবেন, সেই তিনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এস করে যোগ দেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে। ১৯৮২ সালের নিয়মিত ব্যাচে বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারে যোগদানের আগে তিনি ৮২ বিশেষ ব্যাচে যোগ দিয়ে কিছুকাল সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরি করেছেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল টাঙ্গাইলে। কিছুটা খেয়ালি ও প্রচারবিমুখ জিকরুর রেজা খানম উপসচিব হওয়ার আগে সুনামের সাথে কাজ করেছেন সরকারের বিভিন্ন প্রচার দপ্তর যেমন : গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে। তিনি মর্যাদাপূর্ণ এনডিসি কোর্স সম্পন্ন করেছেন সফলতার সাথে। সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করে ২০১৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। লেখালেখি তাঁর কাছে নেশার মতো। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখলেও ভ্রমণকাহিনীর লেখক হিসেবে তিনি বিখ্যাত। একাজে তাঁর রয়েছে নিজস্ব স্টাইল। তাঁর লেখা অসংখ্য বইয়ের মধ্যে *পড়শি পাড়ায়, হাজার বছরের ইস্তাম্বুল, কাহানী হিল্লি দিল্লিকা, দূর নয় কিন্তু বহুদূর, জানা অজানা জাপান, বাঙ্গালের বিলায়েতনামা, ছেলেবেলার কথা, চাকরিজীবনের স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের বাছাইকরা কিশোরগল্প, পান্তুয়ার চকলেট, মিশকা পুশকির ঝুলি, অদ্ভুতুড়ে ভূতের গল্প, হরে কর কমলে খা, শ্রীমঙ্গলের ভূতের দেখা, জানু পাগলা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শারকে চামান খান

বিসিএস ত্রয়োদশ ব্যাচের সদস্য শারকে চামান খান সরকারের একজন উপসচিব হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে কর্মরত আছেন। তিনি তথ্য সার্ভিসের অনুজ কর্মকর্তাদের জন্য আদর্শ। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই গান, নাচ, আবৃত্তি ও অভিনয়ে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। বিতার্কিক হিসেবে জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা-১৯৮৫ সালে রানার আপ হন। টেলিভিশনে পদার্পন ১৯৭২ সালে ক্লাস টু তে পড়ার সময় শিশুতোষ নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। বিটিভিতে সব ধরনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন বিটিভিতে বাংলা সংবাদ উপস্থাপক ছিলেন। বাংলাদেশ বেতারে বিভিন্ন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট রচনা ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ছাড়াও অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছেন। তিনি 'উত্তরণ' ম্যাগাজিনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন। বেতারে বাংলা ও

ইংরেজি খবর পড়তেন। শৈশবে বিখ্যাত 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তথ্য সার্ভিসের নারী কর্মীদের মধ্যে তিনিই প্রথম মিনিস্টিরিয়াল পাবলিটির অংশ হিসেবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তার কাজ করে সুনাম অর্জন করেছেন। এছাড়া তিনি ৬ষ্ঠ সংবাদপত্র ওয়েজ বোর্ডের সদস্য সচিব ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে প্রথম সচিব (প্রেস) হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ পদে কার্যকালে তিনি জাতিসংঘের ফোর্থ কমিটি অর্থাৎ স্পেশাল পলিটিক্যাল অ্যান্ড ডিকলোনাইজেশন কমিটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মর্যাদপূর্ণ এ কমিটির অন্যতম কাজ শান্তিরক্ষা। তাঁর কার্যকালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের মর্যাদা লাভ করে। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী চামান ম্যাডাম AusAid স্কলারশিপের আওতায় অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের ২০১৭ সালের স্মরণিকার সুবাদে পূর্বসূরি অনেক নারী কর্মকর্তা সম্পর্কে জানতে পারি, যাদের অনেকের সাথে আমার দেখাও হয় নি, তবে তাঁদের নাম উল্লেখ না করলে আমার এই লেখা অপূর্ণ থেকে যায়। মৃদুলা ভট্টাচার্য সরকারের সচিব পদে কাজ করে তথ্য সার্ভিসের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। জাহানারা বেগম (পরিচালক-গণযোগাযোগ অধিদপ্তর), রহিমা খাতুন (সিনিয়র সম্পাদক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), মরহুমা কাজী সাইফুন্নাহার (উপপরিচালক-গণযোগাযোগ অধিদপ্তর), মিসেস সুরাইয়া বেগম (উপপরিচালক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), মিসেস সালেহা খাতুন (সহকারী পরিচালক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), মিসেস ফরিদা আক্তার (সম্পাদক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), রাশেদা খানম (সিনিয়র তথ্য অফিসার-তথ্য অধিদফতর), জোবেদা খাতুন-(সিনিয়র সম্পাদক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), শামসুন নাহার (তথ্য অফিসার-তথ্য অধিদফতর), এছাড়া নাসিমা আক্তার (সিনিয়র সম্পাদক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), ফিরোজা খাতুন (উপপরিচালক-গণযোগাযোগ অধিদপ্তর), মরহুমা হামিদা খানম (পরিচালক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), মহসীনা বেগম (পরিচালক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), নূরুন নাহার নাজমা (পরিচালক-চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর), আনোয়ারা বেগম (পরিচালক-বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট), হোসনে আরা (উপসচিব) প্রমুখ। রাশেদা খানম ছিলেন কমরেড ফরহাদের সহধর্মিনী।

এছাড়া তথ্য ক্যাডারের অনেক নারী কর্মকর্তা বর্তমানে সরকারের উপসচিব বা উচ্চ পর্যায়ে সুনামের সাথে কর্মরত আছেন। আমাদের ফেরদৌসি বেগম ম্যাডাম সরকারের যুগ্মসচিব পদে দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। তিনি দীর্ঘদিন গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করেছেন স্বমহিমায়। মোসলেমা নাজনীন ম্যাডাম (উপসচিব) দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে। মাসুদা খাতুন ম্যাডাম বিদ্যুত বিভাগের উপসচিব। উপসচিব হওয়ার আগে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে সূচারুরূপে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। জুলিয়া জেসমিন মিলি ম্যাডাম বর্তমানে উপসচিব পদে কাজ করছেন।

উত্তরসূরিগণ

খালেদা বেগম

বিসিএস ১৮তম ব্যাচের খালেদা বেগম বর্তমানে সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রশাসন) হিসেবে তথ্য অধিদফতরে কর্মরত আছেন। ভিকারুন্নেসা নুন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে জেলা তথ্য অফিস নরসিংদীতে তথ্য অফিসার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন ১৯৯৯ সালে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য অধিদফতর ছাড়াও ডিএফআইডির অর্থায়নে এফএমআরপি প্রজেক্টে তিনি দুই বছর ন্যাশনাল কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। MAAB (ম্যাব) কোর্সে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বৃত্তি নিয়ে তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব আলস্টার থেকে গভর্নমেন্ট ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর AusAid স্কলারশিপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব তাসমানিয়া থেকে পাবলিক পলিসি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেন। ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে ৪ বছর তিনি সুনামের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়াতে। মার্চ ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ হাইকমিশনে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পড়াশুনা ও লেখালেখিতেও রয়েছে তাঁর আগ্রহ। নিউ নেশন, ইনডিপেনডেন্ট, নিউজ টুডে, জনকণ্ঠ, সংবাদ ও সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকায় তার বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একজন গবেষক। তিনি 'Rightsizing Staffing in Bangladesh Civil Service' এবং 'Challenges of Mainstreaming Adaptation to Climate Change in Bangladesh' বিষয়ে গবেষণা করেছেন। দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি জার্মানি হতে ই-বুক আকারে প্রকাশিত হয়েছে যা আমাজন ডট কমেও পাওয়া যায়।

নাসরীন জাহান লিপি

যশোরের সবুজ পল্লীতে লেখক পরিবারে জন্ম নেয়া সংস্কৃতিমনা নাসরীন জাহান লিপি তথ্য সাধারণ ক্যাডারের অসাধারণ একজন কর্মকর্তা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্কিটেকচার বিষয়ে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজম্যান্ট এন্ড ভালনারাবিলিটি বিভাগ থেকে মাস্টার্স করেন ২২তম বিসিএস ব্যাচের এই কর্মকর্তা। বাবা মুস্তাফা মাসুদ সাবেক সরকারি কর্মকর্তা এবং একজন লেখক, যার অনুপ্রেরণায় নাসরীন হয়ে উঠেন একজন শিশুসাহিত্যিক, গল্পকার এবং নাট্যকার। এ যাবৎ প্রকাশিত বই ৪৬টি। তাঁর লেখা নাটকের জন্য পেয়েছেন

অনেক সম্মাননা। শিশুদের জন্য লিখে পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার।

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন কমিটির মিডিয়া শাখার প্রধান হিসাবে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করেছেন অত্যন্ত সূচারুরুপে আর সুনামের সাথে। আর এরই স্বীকৃতিস্বরূপ অতিসম্প্রতি তিনি পেয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত ধন্যবাদপত্র। এটি তাঁর ব্যক্তিগত অর্জনের পাশাপাশি আমাদের তথ্য পরিবারকেও গর্বিত করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সকল আয়োজনে এবং এসকল কাজের প্রচার কাজে তাঁর ভূমিকা ছিলো অনবদ্য। এছাড়া মুজিববর্ষ শেষে কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং মিডিয়া প্রতিবেদন প্রস্তুতে তিনি ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারি। একজন চৌকস কর্মকর্তা হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগে (বর্তমানে জনকূটনীতি শাখা) এবং নেপাল ও দুবাইয়ের বাংলাদেশ মিশনে। বিভিন্ন সময়ে তিনি তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। আমরা আশা করি জনাব নাসরীন জাহান লিপি তাঁর মেধা আর কর্মদক্ষতা দিয়ে তথ্য পরিবারকে আরো সমৃদ্ধ করবেন, নিয়ে যাবেন নতুন উচ্চতায় ।

এছাড়াও তথ্য সার্ভিসে বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন অনেক নারী সহকর্মী। সবার নাম উল্লেখ করতে না পারলেও তুলে ধরছি কিছু নিবেদিতপ্রাণ মানুষের কথা। লিপি আপার মতোই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে সফলতার সাথে কাজ করেছেন এবং মোবাস্বেরা কাদেরী ম্যাডাম (দোহা, কাতার)। তিনি AusAid সরকারি বৃত্তি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় মাস্টার্স করেছেন। এছাড়া বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করছেন খাদিজা আক্তার ও শুক্লা বনিক।

তথ্য অধিদফতরের প্রাণকেন্দ্র হলো সংবাদকক্ষ। আর সেখানে বিভিন্ন শিফটে নিরলস কাজ করছেন অনসূয়া আপা, ডালিয়া, শাম্মীসহ অনেক নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী। তথ্য অধিদফতরের মিডিয়া সেলে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন রিফাত জাফরিন আপা, প্রতিদিনের সংবাদের নানাবিধ বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন সংবাদের আর্কাইভ করছেন দক্ষতার সাথে। একাজে তাকে সহায়তা করছেন রেখা আপা, লোপাসহ অনেক নারী-পুরুষ সহকর্মী। প্রটোকলের ঝক্কি-ঝামেলা পোহায়ে হাসিমুখে নিরন্তর সেবা দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের আশরোফা ইমদাদ। এছাড়া তথ্য অধিদফতরের অন্যতম কাজ প্রতিদিনের প্রেস ক্লিপিং তৈরিতেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন নারী কর্মকর্তা ফাহমিদা হক। হাছিনা আপা, তাঁকে যেখানেই পদায়ন করবেন, দক্ষতার স্বাক্ষর রাখবেন এমনটাই বলা উচিত। জেলা তথ্য অফিস থেকে সদর দপ্তর জায়গায়ই সততা আর নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা অফিসে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন অনেক নারী কর্মকর্তা এছাড়া সদর দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন ফারহানা রহমান, শিউলি দাস কিংবা ফাহিমা জাহানের মতো কর্মকর্তাগণ। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে আছেন রোকসানা ম্যাডাম, সাহেলা, ইসরাত ও ডায়ানা, তানিয়া কিংবা

সেলিনা আপা। আমাদের দুজন নারী সহকর্মী ২৪তম ব্যাচের চয়নিকা সাহা ও ২৭তম ব্যাচের তানিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। যাদের নাম উল্লেখ করতে পারি নাই তাঁদের কিছু মনে না করার অনুরোধ করছি।

এভাবেই এগিয়ে যাবে বাংলার নারী সমাজ, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'রূপকল্প -২০৪১' বাস্তবায়নে নারী পুরুষ নির্বিশেষে তথ্য সার্ভিসের সকল সদস্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। নারী পুরুষ সমান্তরালে কাজ করে আমরা গড়ে তুলবো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা - এই প্রত্যাশা করি।

(মুহা. শিপলু জামান গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে পরিচালক হিসেবে কর্মরত)

বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের জনবল কাঠামো

মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

১৯৮০ সালের দিকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস গঠনকালে প্রথম পর্যায়েই ইনফরমেশন ক্যাডার গঠন করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস, ১৯৮০ এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১ প্রণীত হয়। বিসিএস কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস, ১৯৮০ তে প্রত্যেক ক্যাডারের জন্য আলাদা আলাদা এসআরও নোটিফিকেশন জারি করা হয়। এতে ক্যাডার সার্ভিসগুলোর গঠন এবং এগুলোর শিডিউলে ক্যাডার স্ট্রেংথ এর বর্ণনা করা হয়। ০১.০৯.১৯৮০ তারিখে জারীকৃত এসআরও নোটিফিকেশনে বিসিএস (ইনফরমেশন) কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস, ১৯৮০ এর শিডিউলে তথ্য ক্যাডারের দপ্তরসমূহ, পদের নাম, বেতন গ্রেড, পদ সংখ্যা তথা ক্যাডার স্ট্রেংথ উল্লেখ করা হয়। সেখানে তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের স্ট্রেংথ ছিল ১৭২- পিআইডি ৬৩, গণযোগাযোগ ৭৮, ডিএফপি ২৫, এবিসি ২, সেন্সর বোর্ড ২, ফিল্ম আর্কাইভ ২। ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত ১০% পদের উল্লেখ ছিল না। যদিও অন্যান্য ক্যাডারের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত ১০% হিসাবে ধরা ছিল। ১৯৯২ সালে এই রুলস এর তথ্য (সাধারণ) অংশে শিডিউল সংশোধন করে ক্যাডার স্ট্রেংথ হালনাগাদ করা হয়। ক্যাডার পদের সংখ্যা দাড়ায় ১৯৪ (ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য ১০% সংরক্ষিত পদসহ)। পরবর্তীতে আরো কিছু পদ বেড়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের ক্যাডার স্ট্রেংথ ছিল ২১২। ২০২০ সালে পিআইডিতে ৫০টি ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৪২টি ক্যাডার পদ সৃজনের পর বিসিএস তথ্য (সাধারণ) অংশে ক্যাডার স্ট্রেংথ হয়েছে ৩০৪। কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস এর শিডিউলে প্রয়োজনীয় সংশোধন করলে মোট পদ হবে ৩১৬।

তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন পাঁচটি দপ্তরে বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের শিডিউলভুক্ত পদ রয়েছে। এগুলো হলো তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড। বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডার কর্মকর্তাদের এ সকল দপ্তরে পদায়ন করা হয়। এর বাইরে অন্য যেকোনো মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি বা প্রেষণে বদলি/পদায়ন করা হয়। যেমন- রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রেস উইং, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জনকূটনীতি (পূর্বতন বহিঃপ্রচার)

অনুবিভাগ, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স ও বিভিন্ন ইউনিট, বিজিবি, দুদক, পিএসসি, ইসি, এনবিআর, বিডা, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি।

স্বাধীনতাপূর্বকালীন আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ঢাকা ও ১৯৬৬ সাল হতে সৃষ্ট আঞ্চলিক তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম স্বাধীনতা উত্তরকালে তথ্য অধিদফতর হিসেবে কাজ শুরু করে। 'মার্শাল ল' কমিটি তথা এনাম কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৮৪ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ (Research and Reference) দপ্তরকে তথ্য অধিদফতরের সাথে একীভূত করা হয়। ১৪ জুলাই ১৯৮৪ সালে Population Communication Publicity for Population Control Program এর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১০টি পদকে তথ্য অধিদফতরের পদ হিসেবে মঞ্জুর করা হয়। তার মধ্যে চিফ ফিচার রাইটার এবং ফিচার রাইটার পদ দুটি তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারভুক্ত হয়। ২০০৫ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় হতে তথ্য অধিদফতরের জন্য অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট ২০টি পদকে (যা সৃজিত হয়ে তথ্য-সাধারণ ক্যাডার দ্বারা পূরণ করা হচ্ছিল) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরিক্রমে ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে স্থায়ী করা হয়। ফলে তথ্য অধিদফতরের ক্যাডার পদ হয় ৮৫টি। ২০২০ সালে ৫০টি পদ সৃজনের ফলে তথ্য অধিদফতরে বর্তমানে ক্যাডার পদ সংখ্যা ১৩৫টি।

পাকিস্তান আমলের পাবলিক রিলেশন্স ডাইরেক্টরেটের শাখা ফিল্ড পাবলিসিটি (মাঠ প্রচার) এর সাথে বাংলাদেশ পরিষদ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা ও মহিলা শাখাকে একত্রিত করে ১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর গণসংযোগ দপ্তর (গণযোগাযোগ অধিদপ্তর) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ পরিষদ, জেলা তথ্য কেন্দ্র এবং পাবলিক লাইব্রেরিকেপৃথক করে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক গণযোগাযোগ অধিদপ্তর পুনর্বিন্যাস করা হয়। পরবর্তীতে সাবেক মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করার প্রেক্ষিতে মহকুমা জনসংযোগ অফিসসমূহ জেলা তথ্য অফিসে রূপান্তরিত হয়। অধিদপ্তরের কিছু পদ বিভিন্ন সময় আপগ্রেড করা হয়।

২০ জুন ২০০২ তারিখের এক মঞ্জুরি আদেশে 'জনসংখ্যা কর্মসূচিতে অডিও ভিজ্যুয়াল ভ্যানের ব্যবহার' শীর্ষক প্রকল্পের ৩টি পদ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে স্থায়ী হিসেবে ভূতাপেক্ষিকভাবে স্থানান্তর করা হয়। সেগুলোর মধ্যে তথ্য ও ডকুমেন্টেশন অফিসার পদটি তথ্য (সাধারণ) ক্যাডার স্ট্রেংথ এ অন্তর্ভুক্ত হয়। সবমিলে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে ক্যাডার পদের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। ২০২০ সালে ৪২টি পদ সৃজনের ফলে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে ক্যাডার পদ হয় ১২০টি।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ডিএফপি ছিল। ১৯৭৬ সালে এটি পুনর্গঠন করা হয় ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্মস এবং ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিকেশনস একত্র করে। ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশে অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন সেলের সাথে বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব পাবলিকেশন্স পরিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন অব পাবলিকেশন অংশকে ডিএফপির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৯৯৭

সালে দুইটি পৃথক জিওতে ডিএফপির পরিচালক (চলচ্চিত্র) ১টি ও স্ক্রিপ্ট রাইটারের ১টি পদ মোট ২টি পদকে ক্যাডার-বহির্ভূত করা হয় এবং বিজ্ঞাপন অফিসারের ২টি ও সহকারী পরিচালক (বিল) ১টি তথা মোট ৩টি ক্যাডার-বহির্ভূত পদকে তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারভুক্ত করা হয়। ফলে ক্যাডার পদের সংখ্যা হয় ২৯টি। বর্তমানে পদসৃজন কার্যক্রম চলমান আছে।

১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারভুক্ত পদ ছিল ২টি- কিউরেটর ও ডেপুটি কিউরেটর। তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৬.১০.১৯৯৩ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ক্যাডার পদ ২টির নাম পরিবর্তন হয়। কিউরেটর পদের নাম মহাপরিচালক এবং ডেপুটি কিউরেটর পদের নাম পরিচালক করা হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের পদ ২টি।

ছক-১ : বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডার স্ট্রেংথ, ২০২০ পর্যন্ত (পদ সৃজনের পূর্বে)

গ্রেড নং	পিআইডি	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	ডিএফপি	ফিল্ম আর্কাইভ	সেন্সর বোর্ড	মোট	সংরক্ষিত ১০%	সর্বমোট
গ্রেড-১	১	-	-	-	-	১	-	১
গ্রেড-২	-	১	১	-	-	২	-	২
গ্রেড-৩	১	-	-	১	-	২	-	২
গ্রেড-৪	৩	-	-	-	১	৪	-	৪
গ্রেড-৫	৫	৩	৪	১	-	১৩	১	১৪
গ্রেড-৬	৪১	২৪	১১	-	১	৭৭	৭	৮৪
গ্রেড-৯	৩৪	৫০	১৩	-	-	৯৭	৮	১০৫
মোট	৮৫	৭৮	২৯	২	২	১৯৬	১৬	২১২

ছক-২ : পিআইডি ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ২০২০ সালে নবসৃষ্ট পদের বিবরণ

গ্রেড নং	পিআইডি	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	মোট	সংরক্ষিত ১০%	সর্বমোট
গ্রেড-১	-	-	-	-	-
গ্রেড-২	-	-	-	-	-
গ্রেড-৩	১	১	২	-	২
গ্রেড-৪	১	-	১	-	১
গ্রেড-৫	১৬	৮	২৪	-	২৪
গ্রেড-৬	২৩	১১	৩৪	-	৩৪

গ্রেড-৯	৯	২২	৩১	-	৩১
মোট	৫০	৪২	৯২	-	৯২

২০২০ সালে পিআইডিতে ৫০টি ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৪২টি ক্যাডার পদ সৃজনের পর বিসিএস তথ্য (সাধারণ) অংশে ক্যাডার স্ট্রেংথ হয়েছে ৩০৪।

ছক-৩ : বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডার স্ট্রেংথ (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

গ্রেড নং	পিআইডি	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	ডিএফপি	আর্কাইভ	সেন্সর বোর্ড	মোট	সংরক্ষিত ১০%	সর্বমোট	মন্তব্য
গেড-১	১	-	-	-	-	১	-	১	
গ্রেড-২	-	১	১	-	-	২	-	২	
গ্রেড-৩	২	১	-	১	-	৪	-	৪	
গ্রেড-৪	৪	-	-	-	১	৫	-	৫	
গ্রেড-৫	২১	১১	৪	১	-	৩৭	১	৩৮	বাড়বে ৩
গ্রেড-৬	৬৪	৩৫	১১	-	১	১১১	৭	১১৮	বাড়বে ৪
গ্রেড-৯	৪৩	৭২	১৩	-	-	১২৮	৮	১৩৬	বাড়বে ৫
মোট	১৩৫	১২০	২৯	২	২	২৮৮	১৬	৩০৪	মোট হবে ৩১৬

বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডার উন্নয়নে যা করতে হবে:

০১। বিসিএস (ইনফরমেশন) কম্পোজিশন এন্ড ক্যাডার রুলস, ১৯৮০ এর শিডিউল সংশোধন। ২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ হতে তথ্য অধিদফতরে ৫০টি এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৪২টি ক্যাডার পদ সৃষ্টি হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি হতে পদ সৃজন মঞ্জুরিতে কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস এর শিডিউলে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করতে নির্দেশনা রয়েছে। কাজেই নিয়মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার জন্য কম্পোজিশন এন্ড ক্যাডার রুলস এর শিডিউল সংশোধন করা দরকার। দ্বিতীয়ত, সংশোধনের মাধ্যমে ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত ১০% পদ বেড়ে ক্যাডার স্ট্রেংথে যোগ হবে। যেমন - ৫ম গ্রেডে ৩টি, ৬ষ্ঠ গ্রেডে ৪টি এবং ৯ম গ্রেডে ৫টি পদ বাড়বে। ইতোপূর্বে ১৯৯২ সালে কম্পোজিশন এন্ড ক্যাডার রুলস এর শিডিউলে সংশোধন করা হয়। অথচ এর মধ্যে অনেক পদের নাম পরিবর্তন হয়েছে। শিডিউলে বিভিন্ন দপ্তরের

পরিবর্তিত পদের নামগুলোও হালনাগাদ করা আবশ্যক।

০২। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস ১৯৮১ এ বর্ণিত শিডিউল ii এর পার্ট xxiii (পূর্বে ছিল xxi) এ General গ্রুপের জন্য প্রযোজ্য অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন। এখানে সংশোধন করতে হবে ফিডার পদের নাম, প্রথম শ্রেণির পদে চাকরিকাল এবং ফিডার পদের মেয়াদকাল।

০৩.০১.১৯৮৯ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক পদের নাম মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত পরিচালক পদের নাম পরিচালক করা হয়। ১২.১২.১৯৯১ তারিখে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক পদ মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত পরিচালক পদ পরিবর্তিত হয়ে পরিচালক হয়। এ সময় সেন্সর বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান গ্রেড-৫ হতে গ্রেড-৪ এ এবং সচিব পদ গ্রেড-৯ হতে গ্রেড-৬ এ উন্নীত হয়। পিআইডির চিফ ফিচার রাইটার ও ফিচার রাইটার ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকারের সামগ্রিক সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসারের পদটি গ্রেড-২ হতে গ্রেড-১, এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদ ২টি গ্রেড-৩ হতে গ্রেড-২ এ উন্নীত করে। পরবর্তীতে ০৭.০৬.২০১৭ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয় জিও জারি করে। বিদ্যমান শিডিউলে প্রধান তথ্য অফিসারের ফিডার দেখানো আছে অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক, ডিএফপির পরিচালক এবং ফিল্ম আর্কাইভের কিউরেটর। মোট চাকরিকাল সংশ্লিষ্ট সার্ভিসে প্রথম শ্রেণির পদে ১৮ বছর এবং ফিডার পদে ৩ বছর। এখানে ফিডার পদে চাকরিকাল ১ বছর না করা হলে প্রায় সময়ই গ্রেড-১ পদ ফাঁকাই থাকবে যেমন এখন আছে। তাছাড়া, বর্তমানে পিআইও'র ফিডার পদ সংশোধন করে মহাপরিচালক, ডিএফপি ও মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর হবে। একইভাবে ডিএফপি ও গণযোগাযোগের গ্রেড-২ ভুক্ত মহাপরিচালক পদদ্বয়ের জন্য স্বতন্ত্র সারিতে ফিডার পদের নাম, মোট চাকরিকাল, ফিডার পদে চাকরিকাল উল্লেখ করতে হবে। সেখানে বর্তমানের গ্রেড-৩ ভুক্ত ৪টি পদকে ফিডার দেখাতে হবে এবং ফিডার পদে চাকরিকাল ২ বছর করতে হবে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১৭ সাল পর্যন্ত তথ্য ক্যাডারে নির্ধারিত চাকরির বয়সসীমায় তেমন কেউ গ্রেড-২ অর্থাৎ পিআইও পর্যন্ত হতে পারতো না। অবশ্য গত ৫ বছর কয়েকজন কর্মকর্তা গ্রেড-২ এবং গ্রেড-১ পেয়েছেন। কিন্তু তাদের দু'একজন বাদে প্রায় সকলেই ফিডার পদে চাকরির শর্ত পূরণ করতে না পারায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রমার্জন নিয়ে পদোন্নতি পেয়েছেন।

০৩। ডিএফপির পদ সৃজন;

০৪। বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান পদ আপগ্রেডেশন;

০৫। বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের পদ সৃজন;

০৬। তথ্য অধিদপ্তরের আপগ্রেডেশন (গ্রেড-৪ পদগুলো আপগ্রেড করা মূল ফোকাস);

০৭। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের আপগ্রেডেশন;

০৮। তথ্য অধিদফতর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসের নাম পরিবর্তন;

০৯। জেলা তথ্য অফিসের ক্যাডার পদগুলোর নাম পরিবর্তন করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক এবং পরিচালক করা;

১০। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য অধিদফতর, ডিএফপি, ফিল্ম আর্কাইভ এবং সেন্সর বোর্ডে আরো প্রকল্প চালু করার চেষ্টা।

১১। তথ্য অধিদফতর এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের নবসৃষ্ট পদগুলো উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা পদায়ন করে পদগুলো পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। বিশেষ করে, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পিআইডির ২টি অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার, ৪টি এসডিপিআইও, ডিপিআইও (প্রশাসন), ডিপিআইও (অ্যাক্রেডিটেশন) ইত্যাদি পদে কর্মকর্তা থাকা জরুরি।

১২। তথ্য অধিদফতর ও গণযোগযোগ অধিদপ্তরের কার্যাবলি (ফাংশন) এবং পদগুলোর চার্টার অব ডিউটিজ হালনাগাদ করা;

১৩। পিআইডির সাংগঠনিক কাঠামোর চার্ট হালনাগাদ করা;

১৪। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর চার্ট হালনাগাদ করা;

১৫। ক্যাডার কমকর্তাদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া; কর্মকর্তা পদায়নের জন্য সব সময় পূর্ব ধারণা করা। কোথায় কবে থেকে খালি হবে, কবে শেষ, কীভাবে পূরণ হবে ইত্যাদি।

১৬। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রেস উইংয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করা আবশ্যক। বর্তমানের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ৮টি দেশে ১০টি প্রেস উইং রয়েছে। এগুলোতে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়।

ছক-৪: বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রেস উইংসমূহ (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

ক্রমিক নং	মিশনের নাম	দেশ	পদ ও গ্রেড
০১।	বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি	যুক্তরাষ্ট্র	মিনিস্টার (প্রেস) (৩য় গ্রেড)
০২।	জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক	যুক্তরাষ্ট্র	প্রথম সচিব (প্রেস) (৬ষ্ঠ গ্রেড)
০৩।	বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন	যুক্তরাজ্য	মিনিস্টার (প্রেস) (৩য় গ্রেড)

০৪।	বাংলাদেশ হাইকমিশন, নয়াদিল্লী	ভারত	মিনিস্টার (প্রেস) (৩য় গ্রেড)
০৫।	বাংলাদেশ উপহাইকমিশন, কলকাতা	ভারত	প্রথম সচিব (প্রেস) (৬ষ্ঠ গ্রেড)
০৬।	বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদ	পাকিস্তান	কাউন্সিলর (৫ম গ্রেড)
০৭।	বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও	জাপান	দ্বিতীয় সচিব (প্রেস) (৬ষ্ঠ গ্রেড)
০৮।	বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ	সৌদি আরব	দ্বিতীয় সচিব (প্রেস) (৬ষ্ঠ গ্রেড)
০৯।	বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই	সংযুক্ত আরব আমিরাত	প্রথম সচিব (প্রেস) (৬ষ্ঠ গ্রেড)
১০।	বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর	মালয়েশিয়া	প্রথম সচিব (প্রেস) (৬ষ্ঠ গ্রেড)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১১/০৭/২০১৬ তারিখের ০৪.৪১৬.০৮৩.০০.০০.০৩১.২০১০.২২৬ নং স্মারকের এক পরিপত্রে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বিশেষ ধরণের উইং/সেটআপ-এ কর্মকর্তা সংক্রান্ত নীতিমালা হালনাগাদ করে। যেখানে অন্যান্য উইংয়ের মত প্রেস উইংয়েও সকল ক্যাডার থেকে আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এমনিতেই প্রেস উইংয়ের বেশিরভাগ পদে সাংবাদিক পদায়িত হয়, উপরন্তু সকল ক্যাডারের জন্য পদগুলো উন্মুক্ত করে দেয়ায় ভবিষ্যতে তথ্য (সাধারণ) ক্যাডার সদস্যদের এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং দেশীয় গণমাধ্যমের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের ফলে বাংলাদেশে সব ধরণের মিডিয়ার ব্যাপক প্রসার ও বিকাশ ঘটছে। ফলে মিডিয়া মনিটরিং, লিয়াজো ও পেশাদারি যোগাযোগের কাজ অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে। পাশাপাশি গণমানুষের দ্রুত ভাগ্যোন্নয়নে ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বিসিএস তথ্য (সাধারণ) ক্যাডারের জনবল বৃদ্ধি ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক।

তথ্যসূত্রঃ

০১। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'আইন ও বিধি বিধানের সংকলন'

০২। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ থেকে সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, এসআরও নোটিফিকেশন ইত্যাদি।

(তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র তথ্য অফিসার মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান শিল্প মন্ত্রণালয়ে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত)

বাই চয়েস এসেছি বাই চান্স নয়

মো. মঈনউদ্দীন

প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা, বিসিএস তথ্য ক্যাডারে যোগ দিয়েছি মাত্র। যোগদানের কিছু দিনের মধ্যে পরিচয় হলো সার্ভিসে আমার অনেক সিনিয়র এক স্যারের সাথে। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন, মঈন, তোমার বয়স আছে? কিসের বয়স স্যার? চাকরিতে প্রবেশের। জবাবে আমি বললাম, স্যার এখনও কমপক্ষে দুটি বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারব। এবার তিনি পরামর্শ দিয়ে বললেন, পালাও,যদি পার এখান থেকে পালাও। তাঁর সেই পরামর্শ শুনে সলতে জ্বলা আগুন ধপ করে নিভে গেলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক আমার বুকের ভেতরটাতেও তেমন একটা শব্দ হল। সেদিন সেই স্যারকে কিছু বলতে পারিনি। চিৎকার করে বলতে পারিনি, স্যার, এই সার্ভিসে বাইচয়েস এসেছি, বাইচান্স নয়! হয়ত সেই সাহস সেদিন ছিল না। আজ যখন একটু একটু করে সার্ভিসের গভীরে প্রবেশ করছি, সার্ভিসকে বুঝতে শিখছি, তখন মনে হচ্ছে কতবড় ভুলের মধ্যেই না রয়েছেন আমাদের অনেকেই। হতাশায় নিমজ্জিত সেই সব সিনিয়র, জুনিয়র এবং ভবিষ্যতে যোগ দেবে এমন সব সহকর্মীদের জন্যই আজকের এই লেখা।

বাংলাদেশ তথ্য সার্ভিসের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস, শুরুর দিকে যে কয়েকটি ক্যাডার নিয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস গঠিত হয় তথ্য সার্ভিস ছিল তার একটি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বিভিন্ন ক্যাডার যুক্ত হয়েছে, কিছু বিলুপ্ত হয়েছে, কোনো কোনোটিকে অন্য ক্যাডারের সাথে একীভূত করা হয়েছে। কিন্তু স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে তথ্য ক্যাডার। ঐতিহ্যবাহী এই সার্ভিসের সদস্য হতে পারা তাই যেমন গর্বের তেমনি আত্মমর্যাদার।

তথ্য সার্ভিস একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি সার্ভিস। এই সার্ভিসের একজন সদস্যের কর্মক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যাকে বলে অন্য দু-একটি সার্ভিসের আছে। তথ্য ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, জাতীয় সংসদ সচিবালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এরকম সকল মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সুযোগ আর কেবল প্রশাসন ক্যাডারের রয়েছে। কেবল মন্ত্রণালয় নয় সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য বড় বড় সরকারি প্রতিষ্ঠানে ও জনসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে আছে দ্বার উন্মুক্ত। কেবল দেশে নয়, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন দুতাবাসের প্রেসউইংয়েও কাজ করার অবারিত সুযোগ আছে আমাদের। এই যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, মিশনে পোস্টিং এর সুযোগ এটা এই সার্ভিসের অন্যতম মজাদার একটি দিক।

এতো গেল জনসংযোগের কথা, এর বাইরে যদি দাপ্তরিক দায়িত্বের কথা বলি তাহলেও সেখানে রয়েছে একাধিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে আমাদের সরাসরি পদায়নের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন

অন্যান্য ৭-৮ টি প্রতিষ্ঠানেও ডেপুটেশনে কাজ করার সুযোগ আছে।

তথ্য সার্ভিস জনমুখী সার্ভিস। এই সার্ভিসে আপনি কেন্দ্রে বসে যেমন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, তেমনি সরকারের উন্নয়ন বার্তা নিয়ে পৌঁছে যেতে পারবেন একেবারে তৃণমূলের মানুষের কাছে, যাদের কাছে হয়ত আপনার আগে আর কোনো সরকারি দপ্তর যায়নি। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা তথ্য অফিসগুলোতে চাকরি করার সময় এই সুযোগ পাওয়া যায়। আবার এমন অনেক প্রোগ্রাম আছে, যেমন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সরকারি সফর, যেখানে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারাও প্রবেশাধিকার পাননা; কিন্তু মিডিয়া কভারেজের জন্য আপনার প্রবেশাধিকার সেখানে অবধারিত।

অনেকে পদোন্নতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আমি বলবো এই সার্ভিসে পদোন্নতির সুযোগ ঈর্ষণীয়। আমাদের গ্রেড-১ পদ আছে। আছে একাধিক অধিদপ্তরের প্রধান হওয়ার সুযোগ। হাতে গোনা ২-৩টি সার্ভিস ব্যতীত কোন সার্ভিসে আমাদের মতো দ্রুত প্রমোশন হয় না। ২০২০ সালে নতুন ভাবে পদ সৃজন ও আপগ্রেডেশনের ফলে এই সুযোগ আরও বেড়েছে। পাঁচ বছর পূর্ণ হলেই এখন সিনিয়র স্কেল পাওয়া যায়। আর কী চাই?

বেতন-ভাতাদির বাইরেও ফিচার লিখে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে বক্তৃতা করে বৈধ পন্থায় বাড়তি আয়ের সুযোগ রয়েছে। এই সার্ভিসে একজন যোগদান করেই মাঠ পর্যায়ে পদায়িত হলে একটি অফিসের প্রধানের দায়িত্ব পেয়ে যান। পান গাড়ি, টেলিফোন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সুবিধাদি। এরকম সুযোগ আর কয়টি সার্ভিসে আছে বলুন। তারপরও আপনি হতাশ হবেন? এই সার্ভিস ছেড়ে চলে যেতে চাইবেন বা অন্যদেরকে সার্ভিস ত্যাগে উৎসাহিত করবেন?

আমি খুবই ব্যথিত হই যখন দেখি আমাদের সার্ভিসের কেউ কেউ আমাদের সার্ভিসটাকে/ক্যাডারটিকে প্রশাসন ক্যাডারের সাথে মার্জ করতে চান। সেই সকল সদস্যদের প্রতি সম্মান রেখেই বলতে চাই, আপনার হয়ত তথ্য সার্ভিস ভালো লাগছে না অথবা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই হয়ত হঠাৎ এখানে এসে পড়েছেন; কিন্তু আমরা অনেকেই, অধিকাংশই,পরিকল্পনা করে যাচাই-বাছাই করেই এসেছি। এই সার্ভিসেই আমাদের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি। তাই দয়া করে এই ভালো লাগার জায়গাটুকু, আনন্দের সাথে কাজ করার সুযোগটুকু কেড়ে নেবেন না।

(মো. মঈনউদ্দীন সিনিয়র তথ্য অফিসার হিসেবে আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহে কর্মরত)

জেলা তথ্য অফিসের একাল-সেকাল

মো. মামুন অর রশিদ

প্রচার বিভাগকে সরকারের চোখ, কান এবং মুখপাত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ অঞ্চলে মাঠ প্রচারের ইতিহাস বেশ পুরাতন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার প্রচার বিভাগের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্যানিটেশন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে অবিভক্ত ভারতে সর্বপ্রথম প্রচার বিভাগ নামে একটি বিভাগ চালু করেন। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অবস্থিত তৎকালীন তথ্য বিভাগের আওতায় পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট মাঠ পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। প্রচার বিভাগ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং বাংলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। প্রচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ভূমিকা অপরিসীম।

ব্রিটিশ আমলে জেলা পাবলিসিটি অফিস তিন-চারটি প্রচার কৌশলের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে মাঠ পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করত। ব্রিটিশ আমলের অন্যতম প্রচার কৌশল ছিল পথ প্রচার বা মাইকিং। জেলা পাবলিসিটি অফিসে মাইকের অভাব ছিল। যেসব জেলায় মাইক ছিল না, সেসব জেলায় টিনের চোঙ্গা দিয়ে প্রচার করা হতো।

মাঠ প্রচার বিভাগের আরো একটি জনপ্রিয় প্রচার কৌশল ছিল সংগীত। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রচার বিভাগে সংগীত শাখা নামে একটি শাখা চালু করেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে পরীক্ষার মাধ্যমে সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশনে লোকবল নিয়োগ করা হয়েছিল। কবি জসিম উদ্দিন এডিশনাল সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার হিসেবে এবং শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহ্মদ রেকর্ডিং এক্সপার্ট হিসেবে নিয়োগ পান। কবি জসিম উদ্দিন এবং শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহ্মদ সংগীত শাখাকে সমৃদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ব্রিটিশ আমলে সরকারের মাঠ প্রচার বিভাগ বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর আয়োজন করত এবং এর মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হতো। "তোমার বাড়ির রঙের মেলায় দেখেছিলাম বায়োস্কোপ, বায়োস্কোপের নেশা আমায় ছাড়ে না।" এ গান শুনলেই এখন বায়োস্কোপের কথা মনে পড়ে যায়। এই বায়োস্কোপ এক সময় গ্রামে-গঞ্জে খুবই জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে পরিচিত ছিল।

ব্রিটিশ আমলে সরকারের প্রচার কার্যক্রম গরুর গাড়ির মাধ্যমে চালানো হতো। গরুর গাড়ির চালককে বলা হতো গাড়োয়ান। প্রচার বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বায়োস্কোপ, কলের গান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও মালামাল নিয়ে গোরুর গাড়িতে করে

প্রচার কাজে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁরা কয়েক দিনের প্রস্তুতি নিয়ে বের হতেন। পাবলিসিটি অফিসের প্রচার টিমে একজন ডাক্তারও থাকত। তিনি জনগণকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ দিতেন।

ব্রিটিশ আমলে মানুষ ভয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি করত না। পাবলিসিটি অফিস গ্রামে-গঞ্জে সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের প্রচার করত। উদ্বুদ্ধকরণ সঙ্গীতের মাধ্যমেও যুবকদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা হতো।

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং জনগণের একটি বৃহৎ অংশ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় পাবলিসিটি অফিস জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে সহযোগিতা করেছে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফিল্ড পাবলিসিটি, নিউজ, ফিল্ম প্রভৃতি বিভাগকে নিয়ে পাবলিক রিলেশনস্ ডাইরেক্টরেট গঠিত হয়। পাবলিক রিলেশনস্ ডাইরেক্টরেটের অধীন ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগ আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতন করত। এছাড়াও লোকসংগীত, বায়োস্কোপ ও পথ প্রচারের মাধ্যমে জাতি গঠনমূলক সরকারি কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা ছিল ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগের মূল কাজ।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জেলা ও মহকুমা জনসংযোগ অফিস গ্রামে-গঞ্জে রেডিও সেট বিতরণ করত। ওই সময় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে রেডিও খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

পাকিস্তান আমলে জনসংযোগ অফিস বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী যেমন- পাক সমাচার, পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি বিতরণ করত। এছাড়াও জেলা ও মহকুমা জনসংযোগ অফিস 'East Pakistan Information' নামে ইংরেজি পত্রিকা বিতরণ করত।

পাকিস্তান আমলে সরকারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মাঠ প্রচার বিভাগ ছিল নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি, গভর্নর, মন্ত্রীগণের অনুষ্ঠান, সমাবেশ এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে মাঠ প্রচার বিভাগ সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করত।

১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে পাবলিক রিলেশনস্ ডাইরেক্টরেট এর অধীন জনসংযোগ অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় জনসংযোগ অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন জেলার সংখ্যা ছিল ১৭টি এবং মহকুমার সংখ্যা ছিল ৫৪টি।

পাবলিক রিলেশনস্ ডাইরেক্টরেটের প্রধান ছিলেন পরিচালক। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে পাবলিক রিলেশনস্ ডাইরেক্টরেটের পরিচালক ছিলেন এ. এইচ. এস. সাদেকুর রহমান। পাবলিক রিলেশনস্ ডাইরেক্টরেট জেলা ও মহকুমা জনসংযোগ অফিসের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করত।

১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে নতুনভাবে সৃষ্ট জেলা ও মহকুমা জনসংযোগ অফিসসমূহে প্রচার ভ্যান সরবরাহ করা হয়। নদীবেষ্টিত জেলা ও মহকুমায় প্রচার ভ্যানের পাশাপাশি লঞ্চ সরবরাহ করা হয়।

জনসংযোগ অফিসের প্রচার কার্যে ব্যবহৃত উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল ১৬ মিলিমিটার প্রজেক্টর, ৩৫ মিলিমিটার প্রজেক্টর, জেনারেটর, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার, স্লাইড প্রজেক্টর প্রভৃতি। জেলা ও মহকুমা জনসংযোগ অফিস ৩৫ মিলিমিটার প্রজেক্টর এবং ১৬ মিলিমিটার প্রজেক্টরের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করত।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ছিল বহুমুখী। পাবলিক রিলেশনস্ ডাইরেক্টরেটের অধীন চারটি বিভাগ সমন্বিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার কার্যক্রম চালিয়েছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করার জন্য জনসংযোগ বিভাগের আমূল পরিবর্তন করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর ফিল্ড পাবলিসিটি, বাংলাদেশ পরিষদ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা এবং এর মহিলা শাখাকে একত্রিত করে গণসংযোগ দপ্তর (গণযোগাযোগ অধিদপ্তর) গঠন করা হয়।

জেলা ও মহকুমা জনসংযোগ অফিসসমূহ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম যেমন- চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সড়ক প্রচার, সংগীতানুষ্ঠান, পোস্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণ, পথসভা বাস্তবায়ন করেছে। জেলা ও মহকুমা জনসংযোগ অফিসের এসব প্রচার কার্যক্রম যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের মানুষকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সচেতন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন দপ্তরের ন্যায় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে গণসংযোগ দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। মার্শাল 'ল' কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক গণসংযোগ দপ্তরের পুনর্বিন্যাসকৃত নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করেন।

পুনর্বিন্যাসকৃত সাংগঠনিক কাঠামোতে গণসংযোগ দপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ে তিন ধরনের অফিস ছিল। ২১টি জেলা জনসংযোগ অফিস, ৪৭টি মহকুমা জনসংযোগ অফিস এবং ৪৫টি আপগ্রেড থানা গণসংযোগ অফিস। মহকুমা জনসংযোগ অফিসারদের থানা গণসংযোগ অফিসার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছিল। থানা গণসংযোগ অফিস কয়েকমাস চলার পর ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে থানা গণসংযোগ অফিসার পদটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে গণসংযোগ দপ্তরের পুনর্বিন্যাস করার দুই বছর পর ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ২১ নভেম্বর গণসংযোগ দপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। নতুন নিয়োগ বিধিমালার আওতায় এই দপ্তরে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে গণসংযোগ দপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে।

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে গণসংযোগ দপ্তর এর নাম পরিবর্তন করে 'গণযোগাযোগ অধিদপ্তর' করা হয়। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক পদটিকে মহাপরিচালক পদে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীন ৬৪টি

জেলা তথ্য অফিস এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪টি তথ্য অফিস মাঠ পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

জেলা তথ্য অফিসসমূহকে উন্নয়ন যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত ১৬ মিলিমিটার প্রজেক্টর ও ফিল্ম

জেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ তথ্য কমপ্লেক্স জেলা তথ্য অফিসের সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং জেলার একটি উন্নয়ন যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পাবে।

মাঠ পর্যায়ে সরকারের একমাত্র প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান হলো জেলা তথ্য অফিস। ব্রিটিশ ভারতের পাবলিসিটি অফিস এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জেলা জনসংযোগ অফিস ও মহকুমা জনসংযোগ অফিসের যোগ্য উত্তরসূরি হলো আজকের জেলা তথ্য অফিস।

জেলা তথ্য অফিসমূহ জনপ্রিয় প্রচার কৌশল যেমন- আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠান, সড়ক প্রচার, উঠান বৈঠক, মহিলা সমাবেশ, মতবিনিময় সভা, ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, প্রেস ব্রিফিং, অনলাইন প্রচার-এর মাধ্যমে সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও জাতি গঠনমূলক বিষয় সম্পর্কে জনগণকে অবহিত, সচেতন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করছে। জনগণকে সচেতন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি জেলা তথ্য অফিস সরকারের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া সরকারের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। এভাবে জেলা তথ্য অফিস সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে।

(মো. মামুন অর রশিদ তথ্য অফিসার হিসেবে জেলা তথ্য অফিস, লালমনিরহাটে কর্মরত)

আমাদের পূর্বসূরি

ক্রমিক	নাম	অবসর গ্রহণকালে পদবি	সর্বশেষ কর্মস্থল
১।	এনামুল হক	প্রধান তথ্য অফিসার- ০১৭২৭২১০৪৭২	তথ্য অধিদফতর
২।	জামিল চৌধুরী	মহাপরিচালক (অতি-রিক্ত সচিব)	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
৩।	সাইফুল বারী	চেয়ারম্যান	জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ
৪।	আলী তারেক	তথ্য অফিসার (পরবর্তী-তে সংসদ সদস্য)	তথ্য অধিদফতর
৫।	আব্দুর রব	তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস
৬।	আব্দুল লতিফ	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৭।	মোজাম্মেল হোসেন	সচিব	বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড
৮।	খালেদ বেলাল	সিনিয়র তথ্য অফিসার ০১৯৯২৯৫৪৮৫১	তথ্য অধিদফতর
৯।	সৈয়দ মুসতাফা হোসেন	সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১০।	আব্দুস সোবহান	প্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১১।	এম এ আউয়াল	উপপ্রধান তথ্য অফিসার ০১৭১৫৫২৮৩৬২	তথ্য অধিদফতর
১২।	মো. ইউসুফ	সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১৩।	এ এইচ এম মোফাজ্জল হোসেন	পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১৪।	জিন্নত আলী	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১৫।	জাহানারা বেগম	পরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১৬।	এ এম আলাউদ্দিন সিদ্দিক	তথ্য অফিসার ০১৭৩১৯১৯১০২	জেলা তথ্য অফিস, পাবনা

১৭।	এ এস এম নূরুল আনোয়ার	সিনিয়র তথ্য অফিসার	আঞ্চলিত তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
১৮।	রহিমা খাতুন	সিনিয়র সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
১৯।	মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
২০।	ফজলুর রহমান	উপপরিচালক ০১৯১১১৭৮৭৪৭	জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
২১।	মো. নূরুল হুদা (১)	উপপরিচালক	জেলা তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
২২।	মনোরঞ্জন বিশ্বাস	তথ্য অফিসার ০১৭১৫০৬২১০৮	জেলা তথ্য অফিস, ঝিনাইদহ
২৩।	মো. শফিউল আলম	তথ্য অফিসার ০১৭৭৮১১১৩৬৬	জেলা তথ্য অফিস, টাঙ্গাইল
২৪।	রবীন্দ্র চন্দ্র গোপ	ভাইস চেয়ারম্যান- ০১৮১৯৫৪১৯৫৪	বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড
২৫।	সৈয়দ সাদিকুর রহমান	অতি. প্রধান তথ্য অফিসার ০১৭৪৭৫৭৫৭৫৪	তথ্য অধিদফতর
২৬।	মাইদুর রহমান	উপপরিচালক	জেলা তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
২৭।	মো. খলিলুর রহমান	উপপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
২৮।	এ জেড এম আব্দুর রব	সিনিয়র তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা।
২৯।	মোস্তাফিজুর রহমান	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৩০।	মো. মুসা	সচিব- ০১৭৫৯১১৪৭১৭, ০১৭৬৮৬৫৪৪২২	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৩১।	শেখ কামাল বখশ	যুগ্মসচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
৩২।	সৈয়দ খায়রুল আলম	কাউন্সেলর	বাংলাদেশ দূতাবাস নিউইয়র্ক
৩৩।	আবদুর রউফ	সিনিয়র তথ্য অফিসার- ০১৮১৯৪৮০৪১৫	তথ্য অধিদফতর

৩৪।	এম মান্নান	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩৫।	সুরাইয়া বেগম	উপপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি
৩৬।	চার্লস নকরেক	তথ্য অফিসার- ০১৯৯২৫৩১৯৫৫	জেলা তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
৩৭।	সালেহা খাতুন	সহকারী পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি
৩৮।	কাওসার আলী মোল্লা	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, নড়াইল
৩৯।	এ কে সালেহ আহমেদ	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৪০।	আব্দুর রশিদ খলিফা	বিজ্ঞাপন কর্মকর্তা	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি
৪১।	মাইনুদ্দিন আহমেদ	সিনিয়র তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
৪২।	মো. মনসুর রহমান	উপপরিচালক ০১৯২৩৮৮০৯৭০	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪৩।	নূরুল ইসলাম	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৪৪।	এ কে এম মনজুর আহমেদ খান	সিনিয়র তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, বরিশাল
৪৫।	এস এম আব্দুল মালেক	উপপরিচালক	জেলা তথ্য অফিস, বরিশাল
৪৬।	এটিএম জিল্লুর রহমান	উপপরিচালক ০১৯১১৬১৩৭০২	জেলা তথ্য অফিস, সিলেট
৪৭।	মো. শেখ একরাম হোসেন	তথ্য অফিসার ০১৯২৫৫৮০৪০১৯	জেলা তথ্য অফিস, সাতক্ষীরা
৪৮।	মো. শামসুল হক	তথ্য অফিসার ০১৭১৬৬২৪৮৫৯	জেলা তথ্য অফিস, সিরাজগঞ্জ
৪৯।	মো. মবিনুল ইসলাম	সিনিয়র তথ্য অফিসার ০১৯১৩২০৮৩৭৩	জেলা তথ্য অফিস, বগুড়া
৫০।	মিসেস ফরিদা আক্তার	সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৫১।	দীন মোহাম্মদ	সিনিয়র তথ্য অফিসার ০১৭১২২৭৬৫৭২	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়

৫২।	আবু জাফর মো. ইকবাল	প্রধান তথ্য অফিসার ০১৭১৫৯৫৯১১০	তথ্য অধিদফতর
৫৩।	মো. বদিউজ্জামান	তথ্য অফিসার ০১৭৯২২৫১৩০২	জেলা তথ্য অফিস, ঝালকাঠি
৫৪।	মুন্সী হাসমত আলী	তথ্য অফিসার ০১৭১৮৬৭০৮২৪	জেলা তথ্য অফিস, রাজবাড়ী
৫৫।	খোন্দকার শাহে আলম হোসেন	তথ্য অফিসার- ০১৭৩২৪২৬৫৯৫	জেলা তথ্য অফিস, শরিয়তপুর
৫৬।	মোস্তফা মাহমুদুর রহমান	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, নরসিংদী
৫৭।	খলিল আহমেদ	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৫৮।	মোহাম্মদ রফিকউল্লাহ চৌধুরী	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৫৯।	মো. খোরশেদ আলম খান	অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফি-সার-০১৯২৪৪২৪৯৫৫	তথ্য অধিদফতর
৬০।	সনৎ কুমার বিশ্বাস	মহাপরিচালক -০১৭৩১৯৫৪২৮১	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি
৬১।	মাখন লাল হীরা	সিনিয়র তথ্য অফিসার -০১৭৯৬৫৮৮৪১১	তথ্য অধিদফতর
৬২।	রাশেদা খানম	সিনিয়র তথ্য অফিসার -০১৯৫০১৬২০৭৮	তথ্য অধিদফতর
৬৩।	মো. মোজাহারুল ইসলাম	সিনিয়র তথ্য অফিসার -০১৮১৯৬৮৬৪৩১	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৬৪।	হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা	উপপরিচালক ০১৮২৪৯৫৪৬৬৮৫	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৬৫।	মো. আব্দুল গফুর	উপপরিচালক ০১৭১৯০৪৪৮৮৯	জেলা তথ্য অফিস, সিলেট
৬৬।	আবু ছালেহ মো. শিবলী	সিনিয়র তথ্য অফিসার ০১৭৩৮৯৮৩০৫৫	জেলা তথ্য অফিস, সিলেট
৬৭।	আব্দুল আউয়াল	সিনিয়র তথ্য অফিসার	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

৬৮।	মো. শাহজাহান	তথ্য অফিসার ০১৭৩৯৭৫৮০৮৩	জেলা তথ্য অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৬৯।	সুরেশ মোহন ত্রিপুরা	তথ্য অফিসার	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭০।	মো. আবদুল মুন্নাফ	তথ্য অফিসার ০১৭৪৪৯৯৪৩৩৯	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭১।	সাবিহ উদ্দিন আহমেদ	রাষ্ট্রদূত (সচিব)	বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন
৭২।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ	সচিব- ০১৭১১৯৫৫৭৫১	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৭৩।	তাজুল ইসলাম	প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৭৪।	রণবীর সেনগুপ্ত	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৭৫।	এম ফজলুর রহমান	মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)	পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর
৭৬।	লুৎফর রহমান	সহকারী পরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭৭।	মুঃ ইব্রাহীম চৌধুরী	তথ্য অফিসার	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭৮।	মো. বানিজুর রহমান খান	সহকারী পরিচালক -০১৭১১৯৫২৩৯০	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭৯।	এ বি এম নূর-উর-জামান	রাষ্ট্রদূত (সচিব)	বাংলাদেশ দূতাবাস, ত্রিপোলি, লিবিয়া
৮০।	মো. আবু তৈয়ব	অতিরিক্ত মহাপরিচালক ০১৭৩০৩৫৬৯৮৮	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
৮১।	ইফতেখার হোসেন	প্রধান তথ্য অফিসার- ০১৯৪০৯৪৫৪১২	তথ্য অধিদফতর
৮২।	জোবেদা খাতুন	সিনিয়র সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
৮৩।	ফরিদা বেগম	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৮৪।	মঙ্গল মনি চাকমা	তথ্য অফিসার	খাগড়াছড়ি
৮৫।	শামসুন নাহার	তথ্য অফিসার -০১৮৪৬২০৬২৭৭	তথ্য অধিদফতর

৮৬।	মো. শাহজাহান সিরাজী	সিনিয়র তথ্য অফিসার ০১৭৬৩৭১১৭০৬	তথ্য অধিদফতর
৮৭।	মিসেস মৃদুলা ভট্টাচার্য	সচিব-৯৩৩৭৬২০ (বাসা)	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৮৮।	মো. মাহবুবুল আলম	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)-০১৭১৫০১১২৩১	বাংলাদেশ বেতার
৮৯।	মো. মোরশেদ আলম	অতিরিক্ত সচিব-০১৫৫৬৩২৪২৬৮	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৯০।	আমিনুল ইসলাম	প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) ০১৭১৩৭৯৯৩৯৯	তথ্য অধিদফতর
৯১।	মো. আবদুল মান্নান	মহাপরিচা-লক-০১৭১১১৬৭৮০৫	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
৯২।	মো. বজলুর রহমান	উপপরিচা-লক-০১৭১৬২৩৬৮০	জাতীয় সংসদ সচিবালয়
৯৩।	নাসিমা আক্তার	সিনিয়র সম্পাদক-০১৭৪৮৪৭০৫৯২	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৯৪।	মো. কুদরত-ই-খুদা	সিনিয়র তথ্য অফিসার -০১৯১৩৬০৬৪৪৪	জামালপুর
৯৫।	ফিরোজা খাতুন	উপপরিচালক -০১৮১৯২৫০৫৯৯	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৯৬।	মোহাম্মদ নাজমুল হক	তথ্য অফিসার	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯৭।	মাহফুজুর রহমান	তথ্য অফিসার ০১৭৩১১২৯৩৩৪ ০১৭১০৮৫৮৫১৬	জেলা তথ্য অফিস, ভোলা
৯৮	আবু সাঈদ বিশ্বাস	সহকারী পরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৯৯।	এএসএম নুরুস সাফা চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব-০১৫৫২৩৭১৮১৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১০০।	এএইচএম আবদুল্লাহ	অতিরিক্ত সচিব-০১৭১৮০০১৮১৭	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
১০১।	আব্দুল আউয়াল হাওলাদার	অতিরিক্ত সচিব-০১৭১৬১৩৭৮৭৫, ০১৫৫০৫৫২৬৩০	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১০২।	মহসীনা বেগম	পরিচালক- ০১৫৫৪৩০৪৪২৪	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১০৩।	নূরুন নাহার নাজমা	পরিচালক- ০১৭৩১৪৪৫৩১০	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি
১০৪।	এ এস বাহাউদ্দিন	তথ্য অফিসার- ০১১৯০৮১০২৫৬	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১০৫।	উইলিয়াম অতুল কুলুম্ভনু	অতিরিক্ত সচিব- ০১৭১৬৯২৯৩৮০	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১০৬।	আবু তাহের	অতিরিক্ত সচিব- ০১৫৫২৪২০৬০১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০৭।	অমিতাভ চক্রবর্তী	অতিরিক্ত সচিব- ০১৭৫৫৫৫৫৫৯৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১০৮।	কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ	সচিব- ০১৭১৩০৪২৭৯৭	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণা-লয়
১০৯।	এ কে এম নেছার উদ্দিন ভূঞা	অতিরিক্ত সচিব- ০১৫৫২১৪০৪০০	বাংলাদেশ বেতার
১১০।	কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর	অতিরিক্ত সচিব ০১৭৩২০৯৯০০৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১১১।	ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	যুগ্মসচিব- ০১৭৩১৩৯০৬৩৭	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১১২।	এ কে এম শামীম চৌধুরী	প্রধান তথ্য অফিসার- ০১৭১২৫১৫১২৬	তথ্য অধিদফতর
১১৩।	হেলাল উদ্দিন আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব ০১৭২০১১৮২৪০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১১৪।	ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন	প্রধান তথ্য অফিসার- ০১৭১০৮২৬২০৭	তথ্য অধিদফতর
১১৫।	এম এ হালিম	অতিরিক্ত সচিব ০১৫৫২৩২৩৭৫৬	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১১৬।	বিজন লাল দেব	অতিরিক্ত সচিব	বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক
১১৭।	মো. লিয়াকত আলী খান	মহাপরিচালক- ০১৭২০১১০০১১	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১৮।	মো. জাহাঙ্গীর হোসেন	মহাপরিচালক- ০১৭১৫০৬৬১৫৯	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১১৯।	মুহাম্মদ ইসমাইল হুসেন	উপসচিব- ০১৫৫৪৩৫৪৯১৫	তথ্য মন্ত্রণালয়
১২০।	ড. মোহাম্মদ আবদুল হান্নান	সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার ০১৮১৮৯৩৫১৯০	তথ্য অধিদফতর
১২১।	মো. এনামুল হক	যুগ্মসচিব- ০১৭১১২৭৪৩০২	নৌ পরিবহন মন্ত্রণা-লয়
১২২।	মাহফুজুর রহমান মলংগী	সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার ০১৮৫৬৯৫৬০০০	তথ্য অধিদফতর
১২৩।	মো. নুর নবী	তথ্য অফিসার- ০১৫৫২৪৩৭৯০৪	তথ্য অধিদফতর
১২৪।	মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	উপসচিব ০১৭১১০২২৮৩৩	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২৫।	মো. রফিকুল ইসলাম আকন্দ	যুগ্ম সচিব ০১৯৬০৭০৪২৬৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২৬।	মো. আবু আবদুল্লাহ	অতিরিক্ত সচিব ০১৭১২৭২৪২২৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২৭।	জিকরুর রেজা খানম	অতিরিক্ত সচিব- ০১৭১১৬৩৫২৫২	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
১২৮।	মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	যুগ্মসচিব ০১৭১৩০৭৮৫৯৪	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২৯।	সরদার মো. আমিনুল ইসলাম	উপসচিব ০১৭২০৯৭৩৪২৯	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩০।	স্বপন কুমার ভৌমিক	যুগ্মসচিব ০১৮২০০৭৭১৮০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৩১।	মো. মোস্তফা	যুগ্মসচিব- ০১৮২২৯৫৪৯৬৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৩২।	মো. রুস্তম আলী খান	উপপরিচালক- ০১৫৫২৪৯৪৬২৮	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১৩৩।	মো. মুসা তালুকদার	তথ্য অফিসার- ০১৭২০৪৫২২৫৫	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১৩৪।	ঊষা মং চৌধুরী	তথ্য অফিসার- ০১৫৫৬৬১৩১১৪	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১৩৫।	শচীন্দ্রনাথ হালদার	মহাপরিচালক- ০১৭১১৪০৯৫৩৩	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
১৩৬।	মো. আজিজুর রহমান	মহাপরিচালক- ০১৭১৫৮৭২৮২৮	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
১৩৭।	মো. এনামুল কবীর	সিনিয়র সম্পাদক- ০১৮১৮২৮৬৪৭০	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১৩৮।	মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন	কাউন্সেলর- ০১৯০৩১০৩৭৯৩	বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
১৩৯।	ফজলে রাব্বী	মহাপরিচালক- ০১৭১১৭৮৪৪৭৮	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
১৪০।	আনোয়ারা বেগম	সিনিয়র ডিপিআইও ০১৬৮৬৮৪৩৬৮০	তথ্য অধিদফতর
১৪১।	মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন	সম্পাদক (উপপরিচালক) ০১৯১১৮৭৮৫০২	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১৪২।	মো. শফিকুল ইসলাম	সিনিয়র তথ্য অফিসার ০১৭১১৮১৯৬৫২	তথ্য অধিদফতর
১৪৩।	মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন	মহাপরিচালক ০১৭৯৯২৫১৯২৬	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১৪৪।	মো. জাকির হোসেন	মহাপরিচালক ০১৫৫০০১৬২৭৩	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১৪৫।	বিধান চন্দ্র কর্মকার	মহাপরিচালক ০১৯১৫২২৫৮৭০	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১৪৬।	সুফিয়া বেগম	সম্পাদক ০১৮১৭০৮৪৮২৭	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১৪৭।	মো. মোখলেছুর রহমান	তথ্য অফিসার ০১৭১৫৩৭৪৬৬৮	জেলা তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
১৪৮।	মহাঃ শামসুজ্জামান	উপপরিচালক ০১৭১৫৪৩৫২২১	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রাজশাহী

১৪৯।	সাঈদা বেগম	সিনিয়র তথ্য অফিসার ০১৯১৪২৯৪৬৯৩	তথ্য অধিদফতর
১৫০।	কামরুন নাহার	সচিব ০১৭১৫২০৯২৫২	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
১৫১।	মো. আব্দুস সাত্তার মিয়াজী	উপসচিব ০১৭১৩০৭৮৫৯৪	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৫২।	শেখ মোহাম্মদ বিল্লাল হোসাইন	যুগ্মসচিব ০১৭১৩১৮০০২৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৫৩।	সুরথ কুমার সরকার	প্রধান তথ্য অফিসার (অতিরিক্ত সচিব) ০১৭১১১৫০০৯২	তথ্য অধিদফতর
১৫৪।	মো. আজম	যুগ্মসচিব ০১৭১১৩১৮৯৩১	স্পারসো, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৫৫।	মো. জহির আহমদ	যুগ্মসচিব ০১৬৭৫৭৮৯৯৫০	ধর্ম মন্ত্রণালয়
১৫৬।	মো. সরওয়ার আলম	পরিচালক (যুগ্ম সচিব) ০১৭১৫০৭৮৬৫৬	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ
১৫৭।	সুবোধ চন্দ্র ঢালী	যুগ্মসচিব ০১৭১২০২৬০৬৮	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৫৮।	ফারুক মো. আব্দুল মুনিম	ডিপিআইও ০১৭১১৪৬০১০১	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
১৫৯।	শিবপদ মণ্ডল	পরিচালক (উপসচিব) ০১৭১২৪৪৯৬৮৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

যাঁদের হারিয়েছি

ক্রমিক	নাম	সর্বশেষ পদবি	সর্বশেষ কর্মস্থল
১.	সয়ূদ আহমদ	সচিব	
২.	সৈয়দ ওয়ারেস আলী	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৩.	মকবুল আহমেদ	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৪.	নূরর রহমান	সি. তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৫.	শামসুজ্জামান চৌধুরী	পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৫.	মজিবুর রহমান রৌশনী	সি. তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৬.	মশিউর রহমান	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৭.	প্রদীপ মজুমদার	সহকারী পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৮.	মো. মফিজুর রহমান	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৯.	গাজী মনসুরুল হক	সি. তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১০.	সরদার আনিসুর রহমান	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১১.	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	ডেপুটি কিউরেটর	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
১২.	এম এ বারী	উপপরিচালক	
১৩.	মীর মো. জয়নুল আবেদীন	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১৪.	সৈয়দ আজিজুল হক	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১৫.	কাজী সাইফুন্নাহার	উপপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১৬.	শংকর নাথ সাহা	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১৭.	কাজী নূরুল ইসলাম	যুগ্মসচিব	
১৮.	মোকছেদ আলী	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১৯.	নূরুল ইসলাম	পরিচালক	
২০.	সৈয়দ নজমুদ্দীন হাসেম	মিনিস্টার (প্রেস)/ সরকারের মন্ত্রী	তথ্য মন্ত্রণালয়
২১.	একরামুল হক	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
২২.	মু. আবদুল হাই	পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
২৩.	কামালুর রহমান ভুঞা	উপ প্রেসসচিব	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২৪.	শামসুল হক	সি. তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর

২৫.	আমজাদ হোসেন	মহাপরিচালক	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
২৬.	মো. আবুল কাশেম	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, নোয়াখালী
২৭.	আব্দুস সাত্তার	সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
২৮.	এ কে এম শাহনেওয়াজ	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
২৯.	মোস্তাফিজুর রহমান	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন
৩০.	আনোয়ারুল আবেদীন	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
৩১.	আবম আবদুল মতীন	মহাপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৩২.	সৈয়দ বদরুল হক	উপপ্রধান তথ্য অফিসার-	তথ্য অধিদফতর
৩৩.	ওবায়দুল হক সরকার	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৩৪.	শেখ ফজলুর রহমান	তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৩৫.	শামসুল হক	সি. তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৩৬.	চৌধুরী ইবি মজিদ	পরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৩৭.	সৈয়দ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ	উপপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৩৮.	সাইফুল রহমান চৌধুরী	উপপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৩৯.	আব্দুস সাত্তার	সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৪০.	আতোয়ার রহমান	উপপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৪১.	হেশাম উদ্দিন আহমেদ	সচিব	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪২.	আরশাদুজ্জামান	রাষ্ট্রদূত/ সহকারী মহাসচিব	ওআইসি
৪৩.	সবুরুল হক খান	উপপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৪৪.	আবদুল কাদের	রাষ্ট্রপতির সহকারী সচিব	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
৪৫.	কাজী মোজাম্মেল হক	উপপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৪৭.	এম এ সামাদ	উপপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৪৮.	আব্দুল হান্নান	কাউন্সেলর	বাংলাদেশ দূতাবাস নিউইয়র্ক
৪৯.	আশরাফ আলী খান	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৫০.	তোফাজ্জল হোসেন	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৫১.	এম গোলাম পাঞ্জাতন	মহাপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.

৫২.	এ কে এম আব্দুর রউফ	কিউরেটর (মহাপরিচালক)	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
৫৩.	মো. হাবিবুর রহমান	মহাপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৫৪.	কে জি মোস্তফা	সিনিয়র সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৫৫.	এ কিউ এস দেওয়ান	ভাইস চেয়ারম্যান	চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড
৫৬.	মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৫৭.	এম মতিউর রহমান	সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৫৮.	মো. আজিজুল্লা	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস ফেনী
৫৯.	আব্দুল ওহহাব	মহাপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
৬০.	খালেদা এদিব চৌধুরী	সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৬১.	মো. সুলতান আহমদ খান	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, কক্সবাজার
৬২.	মো. নূরুল হুদা (২)	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, শেরপুর
৬৩.	ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব	তথ্য মন্ত্রণালয়
৬৪.	আমিনুল ইসলাম সিদ্দিক	তথ্য অফিসার	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৬৫.	আব্দুল ওয়াহাব	মহাপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৬৬.	এ বি নাগ	মহাপরিচালক	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
৬৭.	কাজী সাইফুন্নাহার	উপপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৬৮.	এম এ মতিন	পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৬৯.	জাফর আলম	সি. উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৭০.	আবদুর রহমান	মহাপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭১.	হারুন আল রশীদ	উপপরিচালক	জেলা তথ্য অফিস, ঢাকা
৭২.	মকবুল আহমেদ	মহাপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৭৩.	হারুন-উর-রসিদ	প্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৭৪.	এম এ খালেক	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, চুয়াডাঙ্গা
৭৫.	মো. আব্দুল মান্নান	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, চাঁদপুর
৭৬.	এ কে এম আব্দুর রব	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, ফেনী
৭৭.	আব্দুল হামিদ ভূঁইয়া	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, নারায়ণগঞ্জ
৭৮.	রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী	অতিরিক্ত সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
৭৯.	এ কে সালেহ আহমেদ	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর

৮০.	মঈনউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	যুগ্মসচিব	পাট মন্ত্রণালয়
৫৭।	এস এম মঞ্জুর আহমেদ	উপপরিচালক	জেলা তথ্য অফিস, বরিশাল
৮১.	নকীব উদ্দীন আহমেদ	তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
৮২.	কাজী রোজী	সিনিয়র তথ্য অফিসার (সাবেক সংসদ সদস্য)	তথ্য অধিদফতর
৮৩.	মো. নজরুল ইসলাম	উপপরিচালক	বিভাগীয় তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
৮৪.	মো. আবু তাহের	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, নেত্রকোণা
৮৫.	সৈয়দ মাহবুবুর রহমান	মহাপরিচালক	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
৮৬.	কানাই লাল কর	তথ্য অফিসার	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৮৭.	মো. নাজমুল হুদা খান	সচিব	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৮৮.	টাইগার জাম্বিল	প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮৯.	রফিকুল ইসলাম চৌধুরী	সিনিয়র সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধি.
৯০.	মো. মোস্তফা কামাল পাঠান	সহকারী পরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৯১.	হামিদা খানম	পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
৯২.	তানিয়া সুলতানা	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৯৩.	ড. রনজিৎ কুমার বিশ্বাস	সিনিয়র সচিব-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯৪.	চয়নিকা সাহা	সহকারী পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
৯৫.	মরহুম তছির আহাম্মদ	প্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
১০১।	আশরাফ মোহাম্মদ ইকবাল	অতিরিক্ত সচিব	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৯৪।	আবু তাহির মোহাম্মদ হোসেন	সিনিয়র সম্পাদক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
৯৬.	মো. মজিবুর রহমান	সিনিয়র তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, বগুড়া
৯৭.	মো. আবুল হোসেন	অতিরিক্ত সচিব	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

জীবন সদস্য

ক্রমিক	নাম	পদবি	দপ্তর
ক্রমিক	নাম	পদবি	দপ্তর
১।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	সাবেক সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২।	ইফতেখার হোসেন	অব. প্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৩।	মো. খোরশেদ আলমখান	অব. অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৪।	সনৎ কুমার বিশ্বাস	অব. মহাপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
৫।	মাহবুবুল আলম	অব. অতিরিক্ত সচিব	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬।	এ এফ এম নুরুস-সাফা চৌধুরী	অব. অতিরিক্ত সচিব	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৭।	এ কে এম শামীম চৌধুরী	অব. প্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৮।	মো. আবু আবদুল্লাহ	অব. অতিরিক্ত সচিব	বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড
৯।	মো. আবদুল মান্নান	অব. মহাপরিচালক	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
১০।	মো. জয়নাল আবেদীন	রাষ্ট্রপতির প্রেসসচিব	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
১১।	মো. আব্দুস সাত্তার মিয়াজী	অব. উপসচিব	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২।	মো. এনামুল হক	অব. যুগ্মসচিব	নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়
১৩।	মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	অব. উপসচিব	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৪।	নুরুননাহার নাজমা	অব. পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১৫।	আকতার হোসেন	মহাপরিচালক	তথ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত
১৬।	এ এফ এম আমিনুল ইসলাম	কনসাল জেনারেল (যুগ্মসচিব)	কনস্যুলেট জেনা. কুনমিং, চীন
১৭।	বিধান চন্দ্র কর্মকার	অব. মহাপরিচালক	গণযোগাযোগঅধিদপ্তর
১৮।	ফায়জুল হক	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১৯।	নিজামুল কবীর	মহাপরিচালক	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
২০।	আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন	পরিচালক	প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
২১।	ফিরোজাখাতুন	অব. উপপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
২২।	ইয়াকুব আলী	সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (চ.দা)	তথ্য অধিদফতর
২৩।	মো. সরওয়ার আলম	অব. যুগ্মসচিব	বিআরটিএ
২৪।	শচীন্দ্র নাথ হালদার	অব. মহাপরিচালক	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

ক্রমিক	নাম	পদবি	দপ্তর
২৫।	মাহফুজুর রহমান মলংগী	অব. সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
২৬।	শিবপদ মন্ডল	অব. উপসচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
২৭।	এ কে এম আজিজুল হক	পরিচালক (উপসচিব)	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
২৮।	ম.জাভেদ ইকবাল	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, বরিশাল
২৯।	পরীক্ষিত চৌধুরী	সিনিয়রতথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৩০।	মো. মনিরুজ্জামান	প্রকল্পপরিচালক	তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প
৩১।	মো. মিজানুর রহমান	উপসচিব	আইসিটি বিভাগ
৩২।	মো. আবু নাছের	উপসচিব	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৩৩।	মীর আকরাম উদ্দিন আহমদ	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৩৪।	মো. হুমায়ুন কবীর	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)	আইসিটি বিভাগ
৩৫।	মো. শাহেদুর রহমান	উপসচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩৬।	জুলিয়া জেসমিন মিলি	উপসচিব	বিডা
৩৭।	জিনাত আরা আহমেদ	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা
৩৮।	জাকির হোসেন	মহাপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
৩৯।	অনসূয়া বড়ুয়া	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৪০।	রোকসানা আক্তার	পরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪১।	কুদরত-ই-খুদা	অব. সিনিয়র তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, জামালপুর
৪২।	হাসান পারভেজ	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, ঠাকুরগাঁও
৪৩।	মো. ফরহাদ হোসেন	পরিচালক	বিভাগীয় তথ্য অফিস, রাজশাহী
৪৪।	কাজী গোলাম আহাদ	পরিচালক	বিভাগীয় তথ্য অফিস,ঢাকা।
৪৫।	এ কে এম কামরুল আহছান	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার
৪৬।	মো. তৌহিদুজ্জামান	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
৪৭।	মো. মোখলেছুর রহমান	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
৪৮।	কৃপাময় চাকমা	পরিচালক	বিভাগীয় তথ্য অফিস,চট্টগ্রাম
৪৯।	মো. ওয়াহিদুজ্জামান	তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫০।	মো. সেলিম হোসেন	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৫১।	মীর হোসেন আহসানুল কবীর	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
৫২।	এ এস এম কবীর	পরিচালক	বিভাগীয় তথ্য অফিস, রংপুর

ক্রমিক	নাম	পদবি	দপ্তর
৫৩।	মোস্তফা কামাল পাশা	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৫৪।	ফারুক মো. আব্দুল মুনিম	অব. উপপ্রধান তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
৫৫।	মশিউর রহমান	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
৫৬।	মো. আজিজুল হক নিউটন	পরিচালক	বিভাগীয় তথ্য অফিস, সিলেট
৫৭।	জাকির হোসেন	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, সিলেট
৫৮।	মো. নুরুন্নবী খন্দকার	উপপ্রকল্প পরিচালক	তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প
৫৯।	মো. মমিনুলহক	উপপ্রকল্প পরিচালক	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৬০।	মো. মঞ্জুর-ই-মওলা	প্রথমসচিব	বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব
৬১।	ফারহানা রহমান	উপপরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
৬২।	ডালিয়া ইয়াসমিন	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৬৩।	সুমন মেহেদী	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৬৪।	মুহম্মদ আমিরুল আজম	সিনিয়র তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, ফরিদপুর
৬৫।	তাজকিয়া আকবারী	সিনিয়র তথ্য অফিসার	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
৬৬।	সেলিনা আকতার	উপপরিচালক	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনাঅধিদপ্তর
৬৭।	মো. শামছুল হক	সিনিয়র তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, কিশোরগঞ্জ
৬৮।	সুফি আব্দুল্লাহিল মারুফ	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৬৯।	দীপংকর বর	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৭০।	মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৭১।	শাহিদা সুলতানা	উপপরিচালক	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
৭২।	আসাদুজ্জামান খান	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর, ঢাকা
৭৩।	মো. ইমরানুল হাসান	সহকারী প্রেসসচিব	মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
৭৪।	মো. মেহেদী হাসান	সিনিয়র তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, বাগেরহাট
৭৫।	এ কে এম শরীফুল আরমান	সিনিয়র তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, দিনাজপুর
৭৬।	অনিমেষ কান্তি হাওলাদার	সিনিয়র তথ্য অফিসার	জেলা তথ্য অফিস, পটুয়াখালী
৭৭।	রেজাউল করিম সিদ্দিকী	সিনিয়র তথ্য অফিসার	তথ্য অধিদফতর
৭৮।	আবু সাঈদ বিশ্বাস	অব. সহকারী পরিচালক	গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা

সভাপতি ও মহাসচিবগণের তালিকা

সাল	সভাপতি	মহাসচিব
১৯৯০	শামসুজ্জামান চৌধুরী	মো. নাজমুল হুদা খান
১৯৯১	শামসুজ্জামান চৌধুরী	মো. নাজমুল হুদা খান
১৯৯২	ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	এ এইচ এম আবদুল্লাহ
১৯৯৩	এম গোলাম পাঞ্জাতন	এ এইচ এম আবদুল্লাহ
১৯৯৪	এম. গোলাম পাঞ্জাতন	হারুন-উর-রশিদ
১৯৯৫	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	হারুন-উর-রশিদ
১৯৯৬	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	আবু আবদুল্লাহ
১৯৯৭	হারুন-উর-রশিদ	কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ
১৯৯৮	মো. মকবুল আহমেদ	এ কে এম শামীম চৌধুরী
১৯৯৯	রবীন্দ্র চন্দ্র গোপ	মোস্তাফিজুর রহমান
২০০০	হারুন-উর-রশিদ	শচীন্দ্র নাথ হালদার
২০০১	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	মাহফুজুর রহমান মলংগী
২০০২	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	মো. জয়নাল আবেদীন
২০০৩	আবদুল মান্নান	শেখ মোহাম্মদ বিল্লাল হোসাইন
২০০৪-২০০৫	আবদুল মান্নান	মো. এনামুল হক
২০০৬-২০০৭	মো. আবু আবদুল্লাহ	মো. সরওয়ার আলম
২০০৮	মো. আবু আবদুল্লাহ এম এ হালিম (ভারপ্রাপ্ত)	মো. সরওয়ার আলম
২০০৯-২০১০	এ কে এম শামীম চৌধুরী	মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান
২০১১-২০১২	এ কে এম শামীম চৌধুরী	এ এম মোতাহের হোসেন
২০১৩-২০১৪	তছির আহাম্মদ	স. ম. গোলাম কিবরিয়া
২০১৫-২০১৬	মো. জয়নাল আবেদীন	স. ম. গোলাম কিবরিয়া
২০১৭-২০১৯	কামরুন নাহার	ফায়জুল হক
২০১৯-২০২২	স. ম. গোলাম কিবরিয়া	মুন্সী জালাল উদ্দিন
২০২২-২০২৪	মো. জসীম উদ্দিন	প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য

১৯৯১ সালের প্রথম দিকে জনাব শামসুজ্জামান চৌধুরীর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর জনাব রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সদস্য তথ্য

ইনফরমেশন
বি সি এস
Information is Power
এসোসিয়েশন
ঢাকা

কর্মকর্তাগণের পরিচিতি

মো. আকতার হোসেন -বিসিএস ৯ম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : মহাপরিচালক (গ্রেড-২), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত।
ফোন : ৮১৪২১৭৪ (বা), সেলফোন : ০১৭১৫০৬৬৯৩৪
জন্ম তারিখ : ০১. ০১. ১৯৬৬, বর্তমান ঠিকানা: ৫/৬ ব্লক-ডি লালমাটিয়া, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : ২২ কলেজ রোড, বাগেরহাট-৯৩০০।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, ইমেইল : akhtar9bcs@gmail.com
স্ত্রীর নাম ও পেশা: আফরোজী ইসলাম, গৃহিণী,
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) ফাইরোজ আনিকা; ১৫.০৪.১৯৯৬, ২) আদিব হোসেন; ২৪.০২.২০০০, ৩) সুহায়ের আরাফী; ২০.০১.২০০৮

ফায়জুল হক -বিসিএস ১৩শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ফোন : ৯১২৭৬৬৪ (বা), সেলফোন : ০১৫৫২৩২৪৮৪৭
জন্ম তারিখ : ১০.১০.১৯৬৬, ইমেইল : faizul66@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি নং- ১০ /৩-১০/৪, তল্লাবাগ, সোবহানবাগ, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- পশ্চিম বুইচাকাঠি, ডাকঘর ও উপজেলা- নাজিরপুর, জেলা-পিরোজপুর।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: মিসেস শাহিনা আকতার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আরাফে জাওয়াদ সাজিদ; ০৪.০১.১৯৯৭,
২) আনাফে আজাদ সামি; ০৩.০৯.২০০৪

মো. আবুল কালাম আজাদ -বিসিএস ১৩শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ফোন: ৫৫০৭৯৩৪০ (অ), ২২৬৬১০১৫২ (বা), সেলফোন : ০১৫৫২৩৭০৩২৫
ইমেইল : azadpid@gmail.com, জন্ম তারিখ : ০১.১২.১৯৬৩
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-৮সি-৯০৫, ভবন-০৮ (কর্ণফুলী ভবন), রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প, সেক্টর-১৮, থানা-তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- মৃগীডাঙ্গা, উপজেলা ও জেলা- সাতক্ষীরা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: সাহিদারা ইসলাম, শিক্ষকতা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আনিকা তাবাসসুম; ২) আহনাফ শাহরিয়ার

মো. নিজামুল কবীর -বিসিএস ১৩শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, আগারগাঁও, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০২৪৬৩৬, সেলফোন : ০১৯৭২০৩৬৪৬৮
জন্ম তারিখ : ১২. ১২. ১৯৬৬, ইমেইল : kabirmdnizamul@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : বি-১১/ডি-৯ আগারগাঁও নিউ কলোনি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- মলুহার, উপজেলা- বানারিপাড়া, জেলা- বরিশাল।
ব্লাড গ্রুপ : বি-, স্ত্রীর নাম ও পেশা : মুর্শিদা পারভিন অনু, সরকারি চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) সাজিদ রেজোয়ান (অয়ন); ০৭.০৫.২০০১,
২) শাকিব রেজোয়ান (আরিয়ান); ০১.০৭.২০০৪

মো. শাহেনুর মিয়া -বিসিএস ১৩শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : প্রধান তথ্য অফিসার (অ.দা.) তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৫৫১০০৮১১ (অ), ৫৫১০০৪৯২ (বা), সেলফোন : ০১৭১৫২৫৫৭৬৫
জন্ম তারিখ : ১৭.০৮.১৯৬৬, ইমেইল : proshahinoor@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-১৩/এ, বিল্ডিং-১৩, জোন-বি, আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- ছোট রামচন্দ্রদী, ডাকঘর- মাধবদী, উপজেলা ও জেলা- নরসিংদী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : রোকসানা আক্তার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) সাজিদ নূর রাবি;২৫.০৪.১৯৯৯
২) তানজিদ নূর রাফি;১৭.০৮.২০০০

মো. জসীম উদ্দিন -বিসিএস ১৩শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : মহাপরিচালক (অ.দা.) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর,তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন : ৮৩০০৬৪০ (অ), সেলফোন : ০১৭১২১৮৯০৩৮
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৬৫ খ্রি:, ইমেইল : zashim1965@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ২৫৫ ফ্রিস্কুল স্ট্রিট, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-উত্তর মুছাপুর, ডাকঘর-মাওলানা বাজার, উপজেলা-কোম্পানীগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : মিসেস সুফিয়া বেগম, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) কাওসার নাজনিন এনি; ২০.০৮.১৯৯০
২) মো. জিলান উদ্দীন সাইফ;০২.০৯.১৯৯৮, ৩) মো. সুজা উদ্দীন সামির;০৯.০৬.২০০২

স. ম. গোলাম কিবরিয়া - বিসিএস ১৩শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : মহাপরিচালক (চ.দা.) চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ৮৩৩১০৩৪(অ), ৪৮১১৮১৬১ (বা), সেলফোন : ০১৫৫২৩১৮১০৮
জন্ম তারিখ : ৩০.১২.১৯৬৩ খ্রি:, ইমেইল : 1963kibria@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ১৮/৭ সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার্স, সোবহানবাগ, ঢাকা-১২০৭।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- পাথাইলহাট, ডাকঘর-সিলন্দা, উপজেলা-সাঁথিয়া, জেলা-পাবনা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সুলতানা ফেরদৌসী (মুক্তা), গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মুস্তানসির কিবরিয়া উচ্ছ্বাস; ১৭.১০.১৯৯৭
২) মুন্‌তাসির কিবরিয়া উল্লাস;০২.০৯.১৯৯৮, ৩) সাবরিনা কিবরিয়া অবণী;২৩.০৯.২০০৩

এম সাইফুল্লাহ - বিসিএস ১৩শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন : ৮৩০০৬২১ (অ), ০১৭২৬২৬১৮৫৬
জন্ম তারিখ : ৩১.১২.১৯৬৪
ইমেইল : usaif5110@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ১/১৫-১৬ গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : কাফিলাতলী, উপজেলা ও জেলা- লক্ষ্মীপুর।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: তসলিমা আক্তার, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) সারতাজ ওয়াফি, ২) নাফিয়া মালিয়াত

মো. কামরুজ্জামান -বিসিএস ১৩শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর (সংযুক্তি: সিনিয়র সম্পাদক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর) ঢাকা।
ফোন: ৯৩৩১০০৫ (অ), সেলফোন : ০১৫৫২৪২০৯৭৩
জন্ম তারিখ : ২৫.০১.১৯৬৬, ইমেইল : mquamruzzaman@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- প্রামাণিক পাড়া, ডাকঘর- বিষ্ণুপুর, উপজেলা- বদরগঞ্জ, জেলা- রংপুর।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: পারভীন আকতার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) রুহমা নাওয়ার তাবাস্‌সুম;১৬.০৭.২০০০
২) আহমেদ উনাইস;০৩.০২.২০০২

খালেদা বেগম -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রশাসন), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৫৫১০০৮৩৫, সেলফোন ০১৭৯৪২৮৭৪৬৯
জন্ম তারিখ : ২১.১০.১৯৭৪, ইমেইল : bkhaleda9@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট ৩-সি-২, আলোছায়া বিল্ডিং, নির্ঝর এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।
স্থায়ী ঠিকানা : ৫৬/সি-১ দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা- ১২১৪।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্বামীর নাম ও পেশা : লেঃ কঃ মো. সিদ্দিকুর রহমান
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আহনাফ সিদ্দিকী; ০৯.১১.২০০৩
২) নামিরা সিদ্দিকী; ১৯.১০.২০০৮

মো. আবদুল জলিল -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রোটকল ও লিয়াজোঁ), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৫৫১০১২১০ (বা), সেলফোন : ০১৫৫২৩১৮৬৬২
জন্ম তারিখ : ১১.০৯.১৯৭৪, ইমেইল : jalilpro74@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট# 5G, প্যারামাউন্ট কনকর্ড, ০৯ হাটখোলা রোড, টিকাটুলি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর কালিয়াজুরী (কোরের পাড়), ডাকঘর: কুমিল্লা-৩৫০০, থানা: কোতোয়ালি, উপজেলা: কুমিল্লা আদর্শ সদর, জেলা: কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: জান্নাতুল ফেরদাউছি, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আলিফ রুদাবা;৩০.১২.১৯৯৯,
২) ইউসুফ জামিল;১৬.১২.২০০২, ৩) নুসরাত জাহান;২০.০৫.২০০৮

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৫৫২৬৪২৮২৮
জন্ম তারিখ : ০৯.১২.১৯৭০
ইমেইল: akmshamsuddin18@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ডাব্লিউ/জে ৮ পশ্চিম ফিরোজশাহ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২০৭।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-পশ্চিম মাইজদী, ডাকঘর-নোয়াখালী কলেজ, উপজেলা-সুধারাম, জেলা-নোয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: ফেরদৌস নিগার, চাকরিজীবী

মুন্সী জালাল উদ্দিন -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপ-প্রেস সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৬৬৩৮২২৪ (অ), সেলফোন : ০১৫৫০১৫০৬৭৮, ০১৯১৩০১৩৩৩২
জন্ম তারিখ : ০১.০৩.১৯৭২, ইমেইল : mjuinfo18@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ফ্ল্যাট নং এ-১, দ্বিতীয় তলা, ১০৩ শান্তিনগর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- কমলাপুর, ডাকঘর- নাকোল, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা- মাগুরা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : রওশন জাহান, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) জান্নাতুল বুশরা হৃদি; ০৯.০৮.২০০৩, ২) সাদমান জাহিন রাহি; ০৫.০১.২০০৭

ইয়াকুব আলী -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রেস অ্যান্ড মিনিস্টিরিয়াল পাবলিসিটি), (চ.দা.), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৫৫১০০১৩৮ (অ), সেলফোন : ০১৭৯৮৪০৮১০৩
জন্ম তারিখ : ০১.০৩.১৯৭৩, ইমেইল : yeakub07@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-এ ২, রজনীগন্ধা, ন্যাশনাল হাউজিং, অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, মিরপুর-২, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-উলুখলা, ডাকঘর-নানশ্রী, উপজেলা-করিমগঞ্জ, জেলা-কিশোরগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : ফারজানা নাসরীন, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) তানজিম মুনতাকিম ইসমাম, ২৯.০২.২০০৪
২) তাইয়্যিব মুহতাদি জাওয়াদ;০৮.১২.২০০৭, ৩) তাসনিম মুয়াযযম আসওয়াদ;২৩.১০.২০১৪

মো. জাহিদুল ইসলাম -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ফোন : (অ), সেলফোন : ০১৭৪৫১১৫৫৮৮
জন্ম তারিখ : ০২.০৬.১৯৬৯, ইমেইল : zahidrepon@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ১৭১/১ উত্তর ইব্রাহিমপুর, মমিন সরণি, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি নং- ১০০৬, মিয়া পাড়া সড়ক, পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : জুয়েনা শবনম, সহকারী অধ্যাপক
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) নিসর্গ শবনম;১৬.০১.২০০৭,
২) অনিন্দ্য অন্তরিক্ষ;১৬.০১.২০১০

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : প্রকল্প পরিচালক, 'বেটার সার্ভিস অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন উইথ দি মিডিয়া' প্রজেক্ট, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৯৪৩৪৪৬৩২৩
জন্ম তারিখ : ০১.১০.১৯৭৩, ইমেইল : faruque_dewan@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: পূবালী এফ-২, সার্কিট হাউস রোড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, রমনা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- আলুমুড়া, ডাকঘর-মহামায়া, উপজেলা ও জেলা-চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: ড. শারমিন জাহান, সহকারী অধ্যাপক
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) বুশরা জাহান বিনতে ফারুক;২৯.০৩.২০০৭,
২) তানভীর ইবনে ফারুক;২৫.৮.২০০৮

ম. জাভেদ ইকবাল -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর, বরিশাল।
ফোন: ০২৪৭৮৮৩০২৫৫ (অ), সেলফোন : ০১৭৮৫৭৯৭৮৭১
জন্ম তারিখ : ৩১.১২.১৯৭০
ইমেইল : dpiojaved@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : আলেকান্দা, বরিশাল।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- গোদাড়া, ডাকঘর- শোবনালী, উপজেলা- আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: লায়লা পারভীন, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : তাসনিম জাভেদ নিলয়; ১৫.০৯.২০০০

মো. তৈয়ব আলী -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ৮৩০০৬৫৪ (অ), সেলফোন : ০১৭১৫৮১৪৩১১
জন্ম তারিখ : ৩১.১২.১৯৭১, ইমেইল : informtali99@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৫৪ নিউ সার্কিট হাউস, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-সাইলামপুর, ডাকঘর-নারায়ণখোলা, উপজেলা-নকলা, জেলা-শেরপুর।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : তাসলিমা শবনম, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) লাবীবাহ্ ; ১৯.১২.২০০৪
২) ফারহান জামিল; ১৯.০৭.২০১০

পরীক্ষিৎ চৌধুরী -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার (সংবাদকক্ষ), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৯৫১২২৪৬ (অ), সেলফোন : ০১৭১১৩২৭৬৫২, ০১৫৫২৩২০৩২৮
জন্ম তারিখ : ২৭.০৪.১৯৭০, ইমেইল : 1parcho@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বি-৬, ডি-৬ শাহ্জাহানপুর সরকারি কোয়ার্টার্স, দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- কধুরখীল, উপজেলা- বোয়ালখালী, জেলা- চট্টগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সুচরিতা পালিত, ব্যাংকার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) পৃথ্বীরাজ চৌধুরী; ২৫.০৮.২০০১
২) যুবরাজ চৌধুরী; ০৩.১১.২০১১

মোবাস্বেরা কাদেরী -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : কাউন্সেলর, বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা, কাতার।
ফোন: +৯৭৪৪৪৬৫১৫৬১ (অ), সেলফোন : ৯৭৪৩৩৬৯১৫৬২
জন্ম তারিখ : ২১.০৩.১৯৭৪ খ্রি:, ইমেইল : mobassera_kadery@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ৪/ই মহুয়া, সোবহানবাগ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-ভোটমারী, ডাকঘর-ভোটমারী, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-লালমনিরহাট।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্বামীর নাম ও পেশা : মো. জাহাঙ্গীর আলম, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মুবাশ্শির আহম্মেদ কাদির; ১৯.০৩.২০০৬
২) মুযাক্কির আহম্মেদ কাদির; ১৩.০৪.২০০৯

মো. মনিরুজ্জামান -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : প্রকল্প পরিচালক, তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪১০৫৩ (বা), সেলফোন : ০১৭১৫৭৮২৭২৮
জন্ম তারিখ : ২৫.০৭.১৯৭০ ইমেইল : zaman.monir18@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ১/১৪ বেইলী স্কয়ার অফিসার্স কোয়ার্টারস, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-কচ্ছপখালী, ডাকঘর- কুয়াকাটা, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সৈয়দা ফারতুনা জান্নাত, ব্যাংকার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মো. ফাহমিদা জামান আলভী;০৮.১২.২০০৬
২) আজমাইন জামান;২৪.০৩.২০০৮

মো. আফরাজুর রহমান -বিসিএস ১৮শ ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (প্রশাসন), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোন : ৫৮৩১১২২৪, সেলফোন : ০১৯১১০০৭৫৩৯
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭৪
ইমেইল : afrazurrahman@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ১১/২৩ বেইলি স্কয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : ইছাঘরি, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: রাজিয়া আক্তার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : আনিফা মারিয়াম আফরাজ; ১২.১১.২০১৭

মীর আকরাম উদ্দীন আহম্মদ -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (জনসংযোগ) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
ফোন: ৫৫১০০০৭৪ সেলফোন : ০১৭৬৩৭৭০২০৭
জন্ম তারিখ : ০৮.০১.১৯৭৩
ইমেইল : creations.mir@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা :শেফাকুঞ্জ, ৪২ কাজী নজরুল ইসলাম রোড, কোর্টপাড়া কুষ্টিয়া।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : ডা. জিনাত জাহান, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ শিক্ষক।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : আয়ান জাবির মীর; ৩০ এপ্রিল।

মোহাম্মদ আলী সরকার -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (প্রশাসন), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৩২২৭৬ (অ), সেলফোন : ০১৭২০০২৫৫৫৯
জন্ম তারিখ : ২৪.১২.১৯৭৫
ইমেইল : m.asarker@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ৫/৯ বেইলী স্কয়ার অফিসার্স কলোনি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : ১১৭ শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সায়েমা সুলতানা, শিক্ষকতা

অনসূয়া বড়ুয়া -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার (সংবাদকক্ষ), তথ্য অধিদফতর, ভবন-৯ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৪০০১৯ (অ), সেলফোন : ০১৭১৫৬৭৬২৫৯, ০১৭৫১৮৪১১৭০
জন্ম তারিখ : ০২.০৫.১৯৭১, ইমেইল : anasuya.barua@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-৮০১, বিল্ডিং-২, ন্যাম গার্ডেন অফিসার্স কোয়ার্টার্স মিরপুর-১৩ ঢাকা-১২১৬।
স্থায়ী ঠিকানা : ৪ নং সার্সন রোড, চট্টগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্বামীর নাম ও পেশা : শঙ্কর পাল, চাকরিজীবী

জিনাত আরা আহমেদ -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর, খুলনা।
ফোন: ০২৪৭৭-৭২১৮৯১ (অ), সেলফোন : ০১৭১১৯৪৬৭৫৩, ০১৬৭১৬০৮০৪১
জন্ম তারিখ : ১৯.০১.১৯৭৩
ইমেইল : jinat20info@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : নিরালা আবাসিক, রোড নং-৯, বাসা নং-১২১।
স্থায়ী ঠিকানা : নিরিবিলি হাউস, কাটিয়া সরকার পাড়া, সাতক্ষীরা।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্বামীর নাম ও পেশা : কাজী ফায়জুর রহমান, সরকারি চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) রাফাত; ০৫.০৬.১৯৯৪, ২) নিশাত; ০৯.১২.১৯৯৬

জাকির হোসেন -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বরিশাল।
ফোন: ০২৪৭৮৮৩০৪০৮, সেলফোন : ০১৭১৯৬৭৯৭৭১
জন্ম তারিখ : ১৮.১২.১৯৭৩
ইমেইল : jhossain1973@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- জয়শ্রী, ডাকঘর- শিকারপুর, উপজেলা- উজিরপুর, জেলা-বরিশাল।
ব্লাড গ্রুপ : ও+
স্ত্রীর নাম ও পেশা : সাবেকুন নাহার জুই, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : নূরে জান্নাত (মাইশা); ২৩.০১.২০১৫

এস এম আব্দুর রহমান -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, লিয়েনে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত।
সেলফোন: +১৬৪৬-৩২১-৯১৫৩
ইমেইল : rahmanbd73@yahoo.com
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭৩, ব্লাড গ্রুপ : বি+
বর্তমান ঠিকানা: ওয়েস্টফোর্ড টেরেস জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ ইউএসএ।
স্ত্রীর নাম ও পেশা: নাজমা ইসলাম চৌধুরী, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আনিকা তাহসিন রহমান; ০১.০৯.২০০০
২) এস এম তাহসীনুর রহমান;২০.০৩.২০০৬

মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার (জনসংযোগ), বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৭১১২৩ (অ), ৮০৫৭৭৫৪ (বা), সেলফোন : ০১৭১১২৮৩৩৬৭, ০১৭১৩০০৩৮৪৪
জন্ম তারিখ : ১২.১১.১৯৭৫, ইমেইল : aslamuddinm@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : সেকশন-১০, ব্লক-এ, রোড-৪, বাসা-১৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- চারীগ্রাম, উপজেলা- সিঙ্গাইর, জেলা-মানিকগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : জাকিয়া সুলতানা, চাকরি
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মীর আসমিরা আনিকা স্নেহা;১৯.০২.২০০৫
২) মীর আফিদা আমরীন শ্রেয়া;১৭.০১.২০০৮

ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : প্রকল্প পরিচালক, মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ প্রকল্প বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, আগারগাঁও, ঢাকা।
ফোন : ৫৮১৫৭৯৮৪ সেলফোন : ০১৫৫২৩২১৯৪৬ (অ)
জন্ম তারিখ : ০১.১২.১৯৭০, ইমেইল : iqbalovro@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি #৪৯১, ফ্লাট# এ-৭ সোবহান এভিনিউ রোড, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ঢাকা-১২৩১।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-পাঙ্গাশিয়া, ডাকঘর- নাছিমপুর, থানা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+ , স্ত্রীর নাম ও পেশা : ড. তাসমীমা বেগম, সরকারি চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : মাশিয়াত অভ্র; ২৯.০৬.২০০৪

রোকসানা আক্তার -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ৮৩০০৬৮৩ (অ) , সেলফোন : ০১৭২০৫৭৭৫২৬
জন্ম তারিখ : ০৪.১১.১৯৭১, ইমেইল : akterroksana1971@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বলাকা-৫, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ধানমন্ডি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- কাউনা, ডাকঘর- হোসেনপুর, উপজেলা- হোসেনপুর, জেলা- কিশোরগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : ও+ স্বামীর নাম ও পেশা : মো. নুরুল করিম সিদ্দিক, চাকুরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) ইফফাত নাহার তানিশা; ২১.০৪.১৯৯৯
২) রিফাত নাহার দিশা; ১৬.০১.২০০৪

মো. নুরুল হুদা
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (সংসদ টিভি), জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : ৮১৭১২৩৯ (অ), সেলফোন : ০১৭১৬২৩৮০২৯
জন্ম তারিখ : ০৫.১১.১৯৬৪, ইমেইল : ddprdps@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৪/৩ সচিব হোস্টেল, সংসদ ভবন এলাকা, ঢাকা-১২০৭।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- মেন্দীনগর, ডাকঘর- আজাদনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: মোছা: তাছলিমা খাতুন, চাকরি
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) নিশাত তামান্না (অর্নি); ২০.০৫.১৯৯৩
২) মো. ওমর শরীফ (নীলয়);০৩.০৮.১৯৯৯, ৩) সুরাইয়া শবনম (অর্থি);২৫.১১.২০০৪

নাসরীন জাহান লিপি -বিসিএস ২২তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার (মনিটরিং) তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৫৫১০১২৩৪ (অ), সেলফোন : ০১৫৫২৪১৪২২১
জন্ম তারিখ : ১৭.০৪.১৯৭২
ইমেইল : nasrininfo22@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- পাইকপাড়া, পোঃ ও উপজেলাঃ বাঘারপাড়া, জেলাঃ যশোর।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্বামীর নাম ও পেশা: দেওয়ান মো. সাইফুল ইসলাম, অভিনয়
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) সায়েরে নাজাবি সায়েম; ১৫.০৩.২০০২
২) নাজিবা সায়েম; ০৬.০৬.২০০৭

মো. তৌহিদুল ইসলাম -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : কাউন্সেলর, বাংলাদেশ হাইকমিশন, ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।
সেলফোন: + ৬১০৪১০৯৯৬৯০৪
জন্ম তারিখ : ১১.১০.১৯৭৬, ইমেইল : islamtohidul76@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- দশপাখিয়া, ডাকঘর- পাশাপোল, থানা- চৌগাছা, জেলা- যশোর।
বর্তমান ঠিকানা : ২৪, ক্লার্কসন স্ট্রিট, পিয়ার্স, অ্যাক্ট অস্ট্রেলিয়া ২৬০৭।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: আঞ্জুমান আরা, সহকারী অধ্যাপক
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) তাসফিয়া আনজুম অদ্রি;৩১.১২.২০০৮
২) তারিফ আণজাব অরভিন;৩১.১২.২০১০

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : প্রথম সচিব (প্রেস), বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।
ফোন : ০১১৪১৯৫৩০০, সেলফোন : +৯৬৬৫৯৫৪০০৩৯৭
জন্ম তারিখ : ৩০.০৭.১৯৭৭
ইমেইল : mission.riyadh@mofa.gov.bd
বর্তমান ঠিকানা : ৮০৩৯ দারিন স্ট্রিট, ডিপ্লোমেটিক কোয়ার্টার, রিয়াদ-১১৬৯৩।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-ভাটিরগাঁও, উপজেলা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম : আনিকা বিনতে আলম, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ফারিশা ইসলাম; ১৮.০৬.২০১৫

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ভূঁঞা -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল), বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল জেদ্দা, সৌদি আরব।
ফোন: +৯৬৬-১২-৬৮৭-৮৪৬৫ এক্স-১২৫, সেলফোন : +৯৬৬-৫৬১৩৬০১৪৬
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭৪, ইমেইল : kazabhu@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- জগতপুর, ডাকঘর- নতুন মুন্সীরহাট, উপজেলা- ফুলগাজী, জেলা- ফেনী।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : নাসরিন আক্তার, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) ওয়াসিফ; ২০.০৩.২০১১
২) ওয়ারিশা; ০৭.০৫.২০১৫

সৈয়দ এ. মু'মেন -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : জনসংযোগ কর্মকর্তা (উপপ্রধান তথ্য অফিসার), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোন : ৮৩১৮১২০-২৬ এক্স. ২৫১, সেলফোন : ০১৭৫৮৮৭১০৭১
ইমেইল : sa_momen@yahoo.com, জন্ম তারিখ : ০১.০৩.১৯৭৮
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর-বাজেমহল, উপজেলা- বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : তাছলিমা খান, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) সৈয়দা তাহসিনা এম মানহা; ০৮.০৫.২০১৯
২) সৈয়দ তাহসিন এম আমাম; ০৮.০৫.২০১৯

গাজী জাকির হোসেন -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, খুলনা।
ফোন : ০২৪৭৭৭২১৮৪২ (অ), সেলফোন : ০১৭২০-৪২৩১২৪,
জন্ম তারিখ : ১১.০৬.১৯৭২, ইমেইল : gazizakir50@gmail.com,
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-বারুইপাড়া, ডাকঘর- চাকশ্রী বাজার, উপজেলা-রামপাল, জেলা-বাগেরহাট।
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-২খ, টিচার্স কোয়ার্টার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্ত্রীর নাম : ড. রওশন আরা
সন্তানের নাম : ১) জান্নাত; ০৮.১১.২০১০, ২) জারিন; ০৫.১১.২০১৫
৩) খালিদ; ০৩.০৬.২০১৭

হাছান পারভেজ -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস,
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঠাকুরগাঁও।
ফোন : ০৫৬১-৫২৬৭০
সেলফোন : ০১৭১৫১৯৩৮৯২, ০১৯৪০৭৬৫৬৭৯
ইমেইল : shampoobabu@yahoo.co.uk
জন্ম তারিখ : ৩০.০১.১৯৭৯
স্থায়ী ঠিকানা : ১৯৩/বি মাজার রোড, দ্বিতীয় কলোনি, মিরপুর-১, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : এ+

মুহা শিপলু জামান -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়), গণযোগাযোগ অধিদপ্তর,
তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৩০০৬৫৩, সেলফোন : ০১৫৫০৫৫২২০২
জন্ম তারিখ : ১৯.০৬.১৯৭৯
ইমেইল : shizaman2015@gmail.com
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : ৩৮/১ গৌর সুন্দর রায় লেন, চাদনী ঘাট, লালবাগ, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : আনোয়ারা হোসেন ঋতু, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : রুতবাহ্ জামান শিজা; ০৩.০৪.২০১২

প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, জনকূটনীতি অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ফোন : ২২৩৩৮৮০৮৩, সেলফোন : ০১৭১৬-৪৬৩২৭৬
জন্ম তারিখ : ০১.১২.১৯৭১, ইমেইল : pranabacc@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা ও ফোন : ৩১১-১২ ইলিশিয়াম ভবন, টিকাটুলী, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- দক্ষিণ কামার গ্রাম, ডাকঘর ও উপজেলা- বোয়ালমারী, জেলা- ফরিদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : বীনা চক্রবর্তী, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মৃদুল ভট্টাচার্য;২৯.০৮.২০০৩
২) মৌলি ভট্টাচার্য;১৮.০৯.২০০৬

মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেন -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (সাধারণ সেবা) ও হুইপের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন: ৫৫০২৮৯৬৫ (অ), সেলফোন : ০১৭১৬-৪৭৯০৫৪
জন্ম তারিখ : ১৫.০৯.১৯৭৩, ইমেইল : waresparliament@yahoo.com,
স্থায়ী ঠিকানা : ১৩/১ হামেদ আলী রোড, মধ্য আকুয়া, ময়মনসিংহ।
বর্তমান ঠিকানা: ৪৮/এইচ আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : হোসনে আরা, সরকারি চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ফাইরুজ আফিফা (প্রপা); ৩১.০৮.২০০৭

মুহম্মদ মোহসিন রেজা- বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: উপপ্রধান তথ্য অফিসার (জনসংযোগ), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৩৩৮৯১৩২, সেলফোন: ০১৯৫৩২১২১৫৪
জন্ম তারিখ: ০১.০২.১৯৭৪, ই-মেইল: mohsinreza24bcs@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ৪২/২, মনেশ্বর রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: হাসপাতাল রোড (জিগাতলা), ঈশ্বরদী, পাবনা।
বাড গ্রুপ- বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: শারমিন সুলতানা, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মুমতাহিনা শারমিন মুহু; ৩০.০১.২০০৮
২) মুশফিকা শারমিন তোয়া; ২১.০৯.২০১০

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন আনার -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত)।
ফোন : ০৩৭১-৬১৮২১
ইমেইল : sharifaanar@yahoo.com
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭৮
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর-আড়াইসিধা, উপজেলা-আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ব্লাড গ্রুপ : বি+
স্ত্রীর নাম ও পেশা : শরীফা আনোয়ার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : এম এস এ আবু ফতেহ সম্রাট; ২১.১১.২০০৮

হাছিনা আক্তার -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র সম্পাদক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ৮৩০০৭০৪ সেলফোন : ০১৭১২৪৩৫৩৫১
জন্ম তারিখ : ১২.১১.১৯৭১, ইমেইল : akterhasina90@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি নং- ৩, ফ্ল্যাট-৫০৪, ন্যামগার্ডেন, মিরপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : বাসা নং-৮, এভিনিউ রোড নং ২, ব্লক জি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্বামীর নাম ও পেশা : গোলাম মহিউদ্দিন, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) এম হোমায়েদ নাসের; ৮.৬.৯৭
২) এম আব্দুল্লাহ মারজুক; ১৫.৫.২০০২

রিফাত জাফরীন -বিসিএস ২৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার (মনিটরিং), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৫৫১০০০১৯ (অ), সেলফোন : ০১৭১৬-৮০০০০৮
জন্ম তারিখ : ১২.০২.১৯৭৬, ইমেইল : rifat.zafreen@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : এজিবি কলোনি, মতিঝিল, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : সাতগাড়া, মিস্ত্রীপাড়া, রংপুর-৫৪০০।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্বামীর নাম ও পেশা : মো. হাসিব উদ্দীন আহমেদ, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আহনাফ জারীফ আহমেদ; ১২.৮.২০০৮
২) আফনান তারীফ আহমেদ; ১২.৮.২০১৩

মো. লিয়াকত হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (কারিগরি ও প্রশিক্ষণ) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন : ৮৩৯১২৮৬ (অ), সেলফোন : ০১৮১৯৫০৫৬৭৩
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৬৫
ইমেইল : iogazipur@yahoo.com
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : এ/২৪০ স্টেডিয়াম রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০০।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : আফরোজা আক্তার, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আদিত রাইহান রৌদ্র-১৯.০৩.২০০৬
২) অমিত রাইহান প্রান্ত.২৮.০৬.২০১২, ৩) আফরিত রাইহান দৃপ্ত; ১৪.০৪.২০১৫

মোহাঃ ফরহাদ হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রাজশাহী।
ফোন: ০২৫৮৮৬৩০৮৯, সেলফোন : ০১৭১২৪৮১১৮৪
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৬৬, ইমেইল : forhad_info1966@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- আলি সাহাসপুর, ডাকঘর- বজরাটেক, উপজেলা- ভোলাহাট, জেলা- চাপাঁইনবাবগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : খালেদা বেগম, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মোহনা তাসনীম (প্রমি); ২৮.১০.১৯৯৯
২) আরীব তাহসান (প্রত্যয়); ০৫.১০.২০০৫

কাজী গোলাম আহাদ
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ০২-৮৩৯২৩৯৪ (অ), সেলফোন : ০১৭১৭১৫৮৩০৬
জন্ম তারিখ : ২৩.০৮.১৯৬৫
ইমেইল : kaziahad81@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : শ্যামলী আবাসিক এলাকা, ঘাটাইল, টাংগাইল।
ব্লাড গ্রুপ : বি-, স্ত্রীর নাম ও পেশা : খুরশিদা জাহান সিদ্দিকা, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) কাজী হাদীউজ্জামান; ২৫.১২.১৯৯৮
২) কাজী ইকরামুজ্জামান; ১০.৮.২০০১, ৩) কাজী মুনিরুজ্জামান; ৯.৬.২০০৯

এ. কে. এম. কামরুল আহছান
পদবি ও কর্মস্থল : জনসংযোগ কর্মকর্তা (উপপ্রধান তথ্য অফিসার), বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৮৫১১০ (অ), ডিএমপি-২৭১৬, সেলফোন : ০১৫৫২৩৭৫৬৪৪
জন্ম তারিখ : ০৯.০১.১৯৬৭, ইমেইল : kamantash@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৭/১৬ বেইলি স্কোয়ার, বেইলী রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-চন্দনা, ডাকঘর-উত্তরদা, উপজেলা: লাকসাম, জেলা-কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সাজেদা আক্তার, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) তাসমিয়া আহসান অনন্যা; ৩১.১০.২০০২
২) এ কে এম তাকিউল আহসান; ১৫.১২.২০১১

মো. তৌহিদুজ্জামান -বিসিএস ২৫তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস
তথ্য অধিদফতর, রাজশাহী।
ফোন : ০২৫৮৮৮৫১৩৩৯ (অ), সেলফোন : ০১৫৫৮৩৬২০৫৮
জন্ম তারিখ :০১.০১.১৯৭৯, ইমেইল : touhid2006@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- চাঁচড়া (মধ্যপাড়া), উপজেলা ও জেলা- যশোর।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সুমী খাতুন, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) তাহিয়া জামান; ০৩.০৬.২০১২
২) তিহামি জামান; ১৪.১২.২০১৬

কৃপাময় চাকমা
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০২৪১৩৫৫৯০৭ (অ), সেলফোন : ০১৫৫৮৫৭০০৩৭
জন্ম তারিখ : ০৭.০৩.১৯৬৪, ইমেইল : moykripa@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : মাইজদী, নোয়াখালী।
স্থায়ী ঠিকানা : আনন্দ বিহার এলাকা, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম: অন্তরা চাকমা, সহকারী শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আর্য চাকমা; ১২.০২.২০০১
২) মেধা চাকমা; ০৮.০৬.২০১৪

মো. আজিজুল হক নিউটন
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সিলেট।
সেলফোন : ০১৫৫৮৬০৩৬২৭
জন্ম তারিখ : ১২.০১.১৯৬৫
ইমেইল : azizulnewton@gmail.com
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : ওমদা মিঞা পাহাড়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : লতিফা খানম, শিক্ষকতা।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আহনাফ ওয়াসিক; ৩১.০৮.২০০৩
২) আরাফ ওয়ালিদ; ২৮.০৬.২০০৭

মো: ওয়াহিদুজ্জামান
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ফোন: ০৭৮১-৫২৩২০ (অ), সেলফোন : ০১৭১২০০০০৫২
জন্ম তারিখ : ০৯.০৩.১৯৬৫, ইমেইল: diochapainawabgonj@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : সবুজ সংঘ মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা : হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : নাসরিন আরা নিপা, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) নুসাইবা নুসরাত জামান; ০৮.১০.২০০২
২) জান্নাতুল ফেরদৌস সাফিয়া; ২৫.৯.২০১২

মো. সেলিম হোসেন (রতন)
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার (জনসংযোগ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ফোন: ০২৫৫১০০১৭৮ (অ), সেলফোন: ০১৫৫২৩২২০৮৬
জন্ম তারিখ : ০৪.০৪.১৯৬৫, ইমেইল : selimhossainpid@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ১১/১৩ বেইলি স্কয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলি রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : ২২৯-পূর্ব নন্দীপাড়া, সড়ক-৬, পোস্ট : বাসাবো, ঢাকা-১২১৪।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : মিসেস রহিমা, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) রাকিব আল হাসান (সাম্য); ২) সাকিব আল হাসান (সামি)

মীর হোসেন আহসানুল কবীর
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০২৩৩৩৩২৩৬১৭ (অ), সেলফোন : ০১৭১৫৬১৬৯১৮
জন্ম তারিখ : ২১.১১.১৯৬৬
ইমেইল : ahsan.liton@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : মীর ম্যানসন, ঠাকুরপাড়া, কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : রোজী কবীর, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) নুজহাত ফারিন প্রিয়ন্তি; ৩১.১২.২০০১
২) মীর ইফফাত অর্নব; ১৬.১১.২০০৪

এ. এস. এম. কবীর
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রংপুর।
ফোন : ০২৫৮৮৮০৯১৪০, সেলফোন : ০১৭১৫৩৬৮৭৫৯
জন্ম তারিখ : ৩০.০৬.১৯৬৭
ইমেইল : asmkabir7@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-মশিয়ুর নগর, ডাকঘর-সিংহঝুলী, উপজেলা-চৌগাছা, জেলা-যশোর।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : নার্গিস কবীর, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) রিফাত কবীর ফাগুন; ০১.০৩.২০০২
২) নাফিজ কবীর ফাহিম; ২৯.১০.২০০৫

মোস্তফা কামাল পাশা
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার (সংবাদকক্ষ), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৪০০১৯ (অ), সেলফোন : ০১৮১২২৮৫০৫৬
জন্ম তারিখ : ০১.০৭.১৯৬৫, ইমেইল : pasha.mostafakamal@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ডি ১২/১ শাহজাহানপুর সরকারি অফিসার্স কলোনি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-সোনাপুর, ডাকঘর-নয়াহাট, উপজেলা-সোনাইমুড়ি, জেলা-নোয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : মিসেস রাবেয়া পাশা, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আহমেদ ইমতিয়াজ পাশা রুমি; ২২.০৭.১৯৯৪
২) কাওসার পাশা বৃষ্টি; ২৭.০৮.১৯৯৫

জাকির হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর, সিলেট।
সেলফোন : ০১৭১৫৬১৩৮৬৪
জন্ম তারিখ : ০১.০২.১৯৬৪
ইমেইল : zakirinfo1979@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : 'মতি মঞ্জিল' আবহাওয়া অফিস রোড, ভোলা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সাইফুন্নেছা, শিক্ষকতা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) তাহমিদ জামি; ০৩.১১.১৯৯৯
২) আদনান জামি; ২৫.০৮.২০০৪

মো. মশিউর রহমান
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর, রংপুর।
ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৪, সেলফোন : ০১৭১৮৮৪৯৬৭৪
জন্ম তারিখ : ০৮.১১.১৯৬৪
ইমেইল : mmoshiur94@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-আড়পাড়া, ডাকঘর- নলডাঙ্গা, জেলা- ঝিনাইদহ।
স্ত্রীর নাম ও পেশা : মিসেস সওগাত আরা, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মুহাম্মদ সাজিদ রহমান; ২৯.৭.২০০২
২) মুহাম্মদ সাবিব রহমান; ০৮.০২.২০০৬

মো. নুরুন্নবী খন্দকার
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রকল্প পরিচালক, তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৭১২৪১৮৩৫০
জন্ম তারিখ : ০৫.০৬.১৯৬৫
ইমেইল : nobinazimkhan@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-মনি ডাকুয়া, ডাকঘর- নাজিম খান, উপজেলা-রাজারহাট, জেলা-কুড়িগ্রাম।
স্ত্রীর নাম ও পেশা : দিলরুবা ওয়ালেদা আকতার কাকলি, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) তামান্না; ১২.১১.১৯৯৮, ২) তানজিম; ০৯.০৩.২০০৩

মো. মমিনুল হক
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রকল্প পরিচালক, 'বেটার সার্ভিস অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন উইথ দি মিডিয়া' প্রজেক্ট, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৭১১১৭৬১১০
জন্ম তারিখ : ০২.০৭.১৯৬৬, ইমেইল : jibon1966@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৪৪৪/১ বড় মগবাজার, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রামঃ বর্ণী, উপজেলাঃ কসবা, জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : আছমা আক্তার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) গাজী রেজানুল হক; ১০.১০.২০০০

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ -বিসিএস ২৭তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার (প্রশাসন), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : (অ), সেলফোন : ০১৭৫৪০৬৮৫২০
জন্ম তারিখ : ২৭.০৫.১৯৮১
ইমেইল : 27masumbillah@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বাসা-২, রোড-৩, ডুইপ আবাসিক এলাকা, মিরপুর-২, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-বরলা, ডাকঘর-সোনাইমুড়ি, উপজেলা-সোনাইমুড়ি, জেলা- নোয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : নূসরাত জাহান, শিক্ষকতা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : মো. সায়হান বিল্লাহ; ২০.০২.২০১৬

মো. মঞ্জুর-ই-মওলা -বিসিএস ২৭তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।
ফোন : +৯৬৬১১২২৯০৬১৭, সেলফোন : +৯৬৬৫৪২৪৩৬৩৪৩
জন্ম তারিখ : ২২.০৯.১৯৭৭
ইমেইল : memowla@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৮০৩৯ দারিন স্ট্রিট, ডিপ্লোমেটিক কোয়ার্টার, রিয়াদ-১১৬৯৩।
স্থায়ী ঠিকানা : নাহার ভিলা, লতিফপুর, বগুড়া।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : ডেইজি আফরুজ, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : তাউসীফ আমান; ২০.০৫.২০১৩

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন -বিসিএস ২৭তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন :২২৩৩৫৬৩৪৮ (অ)
সেলফোন : ০১৮১৯১৪৩১৯০
জন্ম তারিখ : ২১.০২.১৯৮০, ইমেইল : anwar27info@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৯/২, বেইলি স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: গোবিন্দপুর, ডাকঘর: কালিকাপুর, থানা: মতলব, জেলা: চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : ফাতেমা বেগম (মুন্নী), গৃহিণী

ফারহানা রহমান -বিসিএস ২৭তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচলক (প্রশাসন) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন : ৮৩০০৬৫৫ (অ), সেলফোন : ০১৭২০২১২১২২
জন্ম তারিখ : ০৫.০২.১৯৮২, ইমেইল : frahman050282@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং-ই-৬, বাড়ি-৩০, রোড-৭, ধানমন্ডি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : ৭২৫ রনি মহল, কালিকাপুর চৌরাস্তা, পটুয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্বামীর নাম ও পেশা : ড. নেয়ামুল ইসলাম, প্রথম সচিব, এনবিআর।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) ফারহান নেয়ামুল জীম; ০৭.০৩.২০০৭
২) ফারসাদ নেয়ামুল সীন;১৬.১১.২০১১

মো. শরিফুল আলম -বিসিএস ২৭তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন : ০২২২৩৩৮৩৬৮৪ (অ), সেলফোন : ০১৭১১৬৯১০৫৩, ০১৯১২৭৯০৬২৪
জন্ম তারিখ : ৩০.০৬.১৯৭৯, ইমেইল : sharif163du@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ১/৮/(ক) দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- শুভগাছা, উপজেলা- কাজিপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : উম্মেল আরা মাহেনুর, ব্যাংকার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) জাহিন আল ত্বাসিন (ওয়াসফি); ২১.০৭.২০১২
২) জুনাইরাহ তাসনিম জারা; ১৪.০২.২০১৬

ডালিয়া ইয়াসমিন -বিসিএস ২৭তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার (সংবাদকক্ষ), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৪০০১৯ (অ), সেলফোন : ০১৭১৬৮৮২৬৩৩
জন্ম তারিখ : ০৫.০১.১৯৮৩, ইমেইল : dalia.easmin@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : আজিমপুর সরকারি কলোনি, জোন-বি, বিল্ডিং-১৩ ফ্লাট-৫/বি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-বেন্দারচর, ডাকঘর-বেন্দা, উপজেলা-কালিয়া, জেলা-নড়াইল।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্বামীর নাম ও পেশা: মেহেদী হাসান, ব্যাংকার।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) ইসরাক হাসান আদৃক; ০১.১১.২০১০
২) মেহরাব হাসান জারিফ; ২১.১১.২০১৭

সুমন মেহেদী -বিসিএস ২৭তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার (সংবাদ কক্ষ)
তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : ৯৫১২২৪৬ (অ), সেলফোন : ০১৯৩৭৪৫৫২১৮
জন্ম তারিখ : ২১.০৬.১৯৮২
ইমেইল : mehedi.suman99@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং-১১/ডি, বিল্ডিং নং-১২, আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর-ডুমাইন, উপজেলা-মধুখালী, জেলা- ফরিদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : এ+

মুহাম্মদ আমীরুল আজম
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ফরিদপুর।
ফোন : ০২৪৭৮৮০২৭৫৫ (অ), সেলফোন : ০১৭১৪৫৯২৫০৫
জন্ম তারিখ : ১০.১০.১৯৬৪
ইমেইল : ddbarisal.b@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ছোলনা, ডাকঘর-বোয়ালমারী, উপজেলা-বোয়ালমারী, জেলা-ফরিদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সালমা আহমেদ, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : মো. সাফওয়ান আজম; ১৫.১১.২০০০

তাজকিয়া আকবারী
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস,
তথ্য অধিদফতর, রাজশাহী।
সেলফোন : ০১৭২৭৫৯২২৬০
জন্ম তারিখ : ১৮.০৪.১৯৬৭
ইমেইল : tajkia.akbari@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ২৮, ২৯ সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- রাজারামপুর, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্বামীর নাম ও পেশা : আবু খালেদ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ব্যাংকার।

সেলিনা আকতার
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ৮৩০০৬৮২ সেলফোন : ০১৭১৫৬২৪৭৯৩
জন্ম তারিখ : ০৩.০২.১৯৬৬
ইমেইল : shelinaaktar371@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : ৩৩৯ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্বামীর নাম ও পেশা: মরহুম নওশাদ কবীর
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আজরান কবীর সামিন; ২২.১২.১৯৯৮
২) শাহরান বিন নওশাদ সানিল; ২৫.১০.২০০৪

বিবেকানন্দ রায়
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ
কর্মকর্তা হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন : ৯৫৪০৩৮৭ (অ), সেলফোন : ০১৭১১৮১৫৮৮১
জন্ম তারিখ : ০৭.০৭.১৯৬৮, ইমেইল : vivekroy07@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-এইচ-৪, বাড়ি নং ২০-২১, কাঁঠাল বাগান, গ্রিন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- নলশোধা, ডাকঘর- পাথরাইল, থানা- দেলদুয়ার, জেলা-টাঙ্গাইল।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সীমা সরকার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) সুব্রত চন্দ রায়, ২) প্রজ্ঞা পারমিতা চন্দ রায়
৩) সৌহার্দ্য চন্দ রায়

নুসরাত জাহান
পদবি ও কর্মস্থল : সম্পাদক, পাক্ষিক নবারুণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৭১৫০১০০৭৮
জন্ম তারিখ : ১০.০৩.১৯৬৫, ইমেইল: nusjrumi@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৪/এইচ, মহুয়া, সোবহানবাগ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- কসবা (বাড়াকপাড়া), ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা- শেরপুর।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্বামীর নাম ও পেশা : মরহুম মো. জহিরুল হক
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) অনিয়া হক; ১৪.০২.১৯৯৩
২) ইরিনা হক; ৩০.০৬.১৯৯৬

মো. সাঈদ হাসান
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০২৪১৩৫৫৯০৭, সেলফোন : ০১৭১২৭৫৯৯০৫
জন্ম তারিখ : ৩১-০৫-১৯৬৭
ইমেইল : dddioctg@yahoo.com
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : উত্তর পতেঙ্গা, থানা-পতেঙ্গা, জেলা-চট্টগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ : এ+ , স্ত্রীর নাম ও পেশা : তাসনীম সুলতানা, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: জারমিনা জাওয়ারিয়া; ৩০.০৪.২০১৬

মো. শামছুল হক
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ।
ফোন : ০২৯৯৭৭৬১৫৮৬ (অ), সেলফোন : ০১৭১৮১৮৭০১৬
জন্ম তারিখ : ০৩.০১.১৯৬৬, ইমেইল : shamsulhaque7016@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- চরকৃষ্ণপুর, ডাকঘর- মোজাহারদি, উপজেলা- ফুলপুর, জেলা- ময়মনসিংহ।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : মমতাজ বেগম, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) তাহসিনা শামস সারা; ০৬.০৬.২০০০
২) সায়লা শামস সাচী;০৭.০৮.২০০৩, ৩) আতিয়া ফাইরোজ শোভা; ১৯.১২.২০০৮

মো. জাহাঙ্গীর আলম খান
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ৯৫৭৩৭৭৬ (অ), ৫৮৬১৬৮৭০ (বা), সেলফোন :০১৭১১-৪২৫৩৬৪
জন্ম তারিখ : ০৩.০৬.১৯৬৬, ইমেইল : jahangirpro66@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ২৯/জে আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- মজিদপুর দয়হাটা, উপজেলা- শ্রীনগর, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : নাসিমা আক্তার শিরীন, গৃহিণী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মো. শাররুফ খান; ২৮.১১.১৯৯৬
২) মো. শাহাদাত খান; ১২.০১.২০০৬

মো. শাহ আলম
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
পিরোজপুর।
ফোন: ০২৪৭৮৮৯০০১৯ সেলফোন: ০১৫৫১১৬৭৭৬৭৮
জন্ম তারিখ : ২১.০৭.৬৭, ইমেইল : shahalambadsha@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- জুম্মাপাড়া, ডাকঘর, থানা ও জেলা- লালমনিরহাট।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : বেগম রোকেয়া খাতুন, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) তাবাস্‌সুম-এ-আলম;২০.৩.১৯৯৪
২) তারান্নুম-এ-আলম; ০২.০২.১৯৯৫, ৩) তাসনিম আলম; ০১.০১.১৯৯৯
৪) তামান্না-এ-আলম; ১২.০৯.২০০৩

মো. আব্দুল লতিফ বকসী
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ৯১৩৫৫৪৬ (অ), সেলফোন : ০১৭১১১৬৫৮৮০
জন্ম তারিখ : ২০.০৩.১৯৬৪, ইমেইল : latif.bakshi@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি-৬, ফ্লাট-৩/এ, আ/এ, মোহাম্মদী হাউজিং লিঃ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- মমিন, ইউনিয়ন ও ডাকঘর- নাজিমখান,
উপজেলা- রাজারহাট, জেলা- কুড়িগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : মোছা: আফরোজা বেগম বিপ্লবী, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আতিফ জাওয়াদ বকসী ২) আলিফ আরশাদ বকসী।

খাদীজা আক্তার -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র সহকারী সচিব, কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ফোন : ২২৩৩৮৮১০০ (অ), সেলফোন: ০১৯১১৫৩৫৬৭৩
জন্ম তারিখ: ০৫.১২.১৯৮২, ইমেইল : khadizapid@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ১৪-ডি, ভবন-১৩, জোন-বি, আজিমপুর কলোনী, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: বাসা নং- ৬২৩, হিমাগার রোড, শিক্ষকপল্লী, কিশোরগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্বামীর নাম ও পেশা : মোহাম্মদ ওয়াসিম উদ্দিন ভূঞাঁ, সাংবাদিকতা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আশফাক; ১১.০৮.২০১০,
২) অনুপিয়া আইরাহ্ ; ০৫.১২.২০১৬

সুফি আব্দুল্লাহিল মারুফ -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ০২৪৮৩১১৪৩২ সেলফোন : ০১৭১৭২৯০৪০৮
জন্ম তারিখ: ০১.০১.১৯৮৫
ইমেইল : maruf_28info@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ৭/১৭, বেইলি স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলি রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-গৌড়শহরপুর, ডাকঘর-সারদা, উপজেলা-চারঘাট, জেলা-রাজশাহী
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : ইসরাত জাহান ইভা, গৃহিণী

ফয়সল হাসান -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত) ।
ফোন: ৯৫১৪৬০০ (অ) সেলফোন : ০১৭১৬৯৫৭৬৫৪
জন্ম তারিখ: ০১.০৩.১৯৮১, ইমেইল: fhassanlux@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা: প্রযত্নে মুহাম্মদ আবুল বাশার, ডেফোডিল, রামগতি ডাইভারশন রোড ডাকঘর+থানা+জেলা: লক্ষ্মীপুর-৩৭০০।
ব্লাড গ্রুপ: এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: আফরোজা তাহের, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ফারজিন হাসান; ২৫.১২.২০১৪

দীপংকর বর -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)
ফোন : + ৮৮০২৫৫১০০৩৯৩ (অ) সেলফোন: + ৮৮০১৭১০৯২৯৫৯৬
জন্ম তারিখ: ০৬.০৬.১৯৭৮, ইমেইল : dipankar.bar@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নিশ্চিন্তপুর, ডাকঘর: উজানী, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, , স্ত্রীর নাম ও পেশা: মল্লিকা সরকার, শিক্ষকতা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) দর্পণ বর; ০৫.০৯.২০০৯, ২) আরিয়ান বর; ১৪.১১.২০১৫

মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)
ফোন : ২২৩৩৮৪২৩১(অ), ৫৮০৫২৪৯১(বাসা), সেলফোন : ০১৯১৭২৬৮৬৯৮,
জন্ম তারিখ: ০১.০৯.১৯৮০, ইমেইল : mahmudul_17@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি-৩৩৪, আহম্মদ নগর, মিরপুর-১, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-জীবনেশ্বর, ডাক-টেংগুরিয়াপাড়া, উপজেলা-বাসাইল, জেলা-টাঙ্গাইল।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : মেহজাবীন মীম, পেশা: গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : মায়ায কার্থ মাহমুদ; ২০.০১.২০২০

আফরোজা নাইচ রিমা -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রকল্প পরিচালক, 'বেটার সার্ভিস অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন উইথ দি মিডিয়া' প্রজেক্ট, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৭১২৪৬২৬৭৫
জন্ম তারিখ: ২৯.১১.১৯৮২, ইমেইল : nice_du@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: ৪৩, অরুণোদয় (৪র্থ ফ্লোর) আগামসি লেন, বংশাল, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- দুলাই; ডাকঘর- দুলাই, উপজেলা- সুজানগর, জেলা- পাবনা।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্বামীর নাম ও পেশা : কাজী মিজানুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আফরাহ কাজী শাওদা; ১৯.০৮.২০১২, ২) আরফাহ কাজী শাওরী.১৯.০৮.২০১২, ৩) কাজী আরাফ আফরোজ সামিদ; ০৮.০৬.২০১৫

মোল্লা আহমদ কুতুবুদ-দ্বীন -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, তেহরান, ইরান।
ফোন : +৯৮২১৮৮৬০১৭৮১-৩, সেলফোন: +৯৮৯৯৬১৫৬৫৩৫৫
হোয়াটসঅ্যাপ:+৮৮০১৮১৩৬৩০২৬৯
জন্ম তারিখ: ১২.১১.১৯৮৩
ইমেইল : qutub_111@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-গোবরনাদা, ডাকঘর-বালিদিয়া, উপজেলা-মহম্মদপুর, জেলা-মাগুরা।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম : শিরিন সুলতানা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : জুয়ায়রিয়া আহমদ; ১১.১১.২০১৪

শাহিদা সুলতানা -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৭৪৭২৬৬৭১২
জন্ম তারিখ: ২৯.১১.১৯৭৯
ইমেইল: sahidasultana@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: ৫৪ কল্যাণপুর, প্রধান সড়ক, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-লক্ষ্মীপুর, ডাকঘর- লস্করহাট, উপজেলা ও জেলা-ফেনী।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্বামীর নাম ও পেশা : মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, শিক্ষকতা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : সাইফান মাসুদ; ৩১.১২.২০১৩

মুহাম্মদ আরিফ সাদেক -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক (জনসংযোগ), দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।
ফোন: ২২২২২২৬২৮, সেলফোন: ০১৭১১৫৭৩৮৭৪
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৮৩, ইমেইল: arifsadeq@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ই-টইপ, ভবন: ৫, পাইকপাড়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী আবাসন, আনসার ক্যাম্প বাসস্টান্ড, টোলারবাগ, মিরপুর ১, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-মেহেদীপুর, ডাকঘর-সমাসপুর, উপজেলা-দাগনভুঞা, জেলা-ফেনী।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : সানজিদা সুলতানা হীরা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) জাওয়াদ বিন আরিফ (জাহিন); ০৪.০৯.২০১৪
২) হাম্মাদ বিন আরিফ (হানিন); ১৫.০২.২০১৭

আসাদুজ্জামান খান -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার (সমন্বয়), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
ফোন : ৯৫১৪০৬৮ (অ), ০১৮১২২২২৪৮৯
জন্ম তারিখ: ০১.০১.১৯৮৪
বর্তমান ঠিকানা: ৩/৪ মিরপুর-১, দক্ষিণ বিশিল, রোড-১১।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর-খিলগাঁও, উপজেলা-সিরাজদীখান, জেলা-মুন্সিগঞ্জ।
ইমেইল: asadshariatpur@gmail.com
ব্লাড গ্রুপ: এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : নিশাত জাহান আফরোজ লোপা, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) ফাইরুজ ইসরাক বিন আসাদ; ২১.০২.২০১৬, ২) আহাদ ইশরাক বিন আসাদ; ১৫.১০.২০২১

মো. আবদুল্লাহ আল মামুন -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস,
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি।
ফোন : ০২৩৩৩৩০৪৮২৮, সেলফোন : ০১৭৬৬৫০২৫২০
জন্ম তারিখ: ০১.০১.১৯৮০
ইমেইল: mamunnk10@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নলুয়া, ডাকঘর-কানকিরহাট, উপজেলা-সেনবাগ
জেলা-নোয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : ফারজানা আক্তার, গৃহিণী

নাফেয়ালা নাসরিন -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০০৮৯ (অ), সেলফোন : ০১৭৩৫৩৫১৪১২
জন্ম তারিখ: ০২.১১.১৯৭৮
ইমেইল : nafeyalanishi@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ৬৬/৬ সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: এইচ-৪১, বিসমিল্লাহ্ লজ, বোসপাড়া (তেঁতুলতলা) ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্বামীর নাম ও পেশা : মো. কামরুল হাসান, ব্যবসা।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) ওয়াফিয়া মাসনূন; ২) মো. আহনাফ হাসান আকিফ

শিউলী দাস -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৭২১২৫৫৭০৭
জন্ম তারিখ: ২৯.১১.১৯৭৯, ইমেইল : sheuli_datta@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: পশ্চিম কাজিপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘর : বাঘাট, উপজেলা : মধুখালী, জেলা : ফরিদপুর।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্বামীর নাম ও পেশা : প্রবীর দত্ত, চাকরি।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) রিয়ন দত্ত; ১২.২.২০১৩
২) রায়না দত্ত; ২৩.১২.২০১৪

মো. ইমরানুল হাসান -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সহকারী প্রেস সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ঢাকা।
ফোন: ০২-২২৬৬৩৮২২৫, সেলফোন: ০১৭১৭৯২৯৭১৩
ইমেইল : amil_sust@yahoo.com,
বর্তমান ঠিকানা: ফ্ল্যাট: ই/৮, আর. এন. টাওয়ার, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: ৭৬ মদনীবাগ আ/এ, এম সি কলেজ রোড, টিলাগড়, সিলেট।
স্ত্রীর নাম ও পেশা : সাদিয়া সুলতানা তনু, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মাহরিন হাসান; ২৮.১০.২০১৬, ২) আব্দুল্লাহ ইয়াসমিন হাসান; ১৫.০২.২০১৯

উম্মুল খায়ের ফাতেমা -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৭১২১২৭০১০
ইমেইল : ommul_pushpa@yahoo.com
জন্ম তারিখ : ১২.০৩.১৯৭৭
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- মাওনা, ডাকঘর-মাওনা, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
ব্লাড গ্রুপ : বি+ , স্বামীর নাম ও পেশা : মশিয়ুর রহমান হুদা, সরকারি চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) রুদ্র রৌদ্র প্রধান; ২৬.১.২০০৭
২) অতুল রোদ্দুর; ২১.১০.২০১০

মো. মেহেদী হাসান -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাগেরহাট।
ফোন : ০২৪৭৭৭৫১৫৬৭ (অ), সেলফোন : ০১৭২৪৯৪৯৫৩৪
জন্ম তারিখ: ০১.০২.১৯৮২
ইমেইল : diomehedi@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ১/১৪৪ নতুন উপশহর, কোতয়ালি, যশোর।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : জান্নাত আরা শারমীন, সরকারি চাকরিজীবী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : হাসান আহনাফ আদিব; ১২.০১.২০১৪

আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন : ৯৫৭৭৪৩৩ (অ), সেলফোন : ০১৯২১৯৮৪০৯০, ০১৭১৬৭৯৮৮৬৮
জন্ম তারিখ: ৩০.০৩.১৯৮০
ইমেইল : shibli001@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: বাসা: ২৮, রোড: ৩, ব্লক: ৩, দক্ষিণ বনশ্রী, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-নজুনবাগ, ডাকঘর-জাহিদগঞ্জ, উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাংগাইল।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : তিয়াসা সিদ্দিক, ব্যাংকার।

এ, কে, এম, শরিফুল আরমান -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
সেলফোন: ০১৬৭৩৬০১৫১৮
জন্ম তারিখ: ২৮.১২.১৯৭৯
ইমেইল: shairiful.arman@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: 'আবর্তন' শান্তিনগর, টাউন কলোনি, শেরপুর, বগুড়া।
ব্লাড গ্রুপ: এবি-, স্ত্রীর নাম ও পেশা: নাতজিনা আক্তার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ইয়ামীমা আরমান; ১৯.০৯.২০১৭

অনিমেষ কান্তি হাওলাদার -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, পটুয়াখালী।
ফোন : ০২৪৭৮৮৩৫৪৬০ (অ), সেলফোন : ০১৭১২৯৬৬৪৫৫, ০১৫৫০৩০১১১২
জন্ম তারিখ : ১২.১০.১৯৭৯, ইমেইল : anihowlader@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-বামনখান, ডাকঘর-পিংড়ী, উপজেলা-রাজাপুর,
জেলা-ঝালকাঠি।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : পূরবী মণ্ডল, শিক্ষক।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: অরিন এইচ অর্ক; ২৮.৩.২০২১

চৌধুরী সাহেলা পারভীন -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৭৪৭৬৪৭৫০৪
জন্ম তারিখ: ১২.১১.১৯৮০
ইমেইল: chowdhury.sahela@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: বেলালাবাদ, অফিসার্স কোয়ার্টার, মগবাজার, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-সাতগাঁও, ডাকঘর-ত্রিমোহিনীবাজার, উপজেলা-খালিয়াজুরি,
জেলা-নেত্রকোণা।
ব্লাড গ্রুপ: এবি+

ইসরাত জাহান -বিসিএস ২৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন : ৯৫১২২৪৬ (অ), সেলফোন : ০১৭১২০২৫১৩৫
জন্ম তারিখ : ৩১.১২.১৯৮১
ইমেইল : israt178@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৫/8 বেইলী স্কোয়ার, অফিসার্স কলোনি, বেইলী রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : ৩৭/১ রজনী চৌধুরী রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
রক্তের গ্রুপ : এ+, স্বামীর নাম ও পেশা : মোহাম্মদ রিজুওয়ান কামাল, চাকরিজীবী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : রায়ান কামাল; ২০.১২.২০১০

রেজাউল করিম সিদ্দিকী -বিসিএস ২৯তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত।
ফোন : ৯৫৪০৪৯৮ (অ), সেলফোন : ০১৭৩৫৯০৬৭৯৫
ইমেইল : rezaulkarim_siddiquee@yahoo.com
জন্ম তারিখ : ১৫.১১.১৯৮৪
বর্তমান ঠিকানা : ১৬/২/ই, এজিবি কলোনি, (আল হেলাল জোন) মতিঝিল, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মাইজবাড়ি, ডাকঘর: বাগুনডালী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
স্ত্রীর নাম ও পেশা : বৃষ্টি, ছাত্রী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: আয়ান সিদ্দিকী ইয়াফি; ০৫.০৪.২০১৭

ফাহমিদা শারমিন হক
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩২৬৯ (বা), সেলফোন : ০১৭৪৮৮৯১৯১১
ইমেইল : huqlinda07@gmail.com , জন্ম তারিখ : ১৫.০৩.১৯৭৩
বর্তমান ঠিকানা : মৌসুমী-৬, ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কোয়ার্টার, রমনা, ঢকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : জনন্নাথপুর, পোস্ট : ভৈরব, জেলা : কিশোরগঞ্জ।
স্বামীর নাম : মো. রফিকুল ইসলাম, চাকরিজীবী
ব্লাড গ্রুপ : ও-, সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) রিজওয়ান রফিক
২) সাফফানা ইসলাম জারা

লায়লা আরজুমান্দ বানু
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ভবন-৯
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন: ৯৫১৫৫৫০ (অ), সেলফোন: ০১৫৫২৪২০৫৮৬
জন্ম তারিখ : ১২.১০.১৯৬৫খ্রি:
ইমেইল : rekha.laila12@gmail.com
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : ১৪৫/এ পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+
স্বামীর নাম ও পেশা: কাজী গোলাম মোস্তফা, ব্যাংকার

মো. কামরুল ইসলাম ভূইয়া -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ৯৫১৪৭৭৬, সেলফোন : ০১৬৭২-৮৯৭৭৮৯, ০১৯২৪-০৭৭২৭৭
জন্ম তারিখ : ০১.০২.১৯৮২, ইমেইল : buyankamrul@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বাসা-৮, রোড-১, জালাল আহমেদ সরণি, দক্ষিণ আজমপুর দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-মাধখলা, ডাকঘর-হোসেনপুর, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : জান্নাতুন নাহার ডেইজি, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : দিভান মুহাইমিন নিমিত; ০১.১০.২০১৪

মো. আলমগীর হোসেন -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ৯৫৪৫২২৫ (অ), সেলফোন : ০১৭১৬-৫৩১০৫৩
জন্ম তারিখ : ০৮.০৩.১৯৮২,
ইমেইল : mahmbahrm@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-পোড়াগাছী, ডাকঘর-আড়পাড়া, উপজেলা-শালিখা, জেলা-মাগুরা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : নুসরাত জাহান শৈলী, ছাত্রী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: মোহাম্মদ আরশালান আলমগীর ফারাজ

তারিক মোহাম্মদ -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
সেলফোন : ০১৯১২২৩৯৪০৬
জন্ম তারিখ : ২৫.০৮.১৯৮২
ইমেইল : tariqaugust25@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৩/৫বি নাভানা রিজভেল, এভিনিউ-৫, ব্লক-এফ, মিরপুর-১১, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : ঐ
ব্লাড গ্রুপ : বি+
স্ত্রীর নাম ও পেশা ঃ মিজ তামান্না নওশিন, বেসরকারি চাকরিজীবী

মো. মনিরুজ্জামান খান -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ৮৩০০৬৪৮ (অ), সেলফোন : ০১৭৭৩৮৬৯০৫১
জন্ম তারিখ : ১২.১০.১৯৮২, ইমেইল : monir.ecs@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ব্লক-ট, বাসা- ৩-৪, সেকশন- ৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-বরটিয়া, ডাকঘর-উয়ার্শি, উপজেলা-মির্জাপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : চৌধুরী নূরুন্নাহার লীনা, ডাক্তার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : মুমতাহিনা খান মাহদিয়া; ২৪.০১.২০১৬
নুসাইবাহ খান মাসাবিহ ০৬.০৭.২০১৮

আল ফয়সাল -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, নেত্রকোণা।
ফোন: ০২৯৯৬৬৫১২৯৬ (অ), সেলফোন : ০১৭১৮-৮১৭৩৮২
জন্ম তারিখ : ২৪.০২.১৯৮৫
ইমেইল : faisal.info.bd@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : কুড়পাড়, নেত্রকোণা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- নরেন্দ্রনগর, ডাকঘর- মদনপুর, উপজেলা-নেত্রকোণা, জেলা- নেত্রকোণা
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : আসমা উল হুছনা খানম, ব্যাংকার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : জাইয়াশ রাহান; ২১.১০.২০১৫

আবু সালেহ মো. মাসুদুল ইসলাম -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, নওগাঁ।
ফোন: ০২৫৮৮৮১১০৭ (অ), সেলফোন : ০১৭১৭৪১২০৫৬
জন্ম তারিখ : ১৫.০৬.১৯৮৫, ইমেইল : masud.info31@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : প্রফেসর পাড়া, জয়পুরহাট।
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি নং - পিএইচ-১৫২, গ্রাম-বহরমপুর, ডাকঘর ও উপজেলা- দুর্গাপুর, জেলা- রাজশাহী।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : মোছা. সোনিয়া শাররিন, অধ্যাপনা
সন্তানের নাম : উম্মে মারনিয়া ইসলাম

মো. মামুন হাসান -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : বিরোধীদলীয় নেতার সহকারী একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
ফোন: ৯১২২৪৯১ (অ), সেলফোন : ০১৭১৮৪৬৬৩৬৩
জন্ম তারিখ : ০৫.০৯.১৯৮২, ইমেইল : mamunpid@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বুনিয়াদ ডেভেলপমেন্ট, ফ্ল্যাট নং-সি-২, বাসা নং-৩/বি পাইকপাড়া, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-হাওড়া, ডাকঘর-হাওড়া, উপজেলা-উল্লাপাড়া, জেলা-সিরাজগঞ্জ
ব্লাড গ্রুপ : বি+। স্ত্রীর নাম ও পেশা : মোছা. সুলতানা রাজিয়া, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : মালিহা বিনতে মামুন; ২১.০২.২০১৪
২) মানহা বিনতে মামুন; ২৮.০৯.২০১৬

মো. তৌফিকুল ইসলাম -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি কর্মস্থল: সিনিয়র সহকারী সচিব, কনস্যুলার অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
ফোন: ০২৪৭১২৩৩৮৯ সেলফোন : ০১৭১৪৬০২৯৮৯
জন্ম তারিখ: ০৩.১০.১৯৮৬
ইমেইল : mahdehasanbcs@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: মোল্লা বাড়ি, এ/১৬৯/১ বাঙ্গাবাড়িয়া, নওগাঁ সদর, নওগাঁ।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-বক্তারপুর, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা- নওগাঁ।
ব্লাড গ্রুপ: ও-
স্ত্রীর নাম ও পেশা: তাসনিম তাবাসসুম স্মরণী, ছাত্রী

শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ৯৮৮২৩৭০ (অ), সেলফোন : ০১৭১৩৮২৩৭৩১, ০১৭১২০২৫৭৮৬
জন্ম তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৪
ইমেইল : walidfaiej@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- বড়গুনি, ডাকঘর- বড়গুনি, উপজেলা- চিতলমারি, জেলা-বাগেরহাট।
ব্লাড গ্রুপ : বি+
স্ত্রীর নাম ও পেশা : ফারজানা রহমান কেয়া, আইনজীবী

মো. শরিফুল ইসলাম -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে বিজিবি সদর দপ্তরে সংযুক্ত)।
সেলফোন : ০১৭১০৯৬০৪৮৮
জন্ম তারিখ : ০৬.০৬.১৯৮৪
ইমেইল : swapno27sharif@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ডিএফপি, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-চোমরপুর, ডাকঘর-চড়াডাঙ্গা, উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: তুনাজ্জিনা বিনতে মাহবুব, ছাত্রী

মো. সালাহ উদ্দিন -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (শিক্ষা ছুটিতে জাপানে)।
সেলফোন: ০১৬১২-৯০০৪১৯
জন্ম তারিখ : ১৪.০৭.১৯৮৩
ইমেইল : salahuddin33@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম + ডাকঘর-ভূকশিমইল, উপজেলা-কুলাউড়া, জেলা-মৌলভীবাজার।
ব্লাড গ্রুপ : ও+
স্ত্রীর নাম ও পেশা : তাহেরা চৌধুরী, অধ্যাপনা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : নুগমা-ই-জান্নাত; ২২.০৮.২০১৫

ফাহিমা জাহান -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপপরিচালক (মাঠপ্রচার) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ৮৩০০৬৪৭ (অ), সেলফোন: ০১৯১৫৪৫৩৭১৭
জন্ম তারিখ : ২৯.১০.১৯৮৭, ইমেইল : jahan.fahima.pinky@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ১২/সি, ২/২, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা ১২১৬।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-গজারিয়া, ডাকঘর-গজারিয়া, উপজেলা-দাগনভূঞা, জেলা-ফেণী।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্বামীর নাম : এন এম আশরাফ উল আজম, প্রকৌশলী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) রাদিয়াহ্ আশরাফ; ০৭.০৯.২০১৪;
২) আনায়াহ্ আশরাফ; ১৭.০১.২০১৭

শুকলা বনিক -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
ফোন: ৮৩০০৭৮২ (অ), সেলফোন : ০১৭১৮৫১৫০৭২
জন্ম তারিখ : ২৩.১০.১৯৮৪, ইমেইল : shuklabanik31@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বর্তমান ঠিকানা, ১ ডি, কনকর্ড গ্রান্ড রুবি, ১০/এ, সার্কিট হাউজ রোড, রমনা,ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : বি-৪৫ দক্ষিণ মাদ্রাসা রোড, সাভার, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্বামীর নাম : পল্লব কুমার হাজরা, সরকারি চাকুরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : পৃথ্বীরাজ হাজরা; ১২.০৮.২০১৪

মো. জাহাঙ্গীর আলম -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (প্রেষণ)।
ফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৫৪৪৬৭, সেলফোন : +৮৮-০১৭১২৭০৬৬৯
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৮২, ইমেইল : jahangir31info@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বাসা নং- ৫০৪, রোড নং-৩২, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- দক্ষিণ ঝনঝনিয়া, ডাকঘর: সাচিয়া, উপজেলা: নাজিরপুর, জেলা: পিরোজপুর-৮৫৪১।
ব্লাড গ্রুপ : এ+, স্ত্রীর নাম : মরহুমা. সানজিদা শারমিন।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ওয়াসিক আলম জারিফ; ৩০.১১.২০১৬

এস এম রাহাত হাসনাত -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার (সংবাদকক্ষ), তথ্য অধিদফতর
ভবন-৯, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন: ৯৫১২২৪৬ (অ), সেলফোন : ০১৭৭১৩২৭৬৪৪
জন্ম তারিখ : ২২.০৯.১৯৮৬
স্থায়ী ঠিকানা : বড়নাল, কালিয়া, নড়াইল।
ইমেইল : rahathasnat@gmail.com
ব্লাড গ্রুপ : এ-
স্ত্রীর নাম ও পেশা : সানজিয়া মোর্শেদ সুমনা, চিকিৎসক

ডায়ানা ইসলাম সিমা -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর
তথ্য ভবন, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৩৩০৩৬ (অ), সেলফোন : ০১৯১২০১৩২৩৫
জন্ম তারিখ : ২১.০৬.১৯৮৫
ইমেইল : dayanasima@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : বেইলী ব্যাচেলর গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- গোহাইলবাড়ি, ডাকঘর-নাগবাড়ি, উপজেলা-সখিপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।
ব্লাড গ্রুপ : বি+

মো. মাইদুল ইসলাম প্রধান -বিসিএস ৩১তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ৯৫৪০২২৪ (অ), সেলফোন : ০১৯১১৫২২৫১৭
জন্ম তারিখ : ০৫.১১.১৯৮০
ইমেইল : mk1p007@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : স্যুট-১০ নিউ ইস্কাটন, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গোরস্তান পাড়া, পাওয়ার হাউজ রোড, কুড়িগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ : বি+

এ এম ইমদাদুল ইসলাম
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : ৫৫১০১২৪২ (অ), ০১৭১৫০০৫১২০
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৬৯
ইমেইল : amimdaduli69@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট বি-৯, বিল্ডিং-৪এ, গভঃ আবাসন, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- চন্দনীমহল, উপজেলা- দিঘলিয়া, জেলা- খুলনা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: ফারজানা ইয়াসমিন, শিক্ষকতা
সন্তানের নাম : তাসনিম রিদওয়ান

ড. মো. রেজাউল করিম
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: +৮৮০২-৯৫১৪৪৩১ (অ), সেলফোন: ০১৯১৩২৯৫৭১৮।
জন্ম তারিখ: ০১.০১.১৯৭৭, ইমেইল: rezaulki77@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-পশ্চিম মির্জাপুর, ডাকঘর-কাশিয়াবাড়ী, উপজেলা-পলাশবাড়ী, জেলা-গাইবান্ধা।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : ড. রেহানা করিম, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: মুহাম্মদ নাফিজ রেজা দিগন্ত; ২১.১১.২০০৫

এএইচএম জুলফিকার আলী
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার (সংবাদ কক্ষ), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
সেলফোন, ০১৭১১২৪৭৮৩৪
জন্ম তারিখ: ২০.০৭.১৯৭৮
ইমেইল: zulfikarpro78@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: লাউতাড়া, সুভাষিণী, তালা, সাতক্ষীরা।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : বদরুন নাহার, ব্যবসা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) রাগীব হাসিন আদিব; ০৮.০৮.২০১০
২) হাসিন রায়হান আরিক; ০৮.০৮.২০১০

মো. আকতারুল ইসলাম
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ০২২২৩৩৫৮৩৯ (অ), সেলফোন: ০১৭১৮৮৫১৮৫১
জন্ম তারিখ: ১৫.০৩.১৯৭৬, ইমেইল: aktarullalpur@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ১৫/১০ বেইলি স্কয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, রমনা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: রঘুনাথপুর, সালামপুর, লালপুর, নাটোর, ।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: শামীমা ইয়াসমিন, সরকারি চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) আনিশা আনজুম আবৃত্তি; ০৩.০৮.২০০৯
২) সাফ্ওয়ান ইয়াসির সাহিত্য; ১৪০১.২০১৩

নাসিমা খাতুন
পদবি ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।
সেলফোন ০১৮১৯২৯৪০০৫
জন্ম তারিখ : ২৫.১২.১৯৭৪, ইমেইল: narsingdidio@gmail.com
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা: বাসা নং- ৬০, রোড নং- ৪, সেক্টর- ১১, উত্তরা, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ: বি+
স্বামীর নাম ও পেশা: মো. ইফতেখার হোসেন, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) তাসমিয়া নওমিন; ২১.১২.২০০১
২) তাসনিয়া নওশিন; ০৪.০৮.২০০৬

মো. শাহজাহান আলী
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম।
ফোন: ০২৫৮৯৯৫০৭১০, সেলফোন: ০১৭১৬৪৯১২৫৩
ইমেইল: iokurigram@gmail.com, shahjahanchil@gmail.com
জন্ম তারিখ: ১৬.০৬.১৯৭৮
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- রায়পুর (দাশেরহাট), ডাকঘর- হলোখানা, উপজেলা ও জেলা- কুড়িগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ: ও+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: শেখ ওয়াহিদা পারভীন, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) ওয়াসিম-উল-সাজ্জাদ; ০৯.১২.২০১০

মো. রেজাউল করিম
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, মাগুরা।
ফোন: ০২৪৭৭৭-১০২৫০ (অ), ০২৪৭৭৭-১০২৮৪(বা), সেলফোন: ০১৯১৫-৪৮৪৫৬৬
জন্ম তারিখ: ২৫.১১.১৯৭৯
ইমেইল: m.rezainfo66@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- বাগআঁচড়া, ডাকঘর- জোড়াদহ, উপজেলা- হরিণাকুণ্ডু, জেলা- ঝিনাইদহ।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রী নাম ও পেশা: মোছা. তাহমিনা আফরোজ, চাকুরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মেহজাবিন মিতা; ১৫.০১.২০১০
২) নওরীন নিশাত; ০৪.১০.২০১৩

মো. কামাল হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)
ফোন: ০২৫৫১০০৪৩৫, সেলফোন: ০১৮৩১১১৭৭৭৭
জন্ম তারিখ: ১১.১২.১৯৮০ ইমেইল: adprkamal@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ফ্ল্যাট ২বি, ভবন-৫, পাইকপাড়া সরকারি কলোনি, মিরপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘর: কাহালপুর, উপজেলা: মোল্লাহাট, জেলা: বাগেরহাট।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: ইউ এস এম নাহিদা বেগম, সহকারী অধ্যাপক
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মো. রায়হান হোসেন; ২১.১২.২০০৮
২) মো. সাফওয়ান হোসেন; ১৬.০২.২০১৪

মো. মাহবুবুর রহমান
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন : ৮৩৯২৩৯৪ (অ), মোবাইল : ০১৫৫২৪৭৫০০৯, ০১৮২৬৬৬৭৭০০
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭৫, ইমেইল : mrtuhin78@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ইঞ্জিনিয়ার্স বিল্ডিং, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-মাইজদী, পো. মাইজদী কোর্ট, উপজেলা-সদর, জেলা-নোয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: রাইসা আক্তার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : আদিয়াত রহমান রিদম; ০১.০৭.২০১৫.

মো. সামিউল আলম
পদবি ও কর্মস্থল : সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, পাবনা।
ফোন: ০২৫৮৮৮৪৬২৪১ (অ), সেলফোন: ০১৯১২২১৮৮৭৪
জন্ম তারিখ : ২৫.১২.১৯৭৫
ইমেইল: shamiul1975@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : দক্ষিণ রাঘবপুর (মিশন হাউসের পিছনে) ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা- পাবনা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : ফারজানা ইয়াসমিন, শিক্ষকতা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) সামিরা তাসনিম; ১০.০৫.২০১২.
২) সায়িমা তাসনিম; ১০.০৬.২০১৬

মুহাম্মদ আবুল খায়ের
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ।
ফোন : ০২৫৮৮৮৩০২৯০ (অ), মোবাইল : ০১৭১২-৪৮৯৯১১
জন্ম তারিখ : ০৫.১১.১৯৭৮
ইমেইল: akhayer1978@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বীরতারা, ডাকঘর : বীরকদমতলী, উপজেলা: ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: তাসলিমা ফেরদৌস, সহকারী শিক্ষক, স.প্রা.বি
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) খালিদ আবদুল্লাহ (মুনঈম); ০৭.১১.২০১১,
২) জান্নাতু আদনিন (সারা) ১৪.১২.২০১৪

নাছির উদ্দিন
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, গাজীপুর
ফোন: ০২৪৯২৭৩২০৭, সেলফোন: ০১৮১৮৬৪৯৮৬৬
জন্ম তারিখ : ০১.১১.১৯৭৮
ইমেইল : nasirinfo78@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- লেমুয়া, ডাকঘর- লেমুয়া বাজার, উপজেলা ও জেলা- ফেণী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : কাজী আছমা আক্তার নিশি, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) আবরার মাহমুদ ওয়াসি; ২৬.০১.২০১৪, ২) নুসাইবা নাওয়ার নিহা; ২১.১২.২০২১

মুহা. মাহফুজার রহমান
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বগুড়া।
ফোন: ০২৫৮৮৮১৩১১১ (অ), সেলফোন: ০১৯১১০২৪২৮৩
জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৭৯
বর্তমান ঠিকানা: খদু সাপটানা স্টেডিয়াম রোড, লালমনিরহাট।
স্থায়ী ঠিকানা: ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: মোছা. শামিমা আকতার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) তাসিন রহমান, ০৫.১২.২০০৯
২) তাসরিফ রহমান; ০১.০১.২০১৪

মোহাম্মদ সায়েম হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৩১৬১১ (অ), ০১৭১০৭৭০১৭১
জন্ম তারিখ: ০৪-০৬-১৯৭৭, ইমেইল: sayeam2011@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ৭৬/১, কাজী ম্যানশন, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- ঘিলাতলী, ডাক- নারায়ণপুর বাজার, উপজেলা- মতলব দক্ষিণ
জেলা- চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ: ও +, স্ত্রীর নাম ও পেশা: ফাহ্মিদা শারমীন, শিক্ষকতা
সন্তানের নাম: সাইবা হোসেন

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)
ফোন: ২২৩৩৯০০২৮, সেলফোন : ০১৭১২০০৮৯৮১
জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৭৫, ইমেইল: gias.dmc@gmail.com
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : শরীফ ভিলা,১৭৫ নুরবাগ, কালিন্দি, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ: এ+
স্ত্রীর নাম ও পেশা : রুমা আলী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : সাইদা লাবিবা দিপ্তি

মোঃ মাসুম-উল-আলম
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ফোন : ০১৫৫২৪৫৯৯৪৬
জন্ম তারিখ: ০৩-০১-১৯৭৫
স্থায়ী ঠিকানা: ৮১৩, পূর্ব বারান্দী রোড, যশোর-৭৪০০।
ব্লাড গ্রুপ: ও+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: মিজ তসলিম আরা, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: সেবন্তী

সিরাজ-উদ-দৌলা খান
পদবি ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ।
ফোন: ০২৭৬৩০৪৮৩(অ), ০১৭১৭০৫৯৩৭২
জন্ম তারিখ: ০৫-০২-১৯৭৬
ইমেইল: diomunshiganj@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-সুন্দরপুর, পোঃ-বেতকাহাট, থানা-টঙ্গীবাড়ি, জেলা-মুন্সীগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ: বি+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: নিহার আক্তার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) নাসিম উদ-দৌলা খান, ২) জান্নাতুল ফেরদৌস

মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন
পদবি ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জামালপুর।
ফোন: ০২৯৯৭৭৭২১৭৮ (অ), ০১৭১৮৬৮৫৯৬৬
জন্ম তারিখ: ১২-০৪-১৯৭৬
ইমেইল: addfp@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, শরীয়তপুর
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- মহিষাবাদুরিয়া, ডাক- ভাটারা, উপজেলা- সরিষাবাড়ী, জেলা- জামালপুর।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: জনী পারভীন, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) জারিন জারাহ পরী, ২) জন্নাতুল বাকিয়া বাঁশরী

মো. আমিনুল ইসলাম
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা।
ফোন: ০২৪৭৭৭৮৮৭৪১ (অ.), ০১৭১৬০১৭৮০৫
জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৮০
ইমেইল: diochuadanga295@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: জেলা তথ্য অফিস, চুয়াডাঙ্গা।
স্থায়ী ঠিকানা: পুরাতন হাটখোলা, ঝিনাইদহ-৭৩০০।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: বিবি আয়েশা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: নাফিসা ইসলাম

মোহাম্মদ নূরুল হক
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, কুমিল্লা।
ফোন: ০২৩৩৪৪০০৪১৪ (অ.), সেলফোন: ০১৯১৯৪৫১৬৯৭
জন্ম তারিখ: ৩১-১২-১৯৭৪
ইমেইল: diocomilla1@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- রাজাপুর, ডাক- সরাপতি, উপজেলা- বরুড়া, জেলা- কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ: ও+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: শাহিনা আক্তার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) সায়মা হক, ২) সামিয়া হক

মো. আতিকুর রহমান শাহ্
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর, রাজশাহী।
সেলফোন: ০১৫৫৮-৩১১২৯৪
জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৭৮
ইমেইল: naogaondio@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- নোনাহার, ডাক-নোনাহার, উপজেলা- পোরশা, জেলা- নওগাঁ।
ব্লাড গ্রুপ: বি+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: সুলতানা নাসরীন
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: মো. সুলতানুল আরেফিন

মো. রিয়াদুল ইসলাম
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর, বরিশাল।
ফোন: ০১৭১২-২২৭৮৫৯
জন্ম তারিখ: ১০.১০.১৯৭৬
ইমেইল: riadul1974@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: সোহাগদল, ৪নং ওয়ার্ড, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: সাবিনা ইয়াছমীন, সরকারি চাকরি
সন্তানের নাম: ১) মো. তাহমিদ ইসলাম মাহি, ২) মো. তাহসিন ইসলাম রুহি

মোহাম্মদ মনির হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নোয়াখালী।
ফোন: ০২-৩৩৪৪৯১১৯১, সেলফোন: ০১৮১৮৩৯৯৬৭৭
জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৭৮
ইমেইল: monir.dio78@gamil.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- কাজীর কাপ, ডাক-মেহেরশাহাপুর, উপজেলা- শাহরাস্তি, জেলা- চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: শামীমা আক্তার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মো. আরেফিন মাহমুদ (লিখন), ২) নাবীহা তাহসি

মারুফা রহমান ঈমা -বিসিএস ৩৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২৩৩৩৩৩০৪০৩ (অ), ০১৭৬৮৭৬৪২৪৭
জন্ম তারিখ: ২৬-১০-১৯৮৬
ইমেইল: marufarahman34@gamil.com
বর্তমান ঠিকানা: বিভারলি হিল আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
স্থায়ী ঠিকানা: আদিতমারী, লালমনিরহাট।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্বামীর নাম ও পেশা: মো. নাজমুল আহসান, উপ কর কমিশনার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) সুহাইল আহসান: ১৬.০৬.২০১৭;
২) সামি আহসান ২৩.০৯.২০১৯

মোহাম্মদ জাকির হোসেন -বিসিএস ৩৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন : +৮৮০২২২৩৩৯০১৮৩ সেলফোন : ০১৯১২৭২১২৩৬
জন্ম তারিখ : ০১-০১-৮৫, ইমেইল: jakaria.samin@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৮৫/বি, আজিমপুর সরকারি কোয়ার্টার্স, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: আহমেদাবাদ (রামরা), পো: নাসিরকোট, থানা: হাজীগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ : বি+

মোসা. তানিয়া আক্তার -বিসিএস ৩৪তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সম্পাদক (বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
ফোন: ০১৭৩৮২১২৫৫৮
জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৮৯, ইমেইল: mst.taniaakter100@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ১১৬, কাজী অফিসের গলি, বড় মগবাজার, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- দেলী, ডাক- দেলী বাজার, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্বামীর নাম ও পেশা: মো. মামুনুর রশীদ, আইনজীবী।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ:১) তুবা, ২) তাজোয়ার

তাহলিমা জান্নাত
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল।
ফোন: ০২-৯৯৭৭১৪০৪৩ (অ), সেলফোন : ০১৭১২-৭১৫৩৬৭
জন্ম তারিখ: ৩০.০৯.১৯৭৮, ইমেইল : diotangail69@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: শমভিলা, বিবি গার্লস স্কুল রোড, আকুর টাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল।
স্থায়ী ঠিকানা : নবীনগর, শেরপুর সদর, শেরপুর।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্বামীর নাম ও পেশা: শরীফুল আহসান
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) তাসফিয়াহ আহসান (অরিত্রী); ৩০.০৪.২০০৭, ২) তাজওয়ার আহসান (অদ্রিজ); ০১-০৬-২০১২

রেজাউল রাব্বী মনির -বিসিএস ৩৫তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: উপপরিচালক (অর্থ ও লজিস্টিকস) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।
ফোন: ০২ ৮৩০০৬৪৯, সেলফোন: ০১৭১৭৭৫৭০০৩
জন্ম তারিখ: ২৭.১০.১৯৯১
ইমেইল: monir.dhaka06@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ১৭/৩, ব্লক-বি, মনসুরাবাদ আবাসিক এলাকা, আদাবর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর- খিদিরপুর, উপজেলা- মনোহরদী, জেলা- নরসিংদী।
ব্লাড গ্রুপ: এ+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: তাহমিনা খান, সরকারি চাকরিজীবী

মো. আসিফ আহমেদ -বিসিএস ৩৫তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০১৭৮৬৪৮৬৪৬২
জন্ম তারিখ: ২০.১২.১৯৯০
ইমেইল: dioasifahmed35@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: নয়ামাটি, ফতুল্লা নারায়ণগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- চানগরিয়া, থানা- পীরগঞ্জ, জেলা- ঠাকুরগাঁও।
ব্লাড গ্রুপ: এ+

মো. মঈনউদ্দীন -বিসিএস ৩৫তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, তথ্য অধিদফতর ময়মনসিংহ।
ফোন: +৮৮০২৯৯৬৬১৩৭০, সেলফোন : ০১৭১৪৯৯৫২১৯
জন্ম তারিখ: ০৩.০৬.১৯৮৬, ইমেইল: moin.info35@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা:হাসিনা হাউজ, গোলপুকুর পাড়, মসিক স্ট্রিট, ময়মনসিংহ।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর- কোনাকোলা, থানা- মনিরামপুর, জেলা- যশোর।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: নাসরিন নাহার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: মুনযিরীন; ০৪.০৮.২০১৯

আশরোফা ইমদাদ -বিসিএস ৩৫তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন: ৫৫১০০৩৪২ (অ), ০১৯৫৬৫৯৭৬২৬
জন্ম তারিখ: ১৭.১০.১৯৮৫, ইমেইল: esha956@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ১/২৩-২৪, বেইলি গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- রাধানগর, থানা ও ডাকঘর- পাবনা, জেলা- পাবনা।
ব্লাড গ্রুপ: এবি+, স্বামীর নাম ও পেশা: গোলাম মোস্তফা, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মাহির আবরার- ০৫.০৯.২০১২,
২) মানহা আলীনা- ২১.০২.২০১৫

মো. শহীদুল ইসলাম -বিসিএস ৩৫তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।
ফোন: ০২-৯৯৬৬৬৪৩১৭ (অ), সেলফোন : ০১৭২৮৯৬৬৮৪৬
জন্ম তারিখ: ১৭.১১.১৯৯০
ইমেইল: nawthicse@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- নামাপাড়া, ডাকঘর ও উপজেলা- ত্রিশাল, জেলা- ময়মনসিংহ।
ব্লাড গ্রুপ: এ+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: মোহসিনা নওরোজী মেধা, মেডিক্যাল স্টুডেন্ট

মো. আবুবকর সিদ্দীক
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ।
ফোন: ০২৪৭৭৭৪৬১০২ (অ) সেলফোন: ০১৮১৪১৭৩১৭৭
জন্ম তারিখ: ২০.০৭.১৯৭৯, ইমেইল: absiddik177@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: উপশহরপাড়া, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- হাকিমপুর, ডাকঘর- কন্যাদহ, উপজেলা- হরিণকুন্ড, জেলা- ঝিনাইদহ।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: কানিজ ফাতেমা (গৃহিণী)
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) এবিএম জারিফ সিদ্দীক- ৩০.০৮.২০০৭
২) সারা মাহজাবিন সেঁজুতি- ২১.০২.২০১৪

মোহাম্মদ আলী
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, নাটোর।
ফোন: ০২৫৮৮৮৭৩৭৫৬ (অ), ০২৫৮৮৮৭০০৭ (বা) সেলফোন: ০১৭১৮-৭৮৭৪৬১
জন্ম তারিখ: ২০.১০.১৯৭৪ ইমেইল: manikm57@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: জেলা তথ্য অফিস নাটোর।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘর: শিবপুরহাট, উপজেলা: পুঠিয়া, জেলা: রাজশাহী।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: মোছা: শারমিন ইয়াসমিন, পেশা, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মাসিয়াত সাবরিন; ১২.১০.২০১২,
২) ফারিহা মোবাশ্বিরা; ১০.০৬.২০১৪

মো. মোজাম্মেল হক
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, যশোর।
ফোন: ০২-৪৭৭৭৬১১৯৫ (অ), সেলফোন: ০১৯২২৬৬৭৫৮০
জন্ম তারিখ: ০১.১১.১৯৭৭, ইমেইল: huqmozzammels@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: হরিহরা, ডাক: বিপ্রবকদিয়া, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
ব্লাড গ্রুপ: ও-
স্ত্রীর নাম ও পেশা: মুসলিমা আক্তার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মায়েদা হক; ৩১.১২.২০০৬
২) মালিহা হক; ৩০.১২.২০১২

মোহাম্মদ আবুল খায়ের
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ৯৫৭৬৬৮৭ (অ), সেলফোন: ০১৭১৬০৬৬৮৮৮
জন্ম তারিখ: ০১.০৩.১৯৮১, ইমেইল : pro_minister@moedu.gov.bd
বর্তমান ঠিকানা: ২৭৩/এ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট হাতিরপুল, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নূরপুর, ডাকঘর: খলিলপুর, থানা: দেবিদ্বার, জেলা: কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: কানিজ ফাতেমা ইতি, চাকরিজীবী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: কাশফীফ ইহান কাব্য; ১৯.১১.২০১৭

মো. ইবরাহীম আল মামুন- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, নড়াইল।
ফোন: ০২৭৭৭৭৩৪১৮ (অ), সেলফোন: ০১৭৬১১৬৩২০৬
জন্ম তারিখ: ০৭.০৬.১৯৯০
ইমেইল: dionarail@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: জেলা পরিষদ ডাক বাংলো, নড়াইল।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম : লোহাকুড়া, পো: কলারোয়া, উপজেলা: কলারোয়া, জেলা : সাতক্ষীরা।
ব্লাড গ্রুপ: ও+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: সুমাইয়া ইয়াসমিন, গৃহিণী

মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, কক্সবাজার।
ফোন: ০৩৪১-৬৩২৬৬ (অ)
সেলফোন: ০১৭০৭৮৬১৭৪০
জন্ম তারিখ: ০৫.১০.১৯৯০
ইমেইল: sahadathossenrakib@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর : চরকানাই, উপজেলা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ: ও+

পবন চৌধুরী- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ।
ফোন: ০২৯৯৬৬০৬৫৬৩ (অ), সেলফোন: ০১৭১৪৩০৭৬৪৪
জন্ম তারিখ: ২১.১০.১৯৮৫
ইমেইল: windy.pc002@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: রহমান রাজ্য, সবুজবাগ, হবিগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম + ডাকঘর : মির্জাপুর, উপজেলা: হাটহাজারি, জেলা: চট্টগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ: ও+

মোহাম্মদ শফিউল্লাহ্- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ), দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৯১২০০১৫১১
জন্ম তারিখ: ০১.০৯.১৯৯১, ইমেইল : adnanllb.du89@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: জি-৩, পূবালী, সরকারি অফিসার্স ভবন, ১৭ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নাওঘাট (ডেপুটি বাড়ি), ডাকঘর: তালশহর, উপজেলা: আশুগঞ্জ
জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: সাদিয়া নাজনীন আহমেদ, গৃহিণী
সন্তানের নাম: জুনাইরা জাফরীন আরিশা; ১৭.০৭.২০১৯

মুঈনুল ইসলাম- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, গোপলগঞ্জ।
ফোন: ০২৪৭৮৮২১৭২৬ (অ) সেলফোন: ০১৭১৭৬৪৬৩৫৭
জন্ম তারিখ: ১৫.১২.১৯৮৭, ইমেইল : moinul.7123@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: সবুজবাগ (মসজিদের পার্শ্বে), চাঁদমারী, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ী– মুন্সী বাড়ী, গ্রাম- কালিহাতা, পো: বামরাইল, উপজেলা– উজিরপুর
জেলা- বরিশাল।
ব্লাড গ্রুপ: এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: উম্মে খাদিজা চার্লি, ছাত্রী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: তাহমিদুল ইসলাম রাফি; ২৬.০৫.২০১৯

মোহাম্মদ মোকাম্মেল হোসেন- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক (প্রেষণে), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৫৭৫০৯০২৩১
জন্ম তারিখ: ০২.০৩.১৯৮৯ ইমেইল: mokammelbuet88@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: সড়ক-৮, মোহাম্মদী হাউজিং লিমিটেড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: মোবারক আলী ফকির বাড়ি, উকিলের পাড়া, গ্রাম: লোহাগাড়া
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: সাঈদা আফরোজ, সরকারি চাকরি
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: সারাহ কুররাতুলাইন; ০৫.০৭.২০১৮

তাহমিনা আক্তার- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, শেরপুর।
ফোন : ০২৯৯৭৭৮১৫০৫ (অ), সেলফোন: ০১৭৯৩৮১৬৭৪৭
জন্ম তারিখ: ০৩.০৩.১৯৮৯
ইমেইল: dina37ju@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: মাধবপুর, শেরপুর।
স্থায়ী ঠিকানা: শিমুল রোড, উত্তর গোপালপুর, টাঙ্গাইল।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্বামীর নাম ও পেশা: মো. মনিরুজ্জামান, চাকরি
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: রাইয়ান শাবাব জাইন; ০৯.০৯.২০১৮

মো. মামুন অর রশীদ- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
লালমনিরহাট।
ফোন: ০২৫৮৯৯৮৬৮৮৭ (অ), সেলফোন: ০১৯২৬২৮৩৬১৬
জন্ম তারিখ: ০৫.১০.১৯৯০, ইমেইল : rashidmamun032@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: নীল প্রতিভা পাড়া, নীলফামারী সদর, নীলফামারী।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: দক্ষিণ উমানন্দ, ডাকঘর: মাটিয়াল, উপজেলা: উলিপুর, জেলা: কুড়িগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: মোছাঃ রিপুনা আক্তার জ্যোৎস্না, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মাশরিকা মাইজা; ০২.০১.২০১৬
২) মাশিরুল ইশরাক মুবিদ; ০৯.০৩.২০১৮ ৩) মুনিফা মাশকুরা; ১৭.০৩.২০২০

মো. রুবেল রানা- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৫২১৫১৭২৯৩
জন্ম তারিখ: ১৫.১২.১৯৯২
ইমেইল: mdrana483@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ৩/২৩, বেইলি স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: দূর্গাপুর, পো: সাবগাড়ী, থানা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর।
ব্লাড গ্রুপ: ও+

মো. আসাদুজ্জামান কাউছার- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ফোন: ০২৩৩৪৪২৮৪৩৯ (অ), সেলফোন: ০১৭৩১১৯৪৮১৩
জন্ম তারিখ: ৩১.১২.১৯৮৬
ইমেইল: azkawsar36info@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: চলিতার আব্দা, ডাকঘর: শায়েস্তাগঞ্জ, উপজেলা: চুনারুঘাট, জেলা: হবিগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ: এ+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: মর্জিনা আক্তার মুন্নি, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা

কাজী শাম্মীনাজ আলম- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার (সংবাদকক্ষ), তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৫২১৪৯৯৮৮৫
জন্ম তারিখ: ০৯.১২.১৯৯০
ইমেইল: quazishammi@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: অনন্ত নীড়, ২৩/৪/ডি, কে এম দাস লেইন, টিকাটুলি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: আলীপুর, ডাকঘর: ওয়ারুক বাজার, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্বামীর নাম ও পেশা: মোহাম্মদ জুবায়ের, চাকরিজীবী

কে এম খালিদ বিন জামান- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৭৪৯৬১৫৬৪৫
জন্ম তারিখ: ১৬.১১.১৯৮৮
ইমেইল: khalidbin83@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ১৮৯-এ, নন্দাপাড়া (তালতলা), আশকোনা, উত্তরা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নাগরপাড়া, ডাকঘর: মৈশামূড়া, উপজেলা: মির্জাপুর, জেলা: টাঙ্গাইল।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: ফারহানা ফেরদৌস ফেন্সী, ব্যাংকার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: খান আবতাহী ইহতেসাম; ১২.১২.২০২০

গাজী শরীফা ইয়াছমিন- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন: +৮৮০২৫৫১০০০১৯ সেলফোন: ০১৭৭৫২৬৭৪৩৭
জন্ম তারিখ: ২৬.১০.১৯৮৭
ইমেইল: lopakhan2669@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: ৩/৯ মুক্তি সংসদ গলি, এসএস রোড, সিরাজগঞ্জ।
বর্তমান ঠিকানা: বেইলি স্কয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলি রোড, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ: এ+
স্বামীর নাম ও পেশা: রাজিব রাইহান, চাকরি

মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান- বিসিএস ৩৬তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: মন্ত্রির সহকারী একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
ফোন: ৪১০৩০৭৮১ সেলফোন: ০১৭১২৩৮০৪৩৫
জন্ম তারিখ: ০১.০১.১৯৮৪, ইমেইল: aps2minister@probashi.gov.bd
বর্তমান ঠিকানা: ১২/এ, বিল্ডিং-১৩, আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম + পোস্ট: দেউলাবাড়ি, উপজেলা: মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: মিফতাহুল জান্নাত টুকটুকি, ছাত্রী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: তামাজুর জামান গল্প; ০৮.০২.২০১৮

মোঃ আহসান কবীর
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঝালকাঠি।
ফোন: ০২৪৭৮৮৭৬০৭৭, সেলফোন: ০১৭১৬১০৬২০৮
জন্ম তারিখ: ০৬.০৯.১৯৭৫, ইমেইল: diojhalakathi@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ৬০, কামার পট্টি রোড, ঝালকাঠি পৌরসভা, ঝালকাঠি ।
স্থায়ী ঠিকানা: হোল্ডিং নং-৪৩১, ওয়ার্ড নং-০২, দক্ষিণবন্দর, মঠবাড়ীয়া পৌরসভা মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর।
ব্লাড গ্রুপ: : বি+
স্ত্রীর নাম ও পেশা: পামেলা আফরোজ
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: আলফিয়া সানিয়ান; ০১.০১.২০১১

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ।
ফোন: ০২৯৯৭৭৩১২১১, সেলফোন: ০১৭১১৯৭৪৩৭৩
জন্ম তারিখ: ০৮.১১.১৯৭৬, ইমেইল: mkzruman@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: মাঠপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা: ৭৬ এইচ.এম সেন রোড, বন্দর-১৪১০, নারায়ণগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: সৈয়দা সায়মা আফেন্দী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) ফাইয়াদ আফফান; ৯.১২.২০১২
২) রাফিদ আফসান; ২৯.০১.২০১৬

সানজীদা আমীন
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৮১৪৩৮৪০৮৫
জন্ম তারিখ: ১৯.০৮ ১৯৮০, ইমেইল: sanzidaxyz@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ৩৯/৩ নিউ পল্টন, আজিমপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: চত্রংপুর, উপজেলা: কলমাকান্দা, জেলা: নেত্রকোণা।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্বামীর নাম ও পেশা: মুহাম্মদ এজমল হোসেন, ব্যবসা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) আজমল আবসার; ৪.১১.২০০৯
২) আজমল আজরফ; ১৫.১২.২০১২

বিশ্বনাথ মজুমদার
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, লক্ষীপুর।
ফোন: ০২৩৩৪৪৪১৩৮৭, সেলফোন: ০১৮১৯০৯৯৪৪২
জন্ম তারিখ: ০২.০৫.১৯৭৭,
ইমেইল: biswanath040@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: স্যুট নং-৩৮, নিউ সার্কিট হাউস, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: রায়শ্রী পোস্ট: উনকিলা, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: কাবেরি রায় চৌধুরী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ত্রিদীপ মজুমদার; ২৮.১২.২০১৪

মোছা: সাবিহা আক্তার লাকী
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৭১২১২৬৪১০, জন্ম তারিখ: ০১.১১.১৯৮০
ইমেইল: iogaibandha@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: বাসা নং-৫, রোড নং-৫ (হাছেন উদ্দীন রোড), উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নুনিয়াগাড়ী, পোস্ট + উপজেলা: পলাশবাড়ী, জেলা: গাইবান্ধা।
ব্লাড গ্রুপ: এবি+
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: মুহতাশীম আহমেদ দিব্য; ১৬.১১.২০১৩

মো. রেজুয়ান খান
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
ফোন: ৫৫১০০০১৭, সেলফোন: ০১৭৯৮৭৯২২৯৮
জন্ম তারিখ: ১৫.০৬.১৯৭০, ইমেইল: prejwankhan@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: বাসা-১/৪, লেইন-৭, মধ্যবাড্ডা, ডাকঘর: গুলশান, ঢাকা-১২১২।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- বাজিতপুর (পূর্ব), ডাকঘর: বাজিতপুর, থানা: বাজিতপুর, জেলা: কিশোরগঞ্জ।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্ত্রীর নাম: মাহমুদা সিদ্দিকা
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: (১) রিয়াজ মাহমুদ খান; ২৭.০৮.১৯৯৯, ২) আনিকা তাবাসসুম; ১৪.১১.২০০৪

মো. আনোয়ার হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার।
ফোন: ০২৯৯৬৬৮২৩৭৯, সেলফোন: ০১৭১৮৯০৬২৫৯
জন্ম তারিখ: ০১.০১.১৯৭৯, ইমেইল: diomoulvibazar @gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা: তপদারবাড়ী, হোল্ডিং নং ৩৩২, ওয়ার্ড নং ০৭, রায়পুর পৌরসভা রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
ব্লাড গ্রুপ: ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: কামরুন নাহার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মো: আহনাফ হোসেন (উপন্যাস); ১২.০২.২০১১, ২) মো: আরিয়ান হোসেন (কাব্য); ২৫.১২.২০১৪

নারায়ণ সরকার
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, নেত্রকোণা।
মোবাইল: ০১৭৭৬৫২২২৬৫
জন্ম তারিখ: ২৭.০২.১৯৮২, ইমেইল : narayan.information @yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: জেলা তথ্য অফিস, নেত্রকোণা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- বিজয়পুর, পো-তেলিগাতী, উপজেলা : আটপাড়া, জেলা : নেত্রকোণা।
ব্লাড গ্রুপ: বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: তন্নী মজুমদার
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) নির্ণয়া সরকার, ২) নিলয় সরকার

মো. জাহারুল ইসলাম
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা।
ফোন: ০২৪৭৭৭৪০০৯৩, সেলফোন: ০১৭১৩৯১২৩৮৮
জন্ম তারিখ: ২১,০৭.১৯৮০, ইমেইল: jaharulislam1980@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: জেলা পরিষদ কোয়ার্টার্স, যশোর।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: বড় দুর্গাপুর, ডাকঘর: কোদণ্ডা, উপজেলা: আশাশুনি, জেলা সাতক্ষীরা ।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: নিলুফা পারভীন, পেশা: গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) সুলতানুল আরেফিন; ১৬.১১.২০১৪
২) সুলতানুল আশেকিন; ১৬.০১.২০২০

মোঃ আলমগীর কবির
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রংপুর।
ফোন : ০২৫৮৮৮০৯১৪০, সেলফোন: ০১৯২৭০৯৪০৭১, ০১৭২৪১২৩৮৫৩
জন্ম তারিখ : ০২.০৩.১৯৭৭, ইমেইল: makabir2009 @gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : রাধাবল্লভ, চানমারী রোড, রংপুর।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: মধ্যছাতনাই, পোস্ট: দ্বারাজগঞ্জ, উপজেলা: ডিমলা, জেলা: নীলফামারী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : আকলিমা খাতুন, সরকারি চাকরি
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) মোহাম্মদ ফারহান তানভীর; ০৩.০১.২০১১২,
২) নুজহাত কবির ফারিয়া; ১৪.০৭.২০১৪

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৭১৮৭২৩৮১৫
জন্ম তারিখ: ১৩.০২.১৯৬৮ ইমেইল: mdrafiqul.islam1968@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ৪৮ সার্কিট হাউজ, অফিসার্স কোয়ার্টার্স, রমনা, ঢাকা ।
স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ি নং- ৪৮/এ, সায়াদাতিয়া সড়ক, পাগলাকানাই, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।
ব্লাড গ্রুপ: : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: জেসমিন আরা রেবা, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) নাবিলা তাসনিম; ৩১.১২.২০০৪, ২) রাকিবুল ইসলাম রাজ; ১৫.০৯.২০১০

মরজিনা ইয়াসমিন
পদবি ও কর্মস্থল : সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ৮৩০০৬৯৫ সেলফোন: ০১৫৫২৩২৫১০৫
জন্ম তারিখ : ০৫.০৭.১৯৬৭ ইং
ই-মেইল : marzinayesmin@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৯৪/আই আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, লালবাগ, নিউমার্কেট, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- বসন্তপুর, পোস্ট- মেষতলী বাজার, উপজেলা- চৌদ্দগ্রাম, জেলা- কুমিল্লা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+, স্বামীর নাম ও পেশা: শহিদুল আলম মজুমদার, সরকারি চাকরি।
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) রাইয়ান আলম, ২) ফারিয়ান আলম

ম. শেফায়েত হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা (জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত)।
মোবাইল: ০১৯২৭০৯৪০৭১, ০১৭২৪১২৩৮৫৩
জন্ম তারিখ: ৩১.১২.১৯৬৬ ইমেইল: narayan.information @yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা: ভবন-১৭ ডি-১০, সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার্স, সেক্টর -৮ উত্তরা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: দৌলতপুর, উপজেলা গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ।
ব্লাড গ্রুপ: এ+, সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) সাবরিনা শেফায়েত মোহনা; ০৩.০৬. ২০০১, ২) সুমনা শেফায়েত অনন্ত; ০৮.০৭.২০০৩

এ কে এম ফেরদৌস
পদবি ও কর্মস্থল : সহকারী পরিচালক, মহিলা শাখা, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৫৫৭৭৪২৯৬৭
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭৪, ইমেইল: razlokkhi7 @gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: হাউজ নং-৯/সি, সড়ক নং-২৪, ব্লক-কে, বনানী, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বিকনা, ডাকঘর: ঝালকাঠী,উপজেলা: ঝালকাঠী, জেলা: ঝালকাঠী।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা : খাদিজা বেগম
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ : ১) এ আহমদ জান্নাতী (বুখারী); ০১.০১. ২০০১
২) এ আলি সামখানী (কাফি); ০১.০১.২০০৩

মোঃ আহসান করিম চৌধুরী
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।
ফোন : ০২৫৫০২৮৯৩৯, মোবাইল: ০১৭১২২৪১৯০৩
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৬৬ ইমেইল: ahsanmaista@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৯১/এ, আজিমপুর সরকারি কলোনী, ঢাকা - ১২০৫।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মাইস্তা, ডাকঘর: নগরবাড়ী (১৯৭৬), উপজেলা: কালিহাতী, জেলা: টাঙ্গাইল।
ব্লাড গ্রুপ : বি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: নিলুফা আক্তার ফেরদৌসী গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) চৌধুরী মাশরাফি করিম; ০১.০১.২০০৪, ২) চৌধুরী আশফাক করিম; ০১.০১.২০১০, ৩) চৌধুরী ফাতিমা করিম; ২৫.১২.২০১২

প্রিয়েন্ট সান - বিসিএস ৩৮তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বান্দরবান।
ফোন: ০২৩৩৩৩০২১১৩, সেলফোন: ০১৯৯৭১৯৮১০৭, ০১৮৫৫৯১১০১১
জন্ম তারিখ: ১৯.১২.১৯৯৩
ইমেইল: priantsun@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: অফিসার্স ডরমিটরি, হাফেজঘোনা, বান্দরবান।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: রামপুর, বণিকপাড়া; ওয়ার্ড নং-০১, সাতকানিয়া পৌরসভা
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ: এ+

ওবায়দুল কবির মোল্লা
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, নরসিংদী।
ফোন : ০১২২২৪৪৫২২০৬ সেলফোন: ০১৭১২৮৪০৪২৯
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৬৮
ই-মেইল : narsingdidio@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ১৪১/৩, ভেরানগর, নরসিংদী।
স্থায়ী ঠিকানা : ১১/১ (গ) ছোট দেওরা, গাজীপুর-১৭০০।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: রাবেয়া খাতুন, সরকারি চাকরি
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ফাতিহা তাবাচ্ছুম কবির।

মো. এনায়েত হোসেন
পদবি ও কর্মস্থল : তথ্য অফিসার (সংবাদকক্ষ), তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৭১৫০৩৮৯৫৬
জন্ম তারিখ : ০২.০৮.১৯৬৮
ই-মেইল : enayet.pro@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট ৫/এ, ১/৩ শাজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-নাজিরপুর ,ডাকঘর-বাউফল,উপজেলা-বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : এবি+, স্ত্রীর নাম ও পেশা: কানিজ ফাতেমা খন্দকার, চাকরিজীব
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) মো: আবরার হাসান ২) মো: আহনাফ হোসাইন।

মোহাম্মদ নুরুল আমিন
পদবি ও কর্মস্থল: সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা।
সেলফোন: ০১৫৫৬৫৮১৪৮২
জন্ম তারিখ: ০১.০৩.১৯৬৮ ইমেইল: nurulaminbfcb@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা: ৭২৯/সি, খিলগাঁও নিউ কলোনি সরকারি কোয়ার্টার্স, খিলগাঁও, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পূর্ব দেবপুর পোস্ট: আমজাদ হাট, উপজেলা: ছাগলনাইয়া, জেলা: ফেনী।
ব্লাড গ্রুপ: ও-, স্ত্রীর নাম ও পেশা: নাসিমা আক্তার, গৃহিণী
সন্তানের নাম ও জন্ম তারিখ: ১) ফারজানা আক্তার প্রীতি
২) নার্গিস সুলতানা প্রমি, ৩) মো. মুশফিক বিন ফাহাদ (প্রিজন্স)

তথ্য ক্যাডার থেকে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা

মো. জয়নাল আবেদীন
পদবি ও কর্মস্থল : মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেসসচিব (সচিব)
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
ফোন: ৮৮০২২২৬৬৩৮২২০, সেলফোন: ০১৭১১১৩০১১৯
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: কোদালকাটা, ডাকঘর: গাজীপুর, উপজেলা: মুরাদনগর, জেলা: কুমিল্লা
ই-মেইল : joy-196181@yahoo.com
ব্লাড গ্রুপ : বি+

এটিএম মোনেমুল হক
পদবি ও কর্মস্থল : যুগ্মসচিব
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন: ০১৯২২৭৯২৪৪৪
ই-মেইল : mascot@gmail.com
ব্লাড গ্রুপ : এ+

নৃপেন্দ চন্দ্র দেবনাথ
পদবি ও কর্মস্থল : মিনিস্টার (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ দূতাবাস
তাসখন্দ, উজবেকিস্তান।
সেলফোন : ০১৭১৯৬৭৯৭২৫
জন্ম তারিখ : ০৯.১১.১৯৬৪
ই-মেইল : nripendebnath2009@yahoo.com
ব্লাড গ্রুপ : ও+
স্থায়ী ঠিকানা : ওয়ার্ড নং-৫, মধ্যম চান্দিশ করা, চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা, কুমিল্লা।

আব্দুর রহিম
পদবি ও কর্মস্থল : যুগ্মসচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : ০১৫৫২৬৩৯৩১৮
জন্ম তারিখ : ২৮.০৯.১৯৬৩
ই-মেইল : mrahim63@yahoo.com
ব্লাড গ্রুপ : ও+

এ এফ এম আমিনুল ইসলাম
পদবি ও কর্মস্থল : কনসাল জেনারেল (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল, কুনমিং, চীন গণপ্রজাতন্ত্র।
ফোন : +৮৬ ৮৭১ ৬৪৩২৯৬৭২, সেলফোন: +৮৬ ১৫১ ৯৮৯৩৭৭৬৭, ৮৮ ০১৭১৯ ৬৮০ ২৪৭
জন্ম তারিখ : ৩০.১১.১৯৬৩, ই-মেইল : afmaminulislam@yahoo.com
ব্লাড গ্রুপ : এ+
বর্তমান ঠিকানা : কুনমিং, ইউনান প্রদেশ, চীন।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চর সেন সাস, ডাকঘর : বালার বাজার, সখিপুর, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর

ফেরদৌসী বেগম
পদবি ও কর্মস্থল : যুগ্মসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল,ঢাকা।
ফোন : ০১৭১১১৮৭৪২৩
জন্ম তারিখ : ০২.০৪.১৯৬৪
ইমেইল : ferdousi_dmc@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ৬২ ইস্টার্ন লেক সার্কাস
ফ্লাট নং ৫০২, কলাবাগান, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+

কাজী মোশতাক জহির
পদবি ও কর্মস্থল : যুগ্মসচিব,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : ০১৫৫২৪৫৯৯৫৩
জন্ম তারিখ : ১৬.০৭.১৯৬৬
ইমেইল : kmz66@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ২২/১ বুয়েট, টিচার্স
কোয়ার্টার্স, বকশি বাজার, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+

মোসলেমা নাজনীন
পদবি ও কর্মস্থল : উপসচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
ফোন : ০১৭১৫১৭৫৭৮৭
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭০
ই-মেইল : nayan_msnz@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : আরবান হিলি কটেজ, ফ্লাট-৬বি
ব্ল-বি, বাড়ি-৭, সড়ক-২৩, বনানী, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+

আবদুল্লা-আল-শাহীন
পদবি ও কর্মস্থল : প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ফোন : ০১৭১১৪৭৩৮৭৬
জন্ম তারিখ : ১১.০১.১৯৬৮
ই-মেইল : shahin_a08@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্লাট-৫/ডি, ভবন-এ/১০, আরামবাগ
আবাসিক এলাকা, সড়ক-৩, মিরপুর-৭, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : বি+

মাসুদা খাতুন
পদবি ও কর্মস্থল : উপসচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন: ০১৮১৭৬০১৪১৭
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৬৭
ই-মেইল : masuda_info@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ৫/বি, সোবহানবাগ
অফিসার্স কোয়ার্টার (ই টাইপ), ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : ও+

শারকে চামান খান
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (উপসচিব)
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
ফোন : ০১৭১৫০২২৮৬৯
জন্ম তারিখ : ০৬.০৮.১৯৬৬
ই-মেইল : chamanbd@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : বি-৪, ৪/৩-এ
ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : এ+

এ কে এম আজিজুল হক
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (উপসচিব)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ফোন : ০১৫৫২৪১২৮৪৫
জন্ম তারিখ : ২০.০৫.১৯৭০
ই-মেইল : sahanzu1957@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ফ্লাট-৬/এ, বাড়ি-৩৩/১
সড়ক-৩, শ্যামলী ঢাকা।
ব্লাড গ্রুপ : বি-

মো. মিজানুর রহমান
পদবি ও কর্মস্থল : উপপ্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
ফোন : ৫৫০০৬৮৬৩ (অ), ৯৬৬০২৪৯ (বা), সেলফোন : ০১৫৫২৩১৭৪৯৪
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭১
ই-মেইল : mizan1171r@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : বলাকা-১, ধানমন্ডি সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ধানমন্ডি, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-সাইদাইর, ডাকঘর- বুধপুরা, উপজেলা-পটিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম।
ব্লাড গ্রুপ : বি+

মো. আবু নাছের -বিসিএস ২০তম ব্যাচ
পদবি ও কর্মস্থল : উপসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন : ৯৫১২২৯৩ (অ), ৮৩৩৪০৩৮ (বা), সেলফোন : ০১৭১৬৪৭৮৩৯৪
জন্ম তারিখ : ০১.০১.১৯৭৩
ইমেইল : naserutip007@yahoo.com
বর্তমান ঠিকানা : ৪৮/৪ এফ অফিসার্স কলোনি, সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-মইজদীপুর, ডাকঘর-কাবিলপুর, উপজেলা-সেনবাগ, জেলা-নোয়াখালী।
ব্লাড গ্রুপ : ও+

মো. হুমায়ুন কবীর
পদবি ও কর্মস্থল : প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, আইসিটি ডিভিশন, আইসিটি টাওয়ার আগারগাঁও, ঢাকা।
ফোন: +৮৮০২৫৫০০৭৯৭ (অ), সেলফোন : ০১৭১২৭৩২৩৮৯
জন্ম তারিখ : ০১.১০.১৯৭১
ইমেইল : kobirin@gmail.com
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- নারায়ণপুর, ডাকঘর- চাকলাহাট, উপজেলা ও জেলা- পঞ্চগড়।
ব্লাড গ্রুপ : ও+

মো. শাহেদুর রহমান
পদবি ও কর্মস্থল : উপসচিব
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
ফোন: ৯১৮০৮৮৬ (অ), সেলফোন : ০১৫৫৬৫০৫৫০০
জন্ম তারিখ : ২৯.১১.১৯৭২
ইমেইল : shahedrm72@gmail.com
বর্তমান ঠিকানা : ৪৮/২ বি সার্কিট হাউস অফিসার্স কোয়ার্টার্স, রমনা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : উত্তর বালুবাড়ী, নিমকালীর মন্দির, দিনাজপুর-৫২০০।
ব্লাড গ্রুপ : এ+

জুলিয়া যেসমিন মিলি
পদবি ও কর্মস্থল : পরিচালক (উপসচিব)
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), ঢাকা।
ফোন : ০৮২১-৭১৬২২৬ (অ), সেলফোন : ০১৭১১০৪০৩০৩
জন্ম তারিখ : ১০.০৭.১৯৭৩
ইমেইল : diosyloffice@yahoo.com
স্থায়ী ঠিকানা : ১/এ নাজ হাউজিং স্টেট, সিলেট।
ব্লাড গ্রুপ : বি+

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের
বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২
ও
পূর্ণমিলনীর সার্বিক সফলতা কামনায়

STAR Cineplex

Show Motion Limited,
Bashundhara City, Dhaka

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের
বার্ষিক সাধারণ সভা ও
পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

বাংলাদেশ প্রতিদিন

কালের কণ্ঠ

পত্র-পত্রিকা বিতরনকারী
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
রেজিস্ট্রেশন নং- ১৯৫২/০৭

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) নিজস্ব আয়ে পরিচালিত একটি সেবামূলক রাষ্ট্রীয় গণপরিবহন সংস্থা। ১৯৬১ সালে অধ্যাদেশ-৭ মোতাবেক আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ক্ষতিগ্রস্থ বিআরটিসিকে পুণর্গঠন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সেবাই আদর্শ এই স্লোগানকে সামনে রেখে সাশ্রয়ী ভাড়ায় নিরাপদ, আরামদায়ক ও আধুনিক যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন সড়কে বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। আপনার গন্তব্যে যাতায়াতের জন্য বিআরটিসি এসি বাস সার্ভিস সেবা গ্রহণ করা জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

মোটরযান মালিক, চালক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি আহবান

মোটরযান চালকদের প্রতি আহবান

- বৈধ ডাইভিং লাইসেন্স, নিয়োগপত্র, হালনাগাদ কাগজপত্র ও সিট বেল্ট বাঁধা ব্যতীত গাড়ি চালাবেন না।
- গতিসীমা লঙ্ঘন করে গাড়ি চালাবেন না, গাড়ী চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন বা ইয়ার ফোন ব্যবহার করবেন না।
- ওভারটেকিং নিষিদ্ধ এলাকা, রাস্তার বাঁক ও সরু ব্রিজে ওভারটেকিং করবেন না, অযথা হর্ন বাজাবেন না।
- মাদককে 'না' বলুন। নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে গাড়ি চালাবেন না।
- উল্টো পথে গাড়ি চালাবেন না এবং গাড়িতে উচ্চস্বরে গান বাজাবেন না।

মোটরযান মালিকদের প্রতি আহবান

- ডাইভিং লাইসেন্সের বৈধতা যাচাই করে গাড়ি চালক নিয়োগ করবেন।
- চালককে একটানা ৫ ঘণ্টা ও দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালাতে বাধ্য করবেন না।
- ফিটনেসবিহীন, যান্ত্রিক ত্রুটিযুক্ত ও ধোঁয়া নির্গমনকারী গাড়ি রাস্তায় নামাবেন না।

যাত্রীদের প্রতি আহবান

- চলন্ত গাড়িতে ওঠানামা করবেন না, পণ্যবাহী মোটরযানে যাত্রী হয়ে উঠবেন না।
- শরীরের কোনো অংশ গাড়ির বাইরে রাখবেন না, চালকের মনোযোগ বিঘ্ন ঘটে এমন কিছু করবেন না।
- তাড়াহুড়া করে গাড়ি থেকে নামবেন না, গাড়িতে উঠতে ডান পা এবং নামতে বাম পা আগে ব্যবহার করবেন।
- চালক, কন্ডাক্টরের সাথে খারাপ আচরণ করবেন না, গাড়িতে উঠে হৈচৈ করবেন না।

পথচারীদের প্রতি আহবান

- জেব্রা ক্রসিং, ফুটওভারব্রিজ ও আন্ডারপাস দিয়ে রাস্তা পারাপার হোন।
- দৌড়ে অথবা মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হবেন না।
- ফুটপাত ব্যবহার করুন অন্যথায় রাস্তার ডান পাশ দিয়ে সাবধানে চলুন।

বিআরটিএ

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন এর নতুন কার্যনির্বাহি কমিটির সকলকে
দৈনিক লাখোকণ্ঠের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

দৈনিক লাখোকণ্ঠ

lakhokantho

Daily lakhokantho

lakhokantho

ফরিদ আহাম্মদ বাঙ্গালী
সম্পাদক ও প্রকাশক

১৬,কাওরান বাজার, আম্বরশাহ শাহী জামে মসজিদ কমপেক্স, তৃতীয় তলা
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। ০১৭১১৯৫২৫২২, ০১৭৩২৬৩৪৮৪৪, ০১৯১৬৭৮৭১০৩
ই-মেইলঃ dailylakhokontho@gmail.com, dailylakhokantho@gmail.com

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন
ঢাকা, বাংলাদেশ-এর

বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী ২০২২ উপলক্ষে
দৈনিক ভোরের ডাকের পক্ষ থেকে–

শুভেচ্ছা

আমরা এই সংগঠনের উত্তরোত্তর
সমৃদ্ধি কামনা করছি

এগিয়ে থাকার জন্য
ভোরের ডাক
THE DAILY BHORER DAK

গণমুক্তি এখন পাওয়া যাচ্ছে ৬৪ জেলায়

গণমানুষের দৈনিক
গণমুক্তি
THE DAILY GANOMUKTI

প্রতি মুহূর্তের আপডেট খবর পেতে ভিজিট করুন...

http://dailyganomukti.com

পরিচ্ছন্ন ছাপার নিশ্চয়তা

কম খরচে গজ মেশিনে ২৪ পৃষ্ঠা পত্রিকা একসাথে ব্যাক টু ব্যাক কালার এবং অফসেটে ছাপার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

শরীয়তপুর প্রিন্টিং প্রেস

অফিস : রহমানিয়া ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা) ২৮/১, সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৪৭১২০৮০৫-৬, মোবাইল : ০১৯১৬-৮২২৫৬৬, ০১৭১২-৫৭১১৪৭

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী ২০২২ উপলক্ষ্যে

দৈনিক

সত্য প্রচারে একনিষ্ঠ

ভোরের সংলাপ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

The Daily Bhorer Sanglap

মোঃ লুৎফর রহমান
সম্পাদক ও প্রকাশক
ই-মেইল: bhorersanglap@gmail.com
মোবাইল: ০১৭১২০৩৪১৩৬

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের
বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী-২০২২
উপলক্ষে দৈনিক জনতার পক্ষ থেকে

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রতিষ্ঠান/পণ্যের বিজ্ঞাপন
দিয়ে সুযোগ নিন বহুল প্রচারের।

খলিল ম্যানশন (৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
১৪৯/এ ডিআইটি এক্সটেনশন এভিনিউ
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৪৯৩৫৭৭৩০, ৮৩১৫৬৪৯
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৪১৭৪
E-mail : bishu.janata@gmail.com
djanata123@gmail.com

www.dailyjanata.net https://epaper.dailyjanata.net

FREEDOM
Bangladesh is a
symbol of Freedom...
WE ARE BANGLADESH. WE ARE FEARLESS.
THE BANGLADESH EXPRESS
A People's Daily ■ Journey Since 1994
WHERE NEWS NEVER GET OLD
www.thebangladeshexpress.com
15 New Baily Road, (Building-2), Dhaka-1217. Phone : +8809611-656102

১ যুগে
বণিক বার্তা

তথ্যেই অগ্রগতি। আর নির্ভরযোগ্য তথ্যই বণিক বার্তার খবরের প্রাণশক্তি। তাই তথ্যেই অগ্রগতি স্লোগানটি ধারণ করে ১১ বছর পূর্ণ করে যুগপূর্তির অভিমুখে যাত্রা করেছে বণিক বার্তা। দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ দায়িত্বশীল সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ বণিক বার্তার মূল কাজ। প্রিন্ট ও ডিজিটালমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতকেন্দ্রিক নানা উদ্যোগ ও আয়োজন নিয়ে দীর্ঘমেয়াদে আপনাদের সঙ্গী হবে বণিক বার্তা—এ প্রত্যাশা আমাদের...

তথ্যেই অগ্রগতি

www.gramerkagoj.com www.egramerkagoj.com

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের
গণমানুষের
প্রিয় দৈনিক
গ্রামের কাগজ

প্রধান কার্যালয়
পোস্ট অফিস পাড়া, যশোর।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৮৩৮১১১

ঢাকা অফিস
৫০/এফ ইনার সার্কুলার রোড (৫ম তলা), নয়াপল্টন, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-০৩৫৩০৬, ০১৭১২-৫১৫৬৮৪
ফেসবুক পেজ www.facebook.com/thedailygramerkagoj
ইউটিউব চ্যানেল www.youtube.com/gramerkagojdigital

To Know the real news and views read
THE GOOD MORNING
A Progressive National Daily
www.thegoodmorning.net
A progressive national daily newspaper
70, Pioneer Road, Kakrail, Dhaka-1000.
web: thegoodmorning.net
Email : dailygoodmorning@yahoo.com/
thegoodmorningbd@gmail.com

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২ উপলক্ষে
বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের
সকল সদস্যকে জানাই
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন
দৈনিক মাতৃকণ্ঠ
THE DAILY MATRIKANTHA
www.matrikantha.com www.facebook.com/thedailymatrikantha
সম্পাদক ও প্রকাশক খোন্দকার আব্দুল মতিন
কার্যালয় : রাজবাড়ী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ভবন (নিচতলা), প্রধান সড়ক, পোষ্ট ও জেলা-রাজবাড়ী-৭৭০০।
ফোন : ০২-৪৭৮৮০৮০৭০, মোবাইল : ০১৭১৩৪৮৯৪৭২, ই-মেইল : matrikantha@gmail.com

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের
সকল সদস্যকে
সমকালের পক্ষ থেকে
শুভেচ্ছা
ও
প্রাণঢালা অভিনন্দন
সমকাল
The Daily Samakal
৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের
বার্ষিক সাধারন সভা
ও
পূর্ণমিলনীর সার্বিক সফলতা কামনায় ।
দৈনিক স্বদেশ বিচিত্রা
মতিঝিল , ঢাকা-১০০০ ।
০১৮১৮২১৪৫১
Email : dailysawdeshbichitra@yahoo.com
www: dainikswadeshbichitra.com,
epaper:dainikswadeshbichitra.com
facebook:com/swadeshbichitra

এক ক্লিকেই
বিশ্বের যে কোন প্রান্তে
সর্বশেষ খবর
দৈনিক
সংবাদ সারাবেলা
মানুষের কথা বলে
www.sangbadsarabela.com
facebook.com/sangbadsarabela
youtube.com/c/SangbadSarabela

প্রকাশনার
২১ বছর
নতুন শতাব্দীর দৈনিক
শ্যামল সিলেট
Shyamal Sylhet
বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়
মিরাবাজার, সিলেট-৩১০০।
ফোন : ৮৮০-৮২১-৭০১৮৬৮
+৮৮ ০১৩১২-৪০৬০২৯, ০১৭১২-০৩৫৫৭৭
shyamal.sylhet@gmail.com
www.shyamalsylhet.com
www.eshyamalsylhet.com
শ্যামল সিলেট
Shyamal Sylhet
বাঙালির ইতিহাসে কলঙ্কিত দিন

দৈনিক
বঙ্গসংবাদ
The Daily Bangasangbad

মাসিক
চিকিৎসা সাময়িকী

সম্পাদক
ডাঃ মির্জা মহিবুল হাছান

যোগাযোগ

৩৩/১, পুরানা পল্টন,
(৩য় তলা) ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ +০২-৯৫১৩৪২৩,
মোবাইল ঃ ০১৫৫৯-১৩৩৩৭২
ইমেইল: dailybongoshanbad@gmail.com

আমাদের ভাবনা ৬৮ হাজার গ্রাম-উন্নত বাংলাদেশ

আমরা খুঁজি সংবাদের পরিচ্ছন্নতা আর তথ্যের নির্ভরতা

আমরা পৌঁছাই-

দেশের খবর
দশের খবর

বাংলাদেশ নিউজ এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট লিঃ

প্লট-৩১৪/এ, রোড-১৮, ব্লক-ই, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২২৯

ফোন: +৮৮-০২-৮৪৩১০৯২-৩, ইমেইল: bnel@bnelbd.com, ওয়েব: www.bnelbd.com

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২

উপলক্ষে এর সকল সদস্যকে আমাদের

অভিনন্দন

প্রতিদিনের সংবাদ

মাশরাফি জুনিয়র
মান অভিমান
বকুলপুর
সিজন-২
TOMORROW
সাহসিকা ২
দীপ্ত কৃষি
আমাদের গল্প
দীপ্ত সংবাদ
HD
দীপ্ত
DEEPTO TV
আলোয় ভুবন ভরা

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্যঃ

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

১। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূণ্য বনাঞ্চলে ৫২,৭২০ হেক্টর বনায়ন;
২। উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে উঠা চরে ২৪,৮৮০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী;
৩। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য ৩,৮৩০ হেক্টর বনায়ন;
৪। বন সন্নিহিত ৬০০ গ্রামে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং ১০,৮০০ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫। বন-নির্ভর ৪০,০০০ পরিবারকে বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা;
৬। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে ৩,৪৬০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন এবং
৭। বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির জন্য জনগণের মধ্যে ৬৩.৫ লক্ষ চারা বিতরণ।

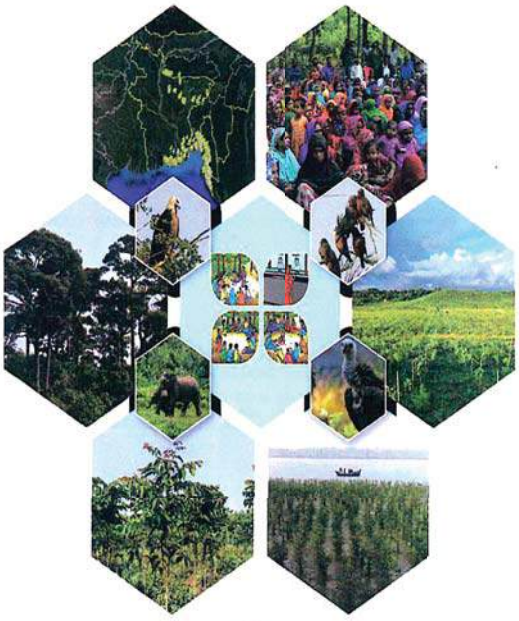

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্থিরচিত্র, ভিডিওচিত্র ও অন্যান্য প্রমাণক জমা দেওয়ার আহ্বান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এ সংক্রান্ত সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহে থাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী স্থিরচিত্র, বিরল স্থিরচিত্র সংবলিত পুস্তক/ম্যাগাজিন/ পত্রিকা/অ্যালবাম, যেকোনো ফরম্যাটে নির্মিত ভিডিও ক্লিপ, তথ্যচিত্র, ভিডিওচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সরাসরি বা ডাকযোগে বা ই-মেইলে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্রসহ অন্যান্য প্রমাণক সংগ্রহ করা হবে তা হলো :

১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ও কর্মের ওপর

ক) স্থিরচিত্র;

খ) যেকোনো ফরম্যাটে নির্মিত ভিডিও ক্লিপ, তথ্যচিত্র, ভিডিওচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র;

গ) বিরল স্থিরচিত্র সংবলিত পুস্তক/ম্যাগাজিন/পত্রিকা/অ্যালবাম;

ঘ) জাতির পিতার সাথে যেকোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যক্তিগত বা মুক্তিযোদ্ধাদের দলগত স্থিরচিত্র;

ঙ) জাতির পিতার সাথে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্মৃতিবাহী স্থিরচিত্র;

চ) দেশে বা বিদেশে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো অনুষ্ঠানে জাতির পিতার অংশগ্রহণের স্থিরচিত্র;

ছ) জাতির পিতার শৈশব, কৈশোর, ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিবাহী যেকোনো স্থিরচিত্র বা ভিডিওচিত্র;

জ) জাতির পিতার স্মৃতিবাহী অন্যান্য যেকোনো বিরল স্থিরচিত্র বা ভিডিওচিত্র বা ডকুমেন্ট;

২। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী

ক) গুরুত্বপূর্ণ স্থিরচিত্র বা ভিডিও ক্লিপ, তথ্যচিত্র, ভিডিওচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র;

খ) মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক অন্যান্য যেকোনো বিরল স্থিরচিত্র বা ভিডিওচিত্র বা ডকুমেন্ট।

৩। স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্র সরাসরি পাঠানোর ঠিকানা: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, এফ-৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

৪। স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্র পাঠানোর ই-মেইল: bfarchivebd@gmail.com, অথবা dg@bfa.gov.bd

৫। যোগাযোগ: ফোন: ০২-৪১০২৪৬৩৬, মোবাইল: ০১৭১২০৩৬৪৬৮, ০১৫৫২৩২১৯৪৬। আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ সংগ্রহে থাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী স্থিরচিত্র, বিরল স্থিরচিত্র সংবলিত পুস্তক/ম্যাগাজিন /পত্রিকা/অ্যালবাম, ভিডিও ক্লিপ, তথ্যচিত্র, ভিডিওচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ই-মেইলে সফটকপি এবং নিম্ন ঠিকানায় স্থিরচিত্রের হার্ডকপি (মূলকপি বা অনুলিপি) ও ভিডিওচিত্র বা চলচ্চিত্রের মূলকপি বা অনুলিপি সরাসরি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোঃ নিজামুল কবীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
ফোন: ০২-৪১০২৪৬৩৬
ই-মেইল: dg@bfa.gov.bd

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

এফ-৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ০২-৪১০২৪৬৩৬ , ফ্যাক্স : ০২-৫৮১৫৭৯৮৩,
ওয়েবসাইট: www.bfa.gov.bd, ই-মেইল: bfarchivebd@gmail.com

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন-২০২২
নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ীদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
সত্যের পক্ষে জাতীয় দৈনিক
মুক্ত খবর
www.dailymuktakhabar.com

Bangladesh Post
a national daily with a difference
Bangladesh Post
Govt's total focus on seven mega projects
Sena Kalyan Business Mart (2nd floor), 218/C, Bir Uttam Mir Shawkat Sarak (Tejgaon-Gulshan Link Road), Dhaka-1208, Ph: 09617171194, +880248811775-6, Email: news@bangladeshpost.net, bdpostad@gmail.com, www.bangladeshpost.net,
R&R HOLDINGS LTD.
Bangladesh Post
SIKDER

আমরা আলোকিত বাংলাদেশের কথা বলি

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণসভা ও পুনর্মিলনী ২০২২ শুভেচ্ছা

দৈ নি ক আ জ কে র

সত্যের আলো

৩০ মালিটোলা রোড (৩য় তলা)
বংমাল, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২২৩৩৮৯৭৩৮, ফ্যাক্স ৯৫ ৬০৫১৬
e-mail: satyer_alo@yahoo.com

www. Satyeralo.com

বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশনের
বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২

প্রাণঢালা অভিনন্দন

যুগান্তর

পাঠকের অন্তর জুড়ে

ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১

E-mail : jugantor.mail@gmail.com
www.jugantor.com

PADMA BANK
STUDENT BANKING
Rise and shine & save with
Padma Bank Student Banking
Padma NextGen Account
for generation next
Padma Mastermind Account
for the lion-hearted
Padma Spirit Monthly Deposit Plan
Grow it boundlessly
Padma Bank Student File Services
01727613540
www.padmabankbd.com
facebook.com/padmabankbd/
PADMA BANK
TOGETHER IN EVERY STEP

স্বত্ব দৈনিক আমরাই বাংলাদেশ ২০২২

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণসভা ও পুনর্মিলনী ২০২২

শুভেচ্ছা

আমরাই বাংলাদেশ

Daily Amrai Bangladesh

সম্পাদক : মো. তাহাজীব হাসান তালুকদার;
প্রকাশক : মো. আবেদ মনসুর

ক-৭৯/৩, খাঁ-পাড়া, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
ফোন: ০২-৫৮৯৭০২১৮, ০১৭১১২৩৭২০৮
ই-মেইল: amraibangladesh52@gmail.com

কৃষির আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই
আমাদের লক্ষ্য
কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে
মাসিক কৃষিকথা পড়ুন। কৃষিকথা'র গ্রাহক হোন। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫.০০ টাকা বার্ষিক সডাক ৫০.০০ টাকা। কৃষিকথায় কৃষি বিষয়ক মানসম্মত লেখা দিন। লেখা পাঠাবার ই-মেইল ঠিকানা: editor@ais.gov.bd, dirais@ais.gov.bd
কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনুন - বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত শুনুন। বরগুনা জেলার আমতলিতে স্থাপিত কৃষি রেডিও এফএম ৯৮.৮ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সম্প্রচার উপভোগ করুন।
বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি প্রতিদিন সকাল ৮ টার বাংলা সংবাদের পূর্বে ৭.৪০ মিনিটে ও মাটি ও মানুষ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে সম্প্রচার করা হয়। নিয়মিত এ অনুষ্ঠান দেখুন।
কৃষি তথ্য সার্ভিস-এর ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র ইউনিটের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারিত কৃষি বিষয়ক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নিজে দেখুন, অন্যকে দেখতে উৎসাহিত করুন।
সরাসরি কৃষি কল সেন্টার হতে কৃষি বিষয়ে সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত তথ্য সেবা ও পরামর্শ পেতে যে কোন মোবাইল হতে ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন। (শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)
16123
কৃষিবিষয়ক আধুনিক ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে ভিজিট করুন এআইএসটিউব (aistube.com)
কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন অফিস সময়ে সেবা চালু রয়েছে।
যোগাযোগের ঠিকানা : পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২-৫৫০২৮২৬০
ই-মেইল : dirais@ais.gov.bd, ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আবাসিক ও প্রশাসনিক এলাকা সরকার ঘোষিত নীরব এলাকা।
নীরব এলাকায় হর্ন, মাইক, সাউন্ডবক্স ও ইট পাথর ভাঙার মেশিন দ্বারা উচ্চশব্দ তৈরি করা দন্ডনীয় অপরাধ।
মাইক ও সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে উচ্চ শব্দ তৈরি করা থেকে বিরত থাকুন।
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

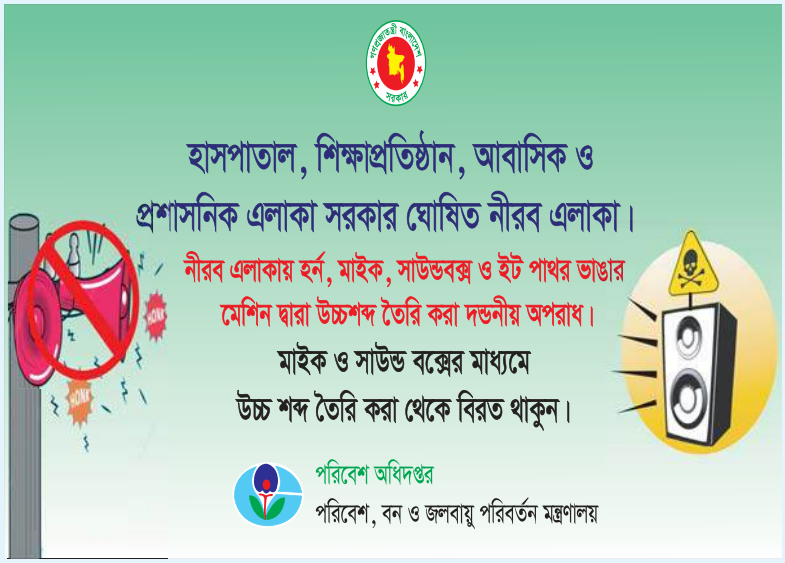

SIMPLE. YET SIGNIFICANT.
The Daily Star
Top News
Today
Dhaka records 44mm rain this morning
19 Himalayan vultures freed in nature
Inflation sprints to 17-month high
EXPLORE WHAT'S HAPPENING AROUND
CONTENT ONLY FOR YOU
EXPERIENCE MULTIMEDIA
BROWSE AND NAVIGATE
PERSONALISE YOUR EXPERIENCE
Download the updated
The Daily Star app
App Store
Google Play

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে
কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

নতুন আঙ্গিকে আমার বার্তা অনলাইন

বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক
সাধারণসভা ও পুনর্মিলনী ২০২২
শুভেচ্ছা

২১ রাজউক এভিনিউ বিআরটিসি ভবন (৯ম তলা)
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
সার্কুলেশন : ৮৩৯২৬৬৪
ই-মেইল : dailyamarbarta@gmail.com,
adamarbarta@gmail.com

amarbarta.com.bd

শিগগির নতুন রূপে
ও বড় পরিসরে বাজারে আসছে...
দৈনিক The Daily Kalbela
কালবেলা
আঁধার পেরিয়ে
কালবেলা
কালবেলা
কালবেলা
New Market City Complex, Level-6, 44/1, Rahim Square, New Market, Dhaka-1205.
e-mail: online@kalbela.com, news@kalbela.com
+88 02 55161662-3
+88 02 55161664
ads@kalbela.com
www.kalbela.com

WALTON
Computer

BORN FOR
INNOVATION
Laptop | Desktop | AIO
TAB | Monitor | Accessories

Microsoft | WALTON | intel

Corporate Office: Plot No.: 1088, Block: I, Road: Sabrina Sobhan 5th Avenue, Bashundhara, Dhaka-1229, Bangladesh
Tel: +8809606555555, Mob: +8801678860002, e-mail: digitech@waltonbd.com, digicom@waltonbd.com, www.waltonbd.com

Headquarters: Chandra, Kaliakoir, Gazipur, Bangladesh, Mob: +8801678860001 e-mail: digitech@waltonbd.com, www.waltonbd.com

ইনফরমেশন
Information is Power
ঢাকা